উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৫৯৫.৫৯ (+১৮৭.০৯)
নিফটি : ২৪,১৬৭.২৫ (+৪১.৭০)

‘সবার ওপরে সংসদ’
বিচার বিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই। » ৭

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড
ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। কারণ এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৫°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৪°	২৪°	২৩°

গড়াপেটায় বিদ্ধ টিম দ্রাবিড় » ১১

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 23 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 333

মৃত্যু উপত্যকা

জঙ্গি হানায় নিহত ২৭ পর্যটক

“ বন্দুকধারী কয়েকজন এসেছিল। আমার সামনেই স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমি বললাম, আমাকেও মেরে ফেলো। তখন এক জঙ্গি বলল, ‘না, তোমায় মারব না। তুমি গিয়ে মোদিকে বোলো।’
-পল্লবী রাও, কর্ণাটকের বাসিন্দা

“ পহলগামে হামলার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। এই জঘন্য অপরাধের পেছনে যারা রয়েছে, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না।
-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

মুদাসির কুলোঁ

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। নিশানায় পর্যটকরা। আট বছর পর আবার। অন্তত ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। আহত কমপক্ষে ১২। নিহতদের মধ্যে প্রবীণ এবং মহিলারা রয়েছেন। রয়েছেন কয়েকজন বিদেশি। শেষবার পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল ২০১৭ সালে। তখন নিহত হয়েছিলেন ৮ জন।

কাশ্মীরে এখন উপচে পড়া পর্যটকের ভিড়ের সময় ফের জঙ্গি হামলা হল সোমবার। অনন্তনাগ জেলার পহলগাম এলাকায় ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে হামলাকারীদের এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে দেখেছেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজনের। তাঁদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে। এরমধ্যে দুজন বাঙালি পর্যটকও রয়েছেন। একজন বিতান অধিকারী। ওই তরুণ কলকাতার পাটুলির বাসিন্দা হলেও থাকেন টেক্সাসে। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হল। অপরজন পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা মণীশ রঞ্জন। তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্তা ছিলেন। কর্মসূত্রে থাকতেন হায়দরাবাদে। স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে ছুটিতে গিয়েছিলেন পহলগামে।

পহলগাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বৈসরণ উপত্যকায় সবুজ ঘেরা খোলা একটি জায়গায় এই হামলা হয়। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের ভারত সফর চলাকালীন এই সন্ত্রাসবাদী হামলা অস্বস্তি বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র কাছে খোঁজখবর নেন। রাতেই তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার ভোরে তাঁর পৌঁছানোর কথা।

শা তারপরেই কাশ্মীরে উড়ে যান। পরে এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, ‘এই বর্বর ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘কাপুরুষোচিত হামলায় জড়িতদের রেয়াত করা হবে না। আমি শ্রীনগরে যাচ্ছি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে।’ পর্যটনেও বিরাট ধাক্কা দিল হামলাটি।’

একদিকে টিউলিপ, অন্যদিকে বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এখন কাশ্মীরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট। শুধু চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে কাশ্মীর উপত্যকায় বেড়াতে এসেছেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ। তাঁদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পর্যটক পহলগাম ঘুরে গিয়েছেন। ২০২৪ সালে যে সংখ্যাটি ছিল ২.২ মিলিয়ন। সে বছর কাশ্মীরে আসেন ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক।

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কার্যত রিসর্ট শহর বৈসরণে উপচে পড়া ভিড় ছিল পর্যটকদের। হামলার পর দ্রুত খালি হয়ে যায় সমস্ত হোটেল, রিসর্ট। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন অনেকে, মাথা নীচু করে পাশে বসে এক মহিলা। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছেন মহিলা পর্যটকরা। অন্য একটি ভিডিওতে কান্নাভেজা গলায় এক মহিলার করুণ আর্তি শোনা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

স্বপ্নের কাশ্মীরে দুঃস্বপ্ন। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত স্বামীর পাশে অসহায় স্ত্রী। পহলগামে। ভাইরাল এই ছবি দেখে শিউরে উঠছে গোটা দুনিয়া।

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

- **মার্চ, ২০০০** অনন্তনাগের চিত্তিসিংপুরা গ্রামে ৩৬ জনকে হত্যা
- **অগাস্ট, ২০০০** নানওয়ান বেস ক্যাম্পে জঙ্গি হানায় ৩২ জনের (২৪ জন অমরনাথ যাত্রী) মৃত্যু
- **অক্টোবর, ২০০১** জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা চত্বরে আত্মঘাতী জঙ্গি হানায় নিহত ৩৬
- **নভেম্বর, ২০০২** জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত ১৯
- **ফেব্রুয়ারি, ২০১৯** জওয়ানদের বাসে ধাক্কা বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ির, শহিদ ৪০ জওয়ান

কপালজোরে বেঁচে গেল ওরা তিনজন

কেকা ঘোষ মিত্র
(লাটাগুড়ির বাসিন্দা)

সকাল থেকে সব ঠিকঠাকই চলছিল। পহলগামের যে এলাকায় আমরা আছি সেই জায়গাটার নাম রিভার র‍্যাফটিং পয়েন্ট। একটু পরেই আমার মেয়ে বৃষ্টি আর দলের কয়েকজনের বৈসরণে ঘাসের উপত্যকায় যাওয়ার কথা ছিল। ওখানে তো যাওয়ার একমাত্র বাহন ঘোড়া। টিমের বাকিদের যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। গত কয়েকদিন এত ঘুরেছি যে ক্লান্তিতে আর ওরা তিনজনও আর যেতে চাইল না। তাই হয়তো ওরা বেঁচে গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে গত ১৭ তারিখ পহলগাম এসে পৌঁছেছি। আমি লাটাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের পরিবার বলতে আমার মেয়ে বৃষ্টি ও স্বামী বিশ্বজিৎ। আমাদের টিমে বাকি সঙ্গীরা জলপাইগুড়ি শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী সীমা ও আরেক পরিবার জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-শান্তা আর ওঁদের মেয়ে দেবস্মিতা। কাশ্মীরের অপূর্ব প্রকৃতি দেখতে দেখতে কখন যেন ভুলেই গিয়েছিলাম এখানকার জঙ্গি সন্ত্রাসের কথা। আজ সকালে যখন বৈসরণ ঘাস উপত্যকায় যাওয়ার কথা উঠল তখন বয়স্করা কেউই যেতে চাইল না। যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বৃষ্টি আর দেবস্মিতার। আমাদের টিম ম্যানেজার শুভম দাস ওদের নিয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা যাচ্ছি না বলে শেষপর্যন্ত ওরাও গেল না।

কিছুক্ষণ আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। এই এলাকাটা বেশ জমজমাট। বেশকিছু দোকানপাট আছে।

এরপর দশের পাতায়

ভবিষ্যতের ‘উত্তর’ খুঁজতে আচার্য সদনের সামনে ধর্নায় চাকরিহারারা। কলকাতায়। মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : আবির চৌধুরী ও পিটিআই

তালিকা-জট কাটল না

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : জটিলতা মেটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত চাকরিহারারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। সোমবার রাতভর আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা ধর্না চালিয়ে যান। ময়ূখ ভবনে আটজন শিক্ষাকর্মী অনশনে বসেছেন। চড়া রোদের মধ্যে মঙ্গলবার দিনভর দাবি আদায়ে অনড় থাকার পর চাপে পড়ে আন্দোলনকারীদের ১৮ জন প্রতিনিধির সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়। সেখানে ১৭ হাজার ২০৬ জনের তালিকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৫ হাজার ৪০৩ জনকে যোগ্য বলা হয়েছে। কোনও মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি। বৈঠকের পর আন্দোলনকারীরা জানান, অযোগ্যদের বহিষ্কারের আবেদন নিয়ে যোগ্যরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘আমরা এখন স্কুলে যাব না। যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ হচ্ছে ততক্ষণ অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাব।’ মিরর ইমেজ প্রকাশ না করায় তাঁরা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট নন বলে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানাচ্ছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশে তাঁদের প্রশ্ন, ‘১৭ হাজারের তালিকার মধ্যে যাঁরা অযোগ্য, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কেন বরখাস্ত করা হচ্ছে না?’

অন্যদিকে, এদিন মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আইনি পরামর্শ মেনে শিক্ষা দপ্তর যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে না। তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে বলেও ব্রাত্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তর এদিনই যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পাঠিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এসএসসি জানায়, তারা আগামী বুধবারের মধ্যে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে তিনটি পর্যায়ে চাকরিহারাদের তালিকা বানিয়ে পাঠাবে।

সোমবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া অনশনের পর আন্দোলনকারীরা মঙ্গলবারও চড়া রোদে আচার্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। যোগ্য ও অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করার আশ্বাস শিক্ষা দপ্তর দিলেও নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন তা প্রকাশ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন।

এরপর দশের পাতায়

কাশ্মীর ফাইলস

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হামলা
» সাতের পাতায়

হামলায় পর্যটনের গোড়ায় ঘা
» দশের পাতায়

কাউন্সিলারের ভূমিকায় অস্বস্তিতে তৃণমূল

রঞ্জনের বিরুদ্ধে মিছিল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাস্তায় তৃণমূল! আর তা নিয়েই এখন অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলের অন্দরে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের ঘরে ঢুকে ‘দাদাগিরি’ ও তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলার তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার ভূমিকায় নিন্দার ঝড় ওঠে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এই মিছিল আখেরে শাসকদলের ক্ষতি করছে বলে দাবি করেন রঞ্জন।

অবশ্য রঞ্জনের দাদাগিরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

পথে তৃণমূলই
- রঞ্জনের ভূমিকার নিন্দা করে মঙ্গলবার পথে নামে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
- রঞ্জন ও দিলীপকে নিয়ে বৈঠক করবেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী
- এই মিছিল আখেরে শাসকদলের ক্ষতি করছে, দাবি রঞ্জনের

জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, ‘দলের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব সকলের। যেহেতু দুজনেই আমাদের দল করেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি রঞ্জন শীলশর্মা ও দিলীপ রায়কে নিয়ে আমি বৈঠকে বসব। যাতে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি অবিলম্বে মেটানো যায়।’

যদিও শিক্ষক সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি তৃণমূল নন বলে জানিয়ে রঞ্জনের বক্তব্য, ‘উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এসে মিছিল করা হল। আমার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জড়োই করতে পারল না। আমার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে শিখতে হবে।’

এদিন কলেজপাড়ার শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি চক্রের অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অফিসের সামনে থেকে মিছিল করে

এরপর দশের পাতায়

যানজটই ভবিতব্য শহরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পরিকল্পনাই সার। শহরবাসীর ভবিতব্য যানজটে আটকে থেকে সময়ের মূল্য দেওয়া। প্রশাসক বদল হলেও শিলিগুড়ির রাস্তার ছবিটার পরিবর্তন ঘটছে না। বাম আমল থেকে তৃণমূল জমানা, বারবার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, সেই পরিকল্পনা ‘বিশবাঁও জলে’ যাচ্ছে নানা যুক্তিতে। যেমন, শহরের যানজট কমাতে বাগরাকোট থেকে তিনবাত্তি মোড়ে মিনিবাস স্ট্যান্ড নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল পুরনিগম। যে কারণে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম

তিনবাত্তির উদ্যোগে ‘তালা’

(এনবিএসটিসি)-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনবাত্তি এলাকায় ঝাঁ চকচকে বাস টার্মিনাস গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সেখানে এখন তালা ঝুলছে। ফলে যানজটের নাগপাশ থেকে মুক্তি ঘটছে না শহরবাসীর। কেন এই পরিকল্পনাও মাঠে মারা গেল? যাত্রী এবং আয় কমে যাওয়ার যুক্তিতে মিনিবাস মালিক এবং চালক সংগঠন কোনওভাবেই বাগরাকোট ছাড়তে নারাজ।

যা স্বীকার করে নিয়ে এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলছেন, ‘আসলে মিনিবাসের মালিকরা তিনবাত্তি এলাকায় যেতে নারাজ। আমাদের বাস চালিয়ে তেমন আয় হচ্ছে না। উলটো খরচ বাড়ছে। তাই আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। শীঘ্রই বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসব।’ স্ট্যান্ড যে তারা সরাবে না এবং এই সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দেবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে শিলিগুড়ির মিনিবাস সিন্ডিকেট। সংগঠনের সম্পাদক কুমারেশ দত্তর সাফ কথা,

এরপর দশের পাতায়

১৪০ দিন বন্ধ গজলডোবার সেতু

অনুপ সাহা ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পুরোদস্তুর সংস্কারের জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ১৪০ দিনের জন্য গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে থাকা ফুটপাথ দিয়ে অবশ্য হেঁটে চলাচল করা যাবে। ভরা বর্ষায় কাজের বিঘ্ন না ঘটলে আগামী সেপ্টেম্বরে মহালয়ার কয়েকদিন আগে আবার ওই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে। মঙ্গলবার বাস, ট্রাক, স্কুলবাস সহ অন্যান্য যানবাহন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে তিস্তা সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

মঙ্গলবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে রোড সেফটি কমিটির বৈঠক হয়। সেখানেই পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠনকে ডেকে সেতু বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাক মালিকদের সংগঠন এতদিন সেতুতে দ্রুত ট্রাক ও ডাম্পারের মতো ভারী যান চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানালেও এদিন বৈঠকে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংস্কারকাজ ১৪০ দিনের সময়সীমার মধ্যেই শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে নির্দেশ জারি

এরপর দশের পাতায়

সংস্কারের জন্য বন্ধ তিস্তা ব্যারেজের সেতু। গজলডোবায়।

সংস্কারের জন্য
- গজলডোবায় তিস্তার সেতুর পিচের আস্তরণ সম্পূর্ণ তুলে ফেলে ডেক সংস্কার করা হবে
- আগামী ১৪০ দিন ওই সেতুর ফুটপাথ দিয়ে শুধু হেঁটে যাতায়াতের অনুমতি
- বর্ষায় সেবকে ধস নামলে জলপাইগুড়ি বাইপাস হয়ে ময়নাগুড়ি ঘুরে ডুয়ার্সে যাতায়াত করতে হবে
- প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিল পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠন

ভবঘুরেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ফোরামের

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে ভবঘুরে ও আশ্রয়হীনদের উদ্ধার করে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। এই কাজের জন্য ফোরামের তরফে 'নবদিশা' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এজন্য সাতটি হোম তৈরি করেছে ফোরাম। গত রবিবার তিনজনকে উদ্ধার করে কোচবিহার, ঘোষপুকুর ও মাদারিহাটে ফোরামের হোমে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন ভবঘুরেকে উদ্ধার করে ঠিকানা খুঁজে তাঁদের বাড়ি পাঠিয়েছেন ফোরামের সদস্যরা।

ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, '২০২২ সালের নভেম্বর থেকে আমরা এই কাজ করছি। অনেককেই আশ্রয়হীনভাবে মেডিকেল কলেজে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা তাঁদের হোমে নিয়ে রাখছি।'

আজ টিভিতে

নিউ কিডস ইন দ্য ওয়াইল্ড বিকেল ৩.১৪
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.১৫ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.১৫ ফাইটার-মারবো নয় মরবো, রাত ১০.১৫ রোমিও, ১.০০ মাস্টারমশাই

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.২০ কুলি, রাত ১০.২৫ স্বদেশ-আ জার্নি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১২.৪৫ অন্তর্ধান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিযান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৪ বিবাহ : আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ, বিকেল ৩.১১ মঙ্গলবার, ৫.৫৬ সিটিমার, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.২৫ মধুরা রাজা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৩ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ১.৪৮ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৩০ ডেয়ারিংবাজ, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ ২.০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.৪৪ নো স্মোকিং, বিকেল ৪.৫৭ জওয়ানি জানেমন, সন্ধে ৬.৫৮ বদলা, রাত ৯.০০ রাঞ্ঝনা, ১১.২০ নাম শবানা

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৯ ইলেক্ট্রা, ২.৩১ দ্য ওয়াচ, বিকেল ৪.০৮ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, বিকেল ৫.৫২ দ্য গিভার, রাত ৯.০০ লিজিয়ন, ১০.৩২ ননস্টপ

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

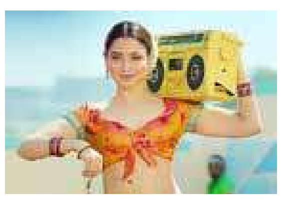

সিটিমার বিকেল ৫.৫৬
জি সিনেমা এইচডি

লিজিয়ন রাত ৯.০০
এমএনএক্স

রাখে হরি মারে কে বিকেল ৪.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

অসমে গিয়ে রক্তদান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ এপ্রিল : ও পজিটিভ রক্ত মিলছিল না এক মুমূর্ষু রোগীর। তাও এ রাজ্যে নয়, সেই রোগীর চিকিৎসা চলছিল অসমের কোকরাঝাড়ের একটি হাসপাতালে। অবশেষে ১০০ কিমি দূরে কোকরাঝাড়ে গিয়ে ওই রোগীকে রক্ত দিয়ে এলেন শামুকতলার এক খেতমজুর তরুণ ছোটন বর্মন।

রোগীর নাম মায়ারানি দত্ত, বয়স ৬০। বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁওয়ে। তিনি হার্ট সহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে কোকরাঝাড়ের আরএনবি সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হন কিছুদিন আগে। একসময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেখানে এক ইউনিট রক্ত মিললেও আর রক্ত মিলছিল না। খবরটি সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পান সমাজকর্মী তথা কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টিয়ারি অর্গানাইজেশনের সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ। তিনি ও পজিটিভ রক্তের প্রয়োজনের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেন। সেখান থেকে খবর পেয়ে শামুকতলা থানার ছোট চৌকিরবস গ্রামের বাসিন্দা ছোটন উদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর উদয় ছোটনকে কোকরাঝাড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মঙ্গলবার ছোটন সেখানে গিয়ে রক্ত দিয়ে ফিরে এসেছেন। ছোটনের সঙ্গে সজল দেবনাথ নামে এক তরুণও গিয়েছিলেন। এই রক্তদানের ফলে ওই মহিলা অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

রোগীর আত্মীয় কল্পনা সূত্রধর ছোটনের এই উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন।

নিউ বঙাইগাঁওে এসএস মেটালের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৮এ। তারিখ : ১৮-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওে ৭৫টি কোচের জন্য এফআরপি ট্রফ -এর জায়গায় আরএমপিইউ -এর নিচে এসএস মেটাল ট্রফের ব্যবস্থা। কাজের আনুমানিক খরচ : ১,০৪,৭৩,৪০০.৫০/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,০২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের উপরোক্ত সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মধুরের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিই এন/।।।/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ইআরসি সহ টিএফআর ৩৮.৫ কিমি। (প্রকল্প আইডি ০৮.০৪.৩১.২৪.৩.৫৩.০২২)। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৬৬,৩২৮.১৬ টাকা; বায়নার ধন: ১,৪১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উদ্বোধনের অপেক্ষায় খুনিয়া মোড় থেকে কুমাই পর্যন্ত তৈরি ১২ কিমি রাস্তা।

সীমান্ত সুরক্ষায় খুলছে নতুন পথ

রাজনাথের উদ্বোধন ২৬ এপ্রিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের সঙ্গে চিন সীমান্ত সুরক্ষায় বড় হাতিয়ার হতে চলেছে নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে চাপড়ামারি ও কুমানির জঙ্গল চেরা রাস্তা। আপাতত কুমাই পর্যন্ত ১২ কিমি ওই ঝাঁ চকচকে পথের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬ এপ্রিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রাস্তার ওই অংশের উদ্বোধন করে ফেলবেন ভার্চুয়ালি। সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রতিনিধিরা। এজন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। খুনিয়া মোড়ে তৈরি করা হচ্ছে প্যান্ডেল।

প্রথম ধাপে রাস্তাটি বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত যাবে। মোট দৈর্ঘ্য ৩৫ কিমি। পরবর্তীতে সিকিমের রাচেলা হয়ে জুলুক পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথের সম্প্রসারণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। এই রাস্তা হলে একদিকে ভারত, ভুটান ও চিনের ট্রাই জংশন পয়েন্ট ডোকালাম ও অন্যদিকে সিকিমের চিন সীমান্ত রক্ষা আরও শক্তভাবে করা যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, যোগাযোগের এই উন্নয়নের সুফল ঝালং সহ গোটা জলঢাকা উপত্যকা এবং সিকিমের পর্যটনশিল্পেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। বিআরও-র এক কর্তা জানান, এখনও পর্যন্ত খুনিয়া মোড় থেকে ২০ কিমি রাস্তা প্রায় হয়ে গিয়েছে। তবে পাকাপাকি কাজ শেষ হওয়া ১২ কিমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন হিসেবে ২৬ এপ্রিলকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত ৩৫ কিমি কাজ হয়ে যাওয়ার পর সিকিমের দিকে সম্প্রসারণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক হবে।

আগের পুরোনো রাস্তা পুরো ভেঙে ফেলে নয়া রাস্তাটি ১২ মিটার চওড়া করে তৈরি করা হয়েছে। তবে ঝালংয়ের ২ নম্বর ব্যারেজের দিকে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে কারিগরি কারণে একটু সময় লাগছে। সেখানে ডাইভারশন করে খানিকটা অংশ অন্য রুট দিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'চাঙ্গা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এলাকার বাসিন্দাদের যোগাযোগ ও সেইসঙ্গে পাহাড়ের পর্যটনের আরও শ্রীবৃদ্ধি, একসঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্য ওই রাস্তার মাধ্যমে সাধিত হবে। ২৬ এপ্রিলের উদ্বোধনের চিঠি পেয়েছি।' জলঢাকা অফবিট ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর প্রণয় বরাইলির মন্তব্য, 'রাস্তার কাজটি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে পর্যটকদের কাছে ঝালং যে বেস ক্যাম্পে পরিণত হবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সিকিমে যাওয়ার বিকল্প রুট পেয়ে পর্যটকদের জোয়ার নামবে বলেই মনে করি।'

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL) BINNAGURI CANTT
PHONE : 8945070455 / 6005016011
e-mail:echscellbinnaguri@gmail.com
EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following appointments on contractual basis in ECHS Polyclinic Binnaguri & Cooch Behar for a period of one year (ESM)/ 11 months civilian subject to performance of candidates / other conditions according to the criteria as mentioned against each :-

Ser No.	Appointment	Minimum Qualification	No of Vacancy	Fixed Remuneration
(a)	Medical Officer (ECHS PC Binnaguri)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(b)	Nursing Assistant (ECHS PC Binnaguri)	BSc Nursing, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(c)	Driver (ECHS PC Binnaguri)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(d)	Medical Officer (ECHS PC Coochbehar)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(e)	Dental Officer (ECHS PC Coochbehar)	BDS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(f)	Dental Hygenist (ECHS PC Coochbehar)	Diploma holder in Dental Hyg/class-I DH/DORA course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(g)	Driver (ECHS PC Coochbehar)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(h)	Peon (ECHS PC Coochbehar)	Education Class 8 GD (armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 16,800/-
(i)	Lab Tech (ECHS PC Coochbehar)	DMLT /Class I Laboratory Tech course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(j)	Chowkidar (ECHS PC Coochbehar)	Education 8th Pass of GD trade for Armed forces	01	Rs. 16,800/-

2. **For Terms & Conditions, Application Form, Remuneration:** Kindly visit our website **www.echs.gov.in.** For additional Details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) **Binnaguri & Cooch Behar,** Mobile No 8945070455 & email echscellbinnaguri@gmail.com. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

3. **Last date of receipt of application as per format given at our website:** Application as per requisite format along with self attested photocopies of testimonials in support of Education Qualifications and Work Experience will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell). By **30 May 2025** in duplicate. Any application received after **30 May 2025** will not be accepted.

4. **Interview Date, Timing & Venue :** Candidate must reach **Stn HQ Binnaguri ESM Cell at 0900 hrs** on **06 Jun 2025** for the interview to be held between **1130 hrs** to **1330 hrs.** Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th/Matric, 10+2 & Graduation/post-graduation/diploma/course, work exp and discharge book, PPO, service records and 02 (Two) PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Qualitive Requirement may apply. Also bring Medical fitness Certificate from SEMO/CMO at the time of interview.

5. **Overlapping of Handing/Taking period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets).** 10 days of handling/taking over between the key appointment (Medical Officer, Nursing Assistant, Dental Officer, Dental Hygenist, Driver, Peon, Lab Tech, Chowkidar) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of Dental Officer with regards to immovable & movable property will be deposited with Stn HQ, Binnaguri before tenanting the appt. This will be applicable for both initial appt & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Traning (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contact. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

Affidavit

I Samir Ghosh, Father of Sayan Ghosh, Admit Card No. 8622029, Centre No. 1256674, Roll No. 1256674/012, due to his mother's name being wrong, on 22.4.25 at Siliguri EM Court, vide affidavit I declare that 'Ankita Aich' and 'Ankita Ghosh' is the same person. Samir Ghosh, Siliguri, Darjeeling. (C/116196)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কন/২০২৫/ মার্চ/০১, তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ২

টেন্ডার নং. সিই/কন/সিএইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১-এর বিপরীতে সংশোধনী-২ জারি করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ ডিসেম্বর/০১ তারিখ: ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CORRIGENDUM NOTICE
Date and Time Extension

1) Tender ID: 2025_MAD_832441_1, Name of work : Construction of Car shade at Sanitary campus of Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
2) Tender ID: 2025_MAD_832453_1, Name of work : Cleaning and installing concrete Paver block at Sanitary Compound at Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
3) Tender ID: 2025_MAD_832465_1, Name of work : Beautification of Samaj Para valley in ward No. 5 under Jalpaiguri Municipality.
4) Tender ID: 2025_MAD_832476_1, Name of work : Construction of road using Paver Block from Shani Mandir to Sri Tanay Dey house extension to Sri Bishal Roy house in ward No. 1 under Jalpaiguri Municipality.
The above mentioned tender till date not attended by the bidder (due to Banking Server problem) for qualify the tender process, so another 10 days date and time extension allow to participant the tender process.
Last date of bidding (On line) dated: 02/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

তিনসুকিয়া মণ্ডলে আরসিসি ওভার হেড ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. টিএসকে/ইএনজিজি/১২ অফ ২০২৫ তারিখ: ১৭-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ তিনসুকিয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে ৬০,০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা (নিউ তিনসুকিয়াতে ২ টি ২০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ২ টি ১০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন)। টেন্ডার রাশি: ২,১৫,২৯,৮৩২/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৫৭,৭০০/- টাকা। আইটেম সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া মণ্ডলে- ২ বৎসরের জন্যে এডিইএন/তিনসুকিয়া, এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউন, এডিইএন/লকপথার এবং এডিইএন/মরিয়নি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের আধিকারিক এবং অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি: ২,৫২,৭৫,৭২৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৭৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/ tea shop near NBU, girl with proficiency in English preferred. (M/M)

●

সেলসের কাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ/মহিলা নিয়োগ, স্টাইপেন্ড আছে। M : 7430979039 (Jal), 85970 59434. (Slg). (C/116071)

●

Required Salesman for Philips Light, with 2-3 years experience in Electrical Field will preferred. Adie Centre, Behind 9/10 Hotel, Siliguri-98320-67075. (C/116072)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার (শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার) আসল Land Deed, যাহার নং- 08241, Dt. 18-12-2017, হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন। শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার, পিতা-সুবল চন্দ্র সরকার, ঘুঘুমারি, কোচবিহার। M : 8918771220.

অ্যাফিডেভিট

আমার খতিয়ান নং 278, JL No. 055 মৌজা- চন্দনচৌড়া, নাম ভুল থাকায় গত 17-04-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dulal Das এবং Dipak Chandra Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চন্দনচৌড়া, মধুপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114693)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড নং WB-63 20090979388 নাম ভুল থাকায় গত 30-01-25 তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rejadul Haque এবং Rejajul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মানসাই, বক্সিরহাট, কোচবিহার। (C/114694)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir- Siliguri, Phone : 8372059506/ 9800050770, Tea Tasting, Tea Blending & Tea Marketing Course refresher course for tea traders and start ups, Duration : 6 days, Course fee : Rs. 10000/- Next batch : 3rd to 8th May. (M/M)

Tender Notice

Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur-I Panchayat Samity SBKT under SBM (G) vide Memo No. 218, Date : 21/04/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Panchayat Samity
Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় মন্দা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বীকৃতি মিলবে। গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। বৃষ : বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যার সমাধান। মিথুন : শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। কর্কট : ব্যবসায় মন্দা কমবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সমস্যা নেই। পরিবারের কোনও সদস্যের কৃতিত্বে আনন্দ। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। হঠাৎ কোনও নতুন কাজের সুযোগ আসবে। কন্যা : সারাদিন পরিশ্রমে যাবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। তুলা : বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃশ্চিক : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। ধনু : একাধিক উপায়ে অর্থ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। মকর : ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। শেষমুহূর্তে এসে থমকে যেতে পারে পদোন্নতি। নতুন বাড়ি কেনার ভালো সুযোগ। কুম্ভ : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনকে মানসিক আঘাত দিয়ে বসবেন। প্রতারিত হতে পারেন। মীন : বড় কোনও কাজ হঠাৎ থেমে যেতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল, ২০২৫, ৯ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ বদি, ২৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৪, অঃ ৫।৫৮। বুধবার, দশমী দিবা ১১।৪৪। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।৩৬। শুক্রযোগ দিবা ২।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৪৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৩৬ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৫ গতে ৩।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, দিবা ১।১১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩২ গতে নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বই দিবস ও কপিরাইট দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চা বাগানে ধর্ষণ স্কুল ছাত্রীকে

ফাঁসিদেওয়া, ২২ এপ্রিল : প্রতিবেশীর লালসার শিকার এক কিশোরী। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের একটি চা বাগানের। দশবছর বয়সি মেয়েটির পরিবারের তরফে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত বিবাহিত।

নির্যাতিতা কিশোরী মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। স্থানীয় একটি সরকারি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সে।

সোমবার বিকেলের দিকে চা বাগান এলাকায় তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ভাগ্নি বাড়ি না ফেরায় খোঁজখবর শুরু করেন ওই মহিলা। এমন সময় স্থানীয় আরেক মহিলা বাগানের মধ্যে অভিযুক্তের সঙ্গে কিশোরীকে দেখতে পান। তিনিই খবর দেন মেয়েটির মাসিকে। এরপর কিশোরীর মাসি ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিৎকার শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটে যান বাগানের শ্রমিকরা। অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। রাতেই ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।

এরপর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। অবশেষে মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট চা বাগান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে নির্যাতিতার। আপাতত সে সেখানেই চিকিৎসাধীন। কিশোরীর মাসির কথায়, 'পাড়ার এক মহিলা আমার ভাগ্নিকে চা বাগানের ভেতরে দেখতে পেয়ে খবর দেন। সেখানে গিয়ে দেখি অভিযুক্ত ভাগ্নিকে ধর্ষণ করছে। ধরতে গেলে সে পালিয়ে যায়।' তিনি এবং বাকি এলাকাবাসী অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার বক্তব্য, 'বিষয়টি আমি এদিন সন্ধ্যায় জানতে পেরেছি। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মেয়েটির সঙ্গে দেখা করব।' ঘোষপুকুরের ওসি সঞ্জয় তিরকির মন্তব্য, 'আমরা অভিযোগ পাওয়ার পরই চা বাগানে অভিযান চালিয়েছি। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। মেয়েটি এখন সুস্থ।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চা বাগানগুলোতে গত বেশ কয়েক মাসের ব্যবধানে একের পর এক ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মূক ও বধির তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সে বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরে একা পেয়ে কিশোরীকে শ্লীলতাহানি এবং যৌন নিযাতনের শিকার হয়। রয়েছে আরও উদাহরণ। বাগান এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি উঠতে শুরু করেছে।

কচিকাঁচাদের জলকেলি। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি সাব ক্যানালে সূত্রধরের তোলা ছবি।

দূরপাল্লার যাত্রীদের হয়রানি

চড়া দরে টিকিট বেসরকারি বাসে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পর্যটনের মরশুম শুরু হতেই একাংশ বেসরকারি বাস কাউন্টারগুলিতে অতিরিক্ত দামে টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠছে। পাশাপাশি বাসের আসন বিলি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠছে। অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগে আরটিও-র এনফোর্সমেন্ট টিমের বিশেষ অভিযানে একটি বাস কাউন্টারের বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কাউন্টারগুলোর বিরুদ্ধে ভূরিভূরি এ ধরনের অভিযোগ আসতে থাকায় দূরপাল্লার বাসগুলোতে 'সাইপ্রাইজ চেকিংয়ের' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা মিন্টন দাস। তিনি বলেন, 'আমরা এ ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়ায় বাসগুলোকে ধরে স্পেশাল চেকিং করছি। সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট টিম একটি মামলাও রুজু করেছে।'

শিলিগুড়ির জংশন এলাকা থেকে ছাড়ে সমস্ত দূরপাল্লার বাস। এই বাসগুলিতে অনলাইনে টিকিট কেনার সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি অফলাইনে বিভিন্ন কাউন্টার থেকেও সরাসরি টিকিট কেনার সুযোগ রয়েছে। অভিযোগ, তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস ও জংশন এলাকায় থাকা একাংশ টিকিট কাউন্টার থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে।

সম্প্রতি এ ধরনেরই প্রতারণার শিকার হওয়া এক পর্যটক সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'টিকিট কাউন্টারে

টিকিট নিই। টিকিটে লেখা ছিল, সিট নম্বর ৯ ও ১০। এরপর বাসে উঠে জানতে পারি, আমাকে সিটিংয়ের টিকিট দেওয়া হয়েছে। স্লিপার দেওয়া হলে টিকিটে স্লিপার ৯, ১০ নম্বর লেখা থাকত।' তবে এখানেই অভিযোগ শেষ নয়, তাঁর আরও অভিযোগ, টিকিটে কোনও মূল্য লেখা থাকছে না। এমনকি একটি সিটে দুজন পর্যন্ত তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওই বাসে পরবর্তীতে বাগডোগরার কাছে এনফোর্সমেন্ট টিম আচমকা তল্লাশি চালায়। তাতে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়ার কথা শুনে মামলা রুজু করা হয়। অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ার অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করছেন পরিবহণকর্মীরা।

বাসের ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'একটি নন-এসি বাসে স্লিপারের ভাড়া খুব বেশি সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা। অন্যদিকে, বিলাসবহুল বাসের স্লিপারের ভাড়া ১২০০ টাকা হওয়ার কথা কিন্তু এখানে পর্যটনের মরশুম শুরু হলেই দ্বিগুণ টাকা নেওয়া হয়ে থাকে।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট স্যানাল বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই ধরনের অভিযোগগুলো জমা করছি। পর্যটকদের কাছেও অনুরোধ, যারা এই ধরনের সমস্যার মুখে পড়ছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, আমাদের সংগঠনের কাছে আপনারা অভিযোগগুলো জানান। আমরা সমস্ত অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে তার হস্তক্ষেপের দাবি জানাব।'

যাওয়ার পরে প্রথমে আমাকে বলা হয় ওই ননএসি বাসের সিটিংয়ের ভাড়া ৮০০ টাকা ও স্লিপারের ভাড়া ১০০০ টাকা। আমি স্লিপারের দুটো

দ্বিগুণ ভাড়া

- বাসের আসন বিলি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠছে
- আরটিও-র এনফোর্সমেন্ট টিমের বিশেষ অভিযানে একটি বাস কাউন্টারের বিরুদ্ধে মামলাও রুজু
- তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস ও জংশন এলাকায় থাকা একাংশ টিকিট কাউন্টার থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে
- একটি নন-এসি বাসে স্লিপারের ভাড়া সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা
- বিলাসবহুল বাসের স্লিপারের ভাড়া ১২০০ টাকা
- এখানে পর্যটনের মরশুম শুরু হলেই দ্বিগুণ টাকা নেওয়া হচ্ছে

মাদক সহ ধৃত ২ তৃণমূল নেতা

কোচবিহার ও সিতাই, ২২ এপ্রিল: শীতলকুচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার বানানোর কারখানার হদিস মিলেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ৭৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গিতালদহ-১ অঞ্চলের তৃণমূলের চেয়ারম্যান মাফুজার রহমান, এলাকারই তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সেরাজুল হক সহ মোট পাঁচজন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) হাতে গ্রেপ্তার হল। এই মাদক বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ছিল বলে এসটিএফ জানিয়েছে। মাফুজার দলের অঞ্চল চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজলি

ইয়াবা কাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতা।

বিবির স্বামী। আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হওয়ায় শাসক শিবির অস্বস্তিতে পড়েছে।

বিজেপিও এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমে পড়েছে। ধৃত মাফুজারের সঙ্গে দলের জেলা নেতৃত্বের ছবি প্রকাশ্যে এনে বিজেপি দাবি করেছে, পাচারের টাকা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছেও পৌঁছাত। বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'অভিযুক্ত মাফুজার দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে জড়িত। ২০১৪ সালে সে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছিল। নতুন করে আবার সে ইয়াবা পাচারে ধরা পড়েছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সেরাজুলও গ্রেপ্তার হয়েছে। এরাই হল তৃণমূলের সম্পদ।' জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরাজ বলেন, 'জেলা পুলিশ সবই জানে। কিন্তু তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। তাই এসটিএফকে অভিযান চালাতে হচ্ছে।' মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল তড়িঘড়ি মাফুজার ও সেরাজুলকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'দলবিরোধী কার্যকলাপ ও সামাজিক অধঃপতনের অভিযোগে মাফুজার রহমান ও সেরাজুল হককে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। ভবিষ্যতে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাঁরা দলে ফেরত আসতে পারবেন।'

জাতীয় সড়ক ধরে সমতল থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি আজও। অথচ এই রুটের ওপর কয়েকশো মানুষের রুজিরুটি নির্ভরশীল। সড়কের পাশে একের পর এক দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে গ্যারাজ খুলেছে একসময়। সেই থেকে আয় দিয়ে জীবিকানির্বাহ করতেন বাসিন্দারা।

হিলকার্ট রোড নিয়ে আক্ষেপ

দীর্ঘদিন বন্ধ যানবাহন চলাচল, রুজিরুটিতে টান

রণজিৎ ঘোষ

তিনধারিয়া, ২২ এপ্রিল : ধসে শুধু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, মার খেয়েছে ব্যবসা। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সমতল থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি আজও। অথচ এই রুটের ওপর কয়েকশো মানুষের রুজিরুটি নির্ভরশীল। সড়কের পাশে একের পর এক দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে গ্যারাজ খুলেছে একসময়। সেই থেকে আয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন বাসিন্দারা। রমরমা ব্যবসা হত। সবসময় ভিড় লেগে থাকত পর্যটকদের।

২০১২ সালে তিনধারিয়ায় বড় ধসের পর থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। তারপর একাধিকবার ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই রাস্তা। মেরামতও হয়েছে। তবে আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি সড়কের হাল। চুনাভাটিতে চায়ের দোকান রয়েছে সুপর্ণা তামাংয়ের। আক্ষেপের সুর তাঁর গলায়, 'এখন দিনে ৫০০ টাকারও ব্যবসা হয় না। অথচ একসময় ৩০০০ টাকা অবধি বেঁচাকেনা হত। অনেক ট্রাক, বাস আর চারচাকার ছোট গাড়ি দাঁড়াত দোকানে। চালক, পর্যটকরা চা ও জলখাবার খেতেন। অন্য দোকান থেকেও কেনাকাটা করতেন। এখন তো দু'তিনটে বেসরকারি বাস ছাড়া কিছুই তেমন চলে না।'

কিছু জায়গায় টয়ট্রেনের লাইন নতুন করে পাততে গিয়ে আরও সরু হয়েছে সড়ক। সেদিক দিয়ে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলা মুশকিল। তাই যানবাহনের সংখ্যা কমেছে স্বাভাবিকভাবে। স্থানীয়রা চাইছেন, তাঁদের রুজিরুটির কথা ভেবে জাতীয় সড়ক দিয়ে আগের মতোই গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হোক। পালটা কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়ের বক্তব্য, 'জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচলে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে, কয়েকটি জায়গায় পরিস্থিতি খারাপ। সেখানে কাজ চলছে। যে কোনও গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বোঝানো বজায় রেখে বললেন, 'হিলকার্ট রোড নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। সময় হলে জানাব।'

২০১২ সালের জুলাইয়ে তিনধারিয়ায় টয়ট্রেনের ওয়ার্কশপের নীচ দিয়ে যাওয়া ১১০ নম্বর (পুরোনো ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়কে প্রায় ২০০ মিটার জায়গাজুড়ে রাস্তা ধসে গিয়েছিল। পাশ দিয়ে যাওয়া টয়ট্রেনের ট্র্যাক শূন্যে ঝুলতে দেখা যায়। ঘটনার জেরে এই পথে যানবাহন এবং টয়ট্রেনের চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরের বছর পাগলাঝোরায় একইভাবে ধস নেমেছিল। ঝুঁকি এড়াতে ধীরে ধীরে অধিকাংশ যানবাহন রোহিণী রোড হয়ে শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং, দার্জিলিং রুটে চলতে শুরু করে।

একসময় দার্জিলিংগামী এই জাতীয় সড়ককে কেন্দ্র করে সুকনা, রংটং, চুনাভাটি, তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, মহানদী, পাগলাঝোরা সহ বহু গ্রামের মানুষের রুটিরুজির জোগান হত। দিনরাত প্রচুর সংখ্যক পণ্যবাহী গাড়ি, যাত্রীবাহী সরকারি-বেসরকারি বাস, পর্যটকদের গাড়ি চলত। রংটংয়ে ট্রাক সিন্ডিকেটের কর্মী তিনধারিয়ার বাসিন্দা অশোক সুনদাস বলছিলেন, 'ক্রেতার অভাবে দোকান, হোটেলগুলো পরপর বন্ধ হতে শুরু করল। কাজের খোঁজে এলাকাবাসীকে পাড়ি দিতে হল ভিনরাজ্যে। তাঁরা এখন বেঙ্গালুরু, দিল্লিতে কাজ করছেন।'

মঙ্গলবার রংটং, তিনধারিয়া, চুনাভাটি ও পাগলাঝোরায় গিয়ে চোখে পড়ল, ঝাঁ চকচকে জাতীয় সড়ক তৈরি হয়েছে। পাশের গার্ডওয়ালে রংয়ের প্রলেপ পড়ছে। তবে, পাগলাঝোরা থেকে মহানদী পর্যন্ত রাস্তার অনেকটা অংশ উঁচু করে টয়ট্রেনের লাইন পাতায় সড়ক চওড়ায় কমে গিয়েছে। জাতীয় সড়কের ধারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যানবাহন চোখে পড়ল না। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। অশোকের কথায়, '৩০ বছর ধরে কাজ করছি। এখনকার পরিস্থিতি দেখলে খারাপ লাগে।'

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক।

জাতীয় সড়ক বিড়ম্বনা

- ২০১২ সালে তিনধারিয়ায় বড় ধসের পর থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে
- একাধিকবার ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই রাস্তা
- কিছু জায়গায় টয়ট্রেনের লাইন নতুন করে পাততে গিয়ে আরও সরু হয়েছে সড়ক
- পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলা মুশকিল
- স্থানীয়রা চাইছেন, তাঁদের রুজিরুটির কথা ভেবে জাতীয় সড়ক দিয়ে আগের মতোই গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হোক

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২২ এপ্রিল : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন জয়ন্তিকা চা বাগানের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মঙ্গলবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুপুরের দিকে ওই ব্যক্তিকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই ব্যক্তিকে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল তা জানার চেষ্টা চলছে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ জানিয়েছেন।

গাঁজা পাচারে ধৃত ২ মহিলা

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ট্রেনে রেল পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে প্রায় ৩৭ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই ঘটনায় জড়িত দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সোগিয়া দেবী ও সংগীতা দেবী। তারা বিহারের নালন্দা জেলার বাসিন্দা। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই দুই মহিলা বেশ কয়েকটি বস্তা নিয়ে আগরতলা থেকে রানি কমলাপতি এক্সপ্রেসে উঠেছিল। সাধারণ কামরায় বস্তাগুলি রেখে তারা বারৌনি স্টেশনের উদ্দেশে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রেল পুলিশ ট্রেনটি এনজেপিতে পৌঁছালেই অভিযান চালায়। প্রথমে ওই দুই মহিলাকে আটক করে। তাদের হেপাজত থেকে বস্তাগুলি উদ্ধার হয়। বস্তা খুলে তল্লাশি চালাতেই প্লাস্টিকে মোড়া গাঁজা পাওয়া যায়।

তিন দুর্ঘটনায় জখম ৪

চোপড়া, ২২ এপ্রিল : চোপড়া থানা এলাকায় মঙ্গলবার পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় ৪ জন জখম হয়েছেন। এদিন দুপুরে কালাগছ-ভৈষপিটা রুটের ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষে টোটোচালক অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন। অন্যদিকে ওই এলাকায় এদিন সন্ধ্যায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে দুজন জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এদিন সন্ধ্যায় চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায় জাতীয় সড়কে দুটো বাইকের সংঘর্ষে একজন বাইক আরোহী জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, পিছন থেকে একটি বাইক এসে আরেকটি চলমান বাইকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনায় বাইক আরোহী এক তরুণ জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

পথসভা

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার কোর্ট মোড়ে পথসভা করল এসইউসিআই(সি)। পথসভায় যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করেন বক্তারা। এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। সভায় জয়ন্তী ভট্টাচার্য, সঞ্জয় দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গাছ কেটে পাচারে গ্রেপ্তার

নকশালবাড়ি, ২২ এপ্রিল : চা বাগানের গাছ কেটে পাচারের অভিযোগে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত জীতেন বর্মন লালপুল এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর নকশালবাড়ি চা বাগানের চারটি মূল্যবান সেগুন গাছ কেটে বাইরে পাচার করা হয়েছিল। এ নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ নকশালবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তবে ব্যবস্থা নিতে কেন এক বছর লেগে গেল সে বিষয়ে পুলিশ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

কার্ডিয়াক ওপিডি

ডাঃ কুণাল সরকার
সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জন
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান

২৬ এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার)

সকাল ৯.৩০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা
স্থান: মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক
প্রধান নগর, শিলিগুড়ি

দুপুর ৩.৩০টে থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০টা
স্থান: মেরিনা মেডিকেল সেন্টার
বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি

এই সমস্যাগুলির জন্য পরামর্শ নিন
• বুকে ব্যথা বা চাপ লাগা • হার্ট ফেলিওর • হার্ট অ্যাটাক
• হাঁটাচলা করতে শ্বাসকষ্ট • অনিয়মিত হার্ট বিট
• হার্ট ভালভের সমস্যা • মাথা ঘোরা/অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
• হার্ট বাইপাস সার্জারি • হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট

বিশদ জানতে ফোন করুন
7605005520 | 7044499831

MEDICA Hospitals caring for life
A part of Manipal Hospitals Network
Marina MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED

১২৭ মুকুন্দপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৭০০০৯৯ 033 6652 0000
contactus@medicahospitals.in www.medicahospitals.in

কেন্দ্রের টাকায় কাজ দেখতে পথে বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় কেন্দ্রের দেওয়া টাকায় উন্নয়নের কাজ কতটা হয়েছে, তা দেখতে বুধবার থেকে পথে নামছেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা। এবিষয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে ভরে ভরে টাকা দিয়েছে। তার মধ্যে এই অঞ্চলকে সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছে। কাটমানি না খেলে খুব ভালো উন্নয়ন হওয়ার কথা। ঠিকমতো কাজ হচ্ছে কি না, সেটা দেখতেই আমরা সব এলাকায় প্রকল্পের কাজগুলি দেখতে যাব।' তবে এ নিয়ে সাংসদকে কটাক্ষ করে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পর্যটক হিসাবে কেউ ঘুরতে যেতেই পারেন। আগে তো এগুলো কিছু দেখেননি। নন-টেকনিকাল লোক এসব কী বুঝবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কি এখন এতই দুরবস্থা যে রাজু বিস্টকে গিয়ে দেখতে হবে।'

কে কত উন্নয়ন করেছে, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সাংসদ রাজু বিস্ট ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছে। এবার সামনাসামনি সেই লড়াই করতে ময়দানে নামছেন বিজেপি সাংসদ। সঙ্গে বিধায়কদেরও পথে নামাচ্ছেন।

আমৃত-২ প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সামধান ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৭৮৫.২৭ কোটি টাকা দিয়েছে বলে দাবি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫১১ কোটি টাকার জলপ্রকল্পের কাজের ৪৩ শতাংশ শেষ হয়েছে। সেই কাজ আদৌ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, নাকি ঠিকাদার সংস্থা বা কোনও নেতা কাটমানি খাচ্ছেন, তা দেখতেই পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ-বিধায়করা। তবে শুধু শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকাই নয়, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, মিরিক সহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় পানীয় জল ও গ্রিন জোনের

কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে ভরে ভরে টাকা দিয়েছে। তার মধ্যে এই অঞ্চলকে সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছে। কাটমানি না খেলে খুব ভালো উন্নয়ন হওয়ার কথা।

রাজু বিস্ট সাংসদ, দার্জিলিং

উন্নতি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজু।

রাজুর দাবি, 'আমৃত-১ প্রকল্পের আওতায় দার্জিলিং পুরসভাকে ২০৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, শিলিগুড়ি পুরনিগমকে প্রায় ১.৪ একর জমিতে গ্রিন স্পেস তৈরির জন্য ২ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য দেওয়া হয়েছিল ১৯০৫ কোটি টাকা। আর আমৃত-২ প্রকল্পের আওতায় এ রাজ্যকে ১৫০৩ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। তার মধ্যে কার্সিয়াং পুরসভা এলাকায় পানীয় জল পরিষেবার উন্নতিতে ২৯০ কোটি টাকা, কার্সিয়াংয়ে ভিক্টোরিয়া লেক সংস্কারের জন্য বাড়তি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। মিরিক পুরসভায় পানীয় জল পরিষেবার উন্নয়নে প্রায় ১১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। মিরিক লেক খনন ও সংস্কারের জন্য ১০ কোটি টাকা দিয়েছে নগরোন্নয়নমন্ত্রক। দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় পানীয় জল পরিষেবার উন্নয়নে ৮ কোটি দিয়েছে কেন্দ্র। সিঞ্চল লেকের উন্নয়নে ৬০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।' কালিম্পংয়ে গ্রিন স্পেস উন্নয়নে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি রাজুর।

সাংসদের দাবি, 'শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পানীয় জলপ্রকল্পের জন্য ৫১১ কোটি টাকা এবং নিকাশির উন্নয়নে ২৭৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পুরনিগম এলাকাগুলির বাইরে দার্জিলিং গ্রামীণ এলাকার জন্য ১০৭০ কোটি টাকা, কালিম্পংয়ের জন্য ৫১৮ কোটি টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য ৮৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

পরিকল্পনা

- কেন্দ্রের দেওয়া টাকায় কোথায় কী কাজ হচ্ছে, তা দেখতে প্রতিটি প্রকল্পের এলাকায় যাবেন বিজেপি সাংসদ-বিধায়করা
- কাজের গুণগত মান ঠিক আছে কি না, পছন্দের ঠিকাদার সংস্থাকে কাজ দেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন
- কোনও কাটমানি যাচ্ছে কি না, সেসব বিষয়েও খোঁজ নেবেন তাঁরা

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন মহম্মদ আশরাফুল হক।

লেবার রুমে বৃষ্টির জল

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

সমস্যার শেষ নেই কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

চাকুলিয়া, ২২ এপ্রিল : কয়েকদিন আগে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন সুনীতা সোরেন। তিনি ভর্তি হওয়ার একদিন পর রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। সেই রাতে ঠিক করে ঘুমোতে পারেননি তিনি। টিপ টিপ করে জল পড়ছিল ঘরে।

বর্ষায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশ কয়েকটি ঘরে এভাবেই জল পড়ে। রোগী, পরিজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বেডে ছাতা ধরে বসে থাকতে হয়েছে এমন নজিরও রয়েছে। সুনীতার আত্মীয় বিমল সোরেন তো বিরক্ত হয়ে বলেই দেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরে এভাবে বৃষ্টির জল পড়বে, এটা মেনে নেওয়া যায় বলুন? কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিল্ডিং বানানোর মানে কী তাহলে!'

চাকুলিয়ার অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স কিংবা চতুর্থ শ্রেণির অভাব থাকলেও পরিকাঠামোরই ক্ষেত্রে অভিযোগ তুলনামূলক কম। কিন্তু কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামোর অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, অভিযোগ তালিকা বানাতে বসলে মাসকাবারির ফর্দ হয়ে যাবে। এখানে আসা রোগী, পরিজনের সঙ্গে কথা বলে বেহাল পরিকাঠামোর ছবিটাই উঠে এসেছে।

এই যেমন কল্পনা মোদি। কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে সমস্যায় পড়েন তিনি। খোঁজ করছিলেন শৌচালয়ের। বাইরে একটি শৌচালয় থাকলেও সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় ব্যবহার করতে পারেননি এই মহিলা। বাধ্য হয়ে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মীর শরণাপন্ন হন তিনি। মহিলা ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে বলেন, 'ভিতরের শৌচালয় ব্যবহার করা যাবে? আমায় দয়া করুন।' শেষমেশ ওই স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লেবার রুমের শৌচালয় ব্যবহার করতে বলেন। কল্পনার বক্তব্য, 'এ ধরনের ভোগান্তি আমার জীবনে প্রথম।'

পরিকাঠামোগত সমস্যা যে রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ। তাঁর কথা, 'কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছে।' কিন্তু ওই দেখা পর্যন্তই। এখনও পর্যন্ত এখানে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজন চিকিৎসক, চারজন নার্স এবং পাঁচজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পরিষেবা দেন। পরিকাঠামোগত অবস্থার দরুন পরিষেবা দিতেও সমস্যায় পড়েন তাঁরা। পরিকাঠামোর হাল কতটা খারাপ, তা বলছিলেন খোদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপত্তা দিতে আসা এক সিভিক ভলান্টিয়ার ইনতারা বেগম। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'আমি এখানে দীর্ঘদিন ধরে ডিউটি করছি। শৌচালয়ের সমস্যা তো আছেই। সন্ধ্যা হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর অন্ধকারে ডুবে যায়। বাইরে বাতি নেই। শুধুমাত্র ভিতরের ঘরগুলোতে বাতি জ্বলে। বাইরেটা অন্ধকার থাকে। ফলে অন্যদের নিরাপত্তা দেওয়া তো দূর, আমাকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডিউটি দিতে হয়।'

পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এখানে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে থাকা একমাত্র টিউবওয়েল দীর্ঘদিন ধরে অকেজো। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ। বাইরে থেকে জল কিনে খেতে হয় সকলকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর আগাছায় পরিপূর্ণ। সাফাইয়ের কোনও বালাই নেই। মশার উপদ্রবে রাতে থাকা মুশকিল।

ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দা আমিনা খাতুন বলছিলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনেকসময় ওষুধ পাওয়া যায় না। বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে বলা হয়। রোগীকে অনেক সময় রেফার করে দেওয়া হয় অন্যত্র। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন রাস্তাটি বিপজ্জনক।'

স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ, সমস্ত সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে ১০টি বেড রয়েছে। শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর আর্জিও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই। যদিও আব্দুর জানিয়েছেন, আরও ২০টি বেড বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হওয়ার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। কিন্তু কবে? তার কোনও দিকনির্দেশ তিনি দেননি। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা ঘুচবে কবে? এই প্রশ্নের উত্তর আপাতত নেই।

সমস্যা

- পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় ধুঁকছে কানকি প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র
- বর্ষায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশ কয়েকটি ঘরে টিপটিপ করে জল পড়ে
- পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে শৌচালয়
- পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে থাকা একমাত্র টিউবওয়েল অকেজো

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টিভেজা রাস্তায়।। জলপাইগুড়ির থানা মোড়ে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

বাংলাদেশি ধৃত

মানিকগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে উন্মুক্ত সীমান্ত অতিক্রম করার সময় গোরু সমেত এক বাংলাদেশি পাচারকারী ভারতের মূল ভূখণ্ডে ধরা পড়ল। সোমবার মধ্যরাতে দক্ষিণ বেরুবাড়ির ৭৭৮-এর ১৮এস আন্তর্জাতিক পিলার সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম মহম্মদ শামিম। বয়স ৩৮ বছর। তার বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত মুক্তির হাটের সুবডিগঞ্জে। ইতিমধ্যেই গোরু সমেত ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বিএসএফের ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে জানা গিয়েছে, বিশেষ সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ধরা হয়েছে। ওই ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে থাকা গোরুটি উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ আউটপোস্ট পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শিলান্যাস

ফাঁসিদেওয়া, ২২ এপ্রিল : ২ কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াই কিলোমিটার পাকা রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাবভিটা পিডব্লিউডি রোড থেকে নলডাঙ্গা, দুন্দিয়াজোত হয়ে টামবাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। সেই রাস্তা পাকা করার দাবি তুলেছিলেন গ্রামবাসীরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে সেই রাস্তা পাকা করা হবে। মঙ্গলবার রাবভিটায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রাস্তার শিলান্যাস হয়। অরুণ ঘোষ ছাড়াও অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা নিয়ে মিথ্যা প্রচার করে বিজেপি মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র মহিমা সিং। তিনি মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন। যদিও রাজ্যে শিক্ষকদের চাকরি হারানো বা মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, জীবন মজুমদার প্রমুখ।

আহত ৫

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় মঙ্গলবার বাইককে ওভারটেক করার সময় একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে। ওই দুর্ঘটনায় টোটোর যাত্রীরা আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা পাঁচ যাত্রী ও টোটোচালককে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠান।

সবুজ সঙ্গী।। কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন আবুবক্কর মিয়াঁ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ওভারলোড নিয়ে সরব

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ভোটে জিতে ওভারলোড গাড়ি চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে বলে জানালেন এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সদস্য বাপি পাল। প্রশাসনের সহযোগিতায় এই চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি। এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে প্রথম থেকেই অশান্তির আশঙ্কা ছিল। তবে শেষে ভোট মিটল শান্তিতেই। ২০ এপ্রিল আয়োজিত এই ভোটে ফের জয়লাভ করে বাপি পাল গোষ্ঠী। ভোটে জেতার পর মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন বাপি পাল, নন্দকিশোর কান্তি, মানিক ঘোষ, রঞ্জন রায়, রাজেশ সাউ, মহম্মদ সইফুদ্দিন প্রমুখ। সেখানেই বাপি পাল বলেন, '২০ এপ্রিল সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার নতুন কমিটি গঠিত হবে।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'বিপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলেছিল। তবে সেসব ধোপে টেকেনি। তবু আমাদের কোনও খামতি থাকলে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করব। টি-পার্ক এলাকায় কিছু ওভারলোডেড গাড়ি চলাচল করছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় তা বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।' এই নির্বাচনে দুই গোষ্ঠীর বিবাদে অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে শেষপর্যন্ত শান্তিতে নির্বাচন মেটায় এখন স্বস্তিতে বাপি পাল গোষ্ঠী।

দুর্ঘটনায় জখম বাইকচালক

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : বাস ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি লাগোয়া উত্তরকন্যার কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সিতাই থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল একটি বেসরকারি বাস। উত্তরকন্যার কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়া একটি বাইকে ধাক্কা মারে। এতে বাইকটি বাসের সামনের চাকায় আটকে যায়। ওই অবস্থাতেই চালক সহ বাইকটিকে অনেকটা দূর ছেঁচড়ে নিয়ে যায় বাস। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন বাইকচালক। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ফুলবাড়ি ট্রাফিক ও এনজেপি থানার পুলিশকর্মীরা।

মিছিল

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মিছিল ও সভা করে এবিটিএ ও এবিপিটিএ। কলেজপাড়া থেকে বেরিয়ে মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, এবিপিটিএ'র জেলা সম্পাদক সংগ্রাম দে দাস প্রমুখ।

দখলদারি থামছে না

বিতর্কিত জমিতে কাজ রুখল প্রশাসন

নকশালবাড়ি, ২২ এপ্রিল : বিতর্কিত জমিতে নির্মাণ আটকে দিল প্রশাসন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে হাতিঘিসা টোল প্লাজা সংলগ্ন বড় ঝাড়ুজোত এলাকায়। টোল প্লাজার কাছে ২২৫ দাগের জমিতে এদিন ভবন নির্মাণ চলছিল। ওই কাজ আটকে দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, এটা সরকারি জমি।

নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দেবরাজ বাগ বলছেন, 'এর আগেও ওই জমিতে নির্মাণ বন্ধ করা হয়েছিল। এদিন ফের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ পাই। সেখানে দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠিয়ে কাজ বন্ধ করতে বলেছি। একইসঙ্গে যিনি কাজ করছিলেন, তাঁকেও তলব করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

গত বছর ৮ জুলাই বড় ঝাড়ুজোতে সরকারি জমির চরিত্র বদল করে কেনাবেচার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, বড় ঝাড়ু মৌজার ২২৩ দাগের ১.৪৬ একর ও ২২৫ দাগের ১.৮৫ একর জমি জাল খতিয়ান বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। এরপর তদন্তে নেমে ১১ জুলাই ২২৩ দাগের ১.৪৬ একর জমি দখলমুক্ত করে দুটি সরকারি বোর্ড লাগিয়ে দেয় প্রশাসন। সরকারি জমির জাল খতিয়ান তৈরি করা নিয়ে ভূমি দপ্তর ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে। একইসঙ্গে ২২৫ দাগের জমিটি নিয়েও পদক্ষেপের আশ্বাস দেয়। পরে যদিও দপ্তরের আধিকারিকের বদলি সহ একাধিক কারণে থমকে যায় জমি উদ্ধারের কাজ। এমনকি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকেও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মাস দেড়েক জেল হেপাজতে থাকতে হয়। এই সুযোগে সরকারি জমিতে চলছিল বেআইনি নির্মাণ।

এদিন ওই জমিতে নির্মাণ কাজ করছিলেন পদম ছেত্রী নামে এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি, 'জমির দলিল রয়েছে। এজন্য কাজ শুরু করেছি।' যদিও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের দাবি, জমিটি সরকারি। তিনি বলেন, 'এনিয়ে আগেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। তদন্তে নেমে ২২৩ দাগের জমি দখলমুক্ত করে বোর্ড লাগানো হলেও, ২২৫ দাগের জমিটিতে কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি। এনিয়ে একাধিকবার বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।'

তবে সরকারি জমির দলিল পদম ছেত্রী কোথায় পেলেন, কারা এভাবে জাল নথি তৈরি করছে, সেসব প্রশ্ন উঠছে এলাকায়। একটি সূত্র বলছে, এই কারবারে প্রশাসনের একাংশ আধিকারিকের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী নেতার মদত রয়েছে। সেই কারণে বহালতবিয়তে চলছে জমির কারবার।

অবৈধ নির্মাণে বাধা দেওয়ায় মারধর

রণজিৎ ঘোষ

চম্পাসারিতে অবৈধ নির্মাণ।

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : আশ্বাসই সার, ব্যবস্থা নেয়নি পুরনিগম বা প্রশাসনের অন্য কোনও দপ্তর। ফলে পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারির মহিষমারি নদী ঘিরে অবৈধ নির্মাণ চলছে অবাধে। নদীর আরও কিছুটা অংশ দখল করে একেবারে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে নির্মাণ। মঙ্গলবার স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর পরিবার বেআইনি নির্মাণে বাধা দিলে তাদের উপর চড়াও হয় নির্মাণকারীরা। এবিষয়ে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, প্রশাসন এভাবে গুটিয়ে থাকলে এখানে আরও বড় গণ্ডগোল হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনও প্রশাসনকে জানিয়েই হাত তুলে নিয়েছেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এদিন ফের বলেছেন, 'দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চম্পাসারি মোড় থেকে মিলন মোড় যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে মহিষমারি সেতু। তার বাঁদিকে একেবারে নদীর গা ঘেঁষে উঁচু পাঁচিল তুলে সরকারি জমি দখল করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। সম্প্রতি সেখানে মাটি ভরাট করে নতুন করে নির্মাণ শুরু হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রশ্ন তুলছেন। গত রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হয়। সেই সময় ডেপুটি মেয়র বলেছিলেন, 'নদী হোক বা অন্য কোনও সরকারি জমি- দখল হলে পুরো নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।'

কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেনি পুরনিগম। মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, পাঁচিল দেওয়া জমিতে তো নির্মাণ হচ্ছেই, পাশাপাশি সেতুর গা ঘেঁষে কংক্রিটের পিলার তুলে জায়গা দখল করা হয়েছে। সেখানেও নির্মাণ চলছে। যদিও সেখানকার কর্মীরা দাবি করেছেন, 'অনুমতি রয়েছে।' কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, নদীর মাঝে এবং রাস্তা ঘেঁষে এভাবে কোনও নির্মাণ হতে পারে না।

মঙ্গলবার স্থানীয় একটি পরিবারের সদস্যরা বেআইনি নির্মাণে বাধা দিলে তাঁদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ওই পরিবারের সদস্য আকাশ গুপ্ত বলছেন, 'আমাদের জমি এবং নদীর মাঝের জায়গা দখল করে ওই নির্মাণ হচ্ছে। এতে আমাদের জমি, সীমানা পাঁচিল নষ্ট হচ্ছে। এদিন সকালে আমার বাবা, মা এর প্রতিবাদ করায় ঘরে ঢুকে দুজনকেই মারধর করা হয়। বাবার মাথা ফেটে গিয়েছে। মা উষা গুপ্ত প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা চাই, অবৈধ নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ হোক।' কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলছেন, 'মারধরের ঘটনা আমাকে কেউ জানাননি। অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি পুরকর্তাদের জানিয়েছি। আমার কথায় কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না।'

অভিযোগ

- চম্পাসারি মোড় থেকে মিলন মোড় যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে মহিষমারি সেতু
- তার বাঁদিকে একেবারে নদীর গা ঘেঁষে উঁচু পাঁচিল তুলে সরকারি জমি দখল করা হয়েছে
- সম্প্রতি সেখানে মাটি ভরাট করে নতুন করে নির্মাণ শুরু হয়েছে, এনিয়ে উঠছে প্রশ্ন
- মঙ্গলবার স্থানীয় একটি পরিবারের সদস্যরা বেআইনি নির্মাণে বাধা দিলে তাঁদের মারধর করা হয়

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : মাটিগাড়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হিমুলের কাছে মাটিগাড়া-খাপরাইল রোড থেকে দুজনকে উদ্ধার করে। তাঁদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। গুরুতর জখম অন্যজনকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ মনে করছে। মৃত ও আহত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এসডিও অফিস অভিযানের ডাক

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দিল সিটু অনুমোদিত চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন। চা শিল্পে দ্রুত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা, বাড়তি চা পাতা তুললে বেশি মজুরি দেওয়া, টি ট্যুরিজম প্রকল্প বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী ২৫ এপ্রিল এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার তরাইয়ের সব চা বাগানে এই দাবিগুলি নিয়ে গেট মিটিংও করা হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, '২০১৫ সালে ন্যূনতম মজুরি অ্যাডভাইজারি কমিটি তৈরি হয়। এখনও পর্যন্ত ১৯টি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। কমিটি ন্যূনতম দৈনিক মজুরি নিয়ে প্রস্তাবও দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করছে না। ফলে চা শিল্পের শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রমিকরা বাড়তি চা পাতা তুললে যে বাড়তি টাকা দেওয়া হয়, তা উপযুক্ত নয়। সেটা বাড়ানো দরকার।'

তাঁর দাবি, 'চা বাগানের জমিতে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে প্রত্যেক শ্রমিককে জমির অধিকার দিতে হবে এবং শ্রমিকদের অবসরের বয়স ৫৮ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করতে হবে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি সমন পাঠক উপস্থিত ছিলেন।

চলাচলই দায় ফুলবাড়ি-১'এর রাস্তায়

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দুই বছর। নির্বাচনের আগে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, বোর্ড গঠনের পর এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হবে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। এমনই বলছেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকোলগুড়ি, ভালোবাসা মোড়, ভোলা মোড়, মাইকেল মধুসূদন কলোনি, সাউথ কলোনির বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, এই এলাকাগুলির বেশিরভাগ রাস্তা বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য।

ভোলা মোড় থেকে একটি রাস্তা এসে ওঠে রাজবংশী মোড়ে। সেখান থেকে আরও একটি রাস্তা সাউথ কলোনি বাজার এবং অন্যটি চলে গিয়েছে ভালোবাসা মোড়ের দিকে। ভোলা মোড় থেকে রাজবংশী মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। একই অবস্থা ভালোবাসা মোড়ে পৌঁছানোর রাস্তাটিরও। স্থানীয় বাসিন্দা রতন প্রসাদ বলেন, 'কয়েক বছর থেকে রাস্তাগুলি ভেঙে রয়েছে। এনিয়ে আমরা অবরোধও করেছি। বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও সংস্কার হচ্ছে না।' অপরদিকে, গান্ধি মোড় থেকে সাউথ কলোনি বাজারের প্রধান রাস্তাটি পাঁচ বছরের বেশি সময় বেহাল। বাজারের এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'সবাই তো দেখছে রাস্তাটি খারাপ। কিন্তু সংস্কার করার কেউ নেই। কিছু বলতে গেলেই নেতাদের চোখে খারাপ হতে হয়।'

পাঁচকোলগুড়ির শক্তি সংঘ ক্লাবের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। প্রায় ১৫ বছর আগে কাঁচা রাস্তাটি পাকা হয়েছিল। বর্তমানে সেটির হাল খুবই খারাপ। সাউথ কলোনির কোয়ার্টার্র লাইনের শীতলা মন্দির থেকে গোয়ালাবস্তির বটগাছ মোড় পর্যন্ত রাস্তাটিও চলাচলের অযোগ্য। আবার অন্য একটি রাস্তা এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশ রায়ের বাড়ি থেকে তৃণমূলের বর্তমান অঞ্চল সভাপতি ধীরেশ রায়ের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে কয়েক বছর আগেই।

মাইকেল কলোনির বাসিন্দা পঙ্কজ দাস বলেন, 'বেহাল দশার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে পথ চলতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

বিরোধী দলনেত্রী আন্না সাহার বক্তব্য, 'প্রতি মাসে বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়গুলি সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এছাড়া বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকায় সেভাবে কাজ দেওয়া হয় না।' যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী। তাঁর মন্তব্য, 'বঞ্চনার কোনও বিষয়ই নেই। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কাছে রাস্তাগুলি সংস্কারের আবেদন করা হয়েছে।'

সংস্কার নেই দীর্ঘদিন

ভোলা মোড় এলাকায় রাস্তা ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছে।

পুলিশ হেপাজত

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : দীনেশ লামা খুনের অভিযোগে ধৃত সঞ্জয় গোলে এবং নিহতের শরীরের গয়না কেনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বাগডোগরার সোনা ব্যবসায়ী গৌতম প্রসাদ এবং তার ছেলে সঞ্জয়ের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। খুনের দায়ে অভিযুক্ত সঞ্জয়কে এর আগেও সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। দার্জিলিং জেলা পুলিশের সুকনা তদন্তকেন্দ্রের ওসি বন্দনা প্রধান বলেন, 'অভিযুক্তদের মঙ্গলবার কার্সিয়াং আদালতে হাজির করে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে চারদিন মঞ্জুর করেছেন। খুনের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সোনার চেন এবং একটি আংটি উদ্ধারের জন্য হেপাজতে নেওয়া।'

১৩ এপ্রিল পুটুংয়ের দীনেশ লামা নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে সুকনা তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। মৃত দীনেশের শরীরে একটি সোনার চেন এবং হাতে দুটি সোনার আংটি ছিল বলে ওই ব্যক্তির পরিবারের তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। সঞ্জয়ের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলা চলছিল বলেও দীনেশের পরিবারের তরফে জানানো হয়।

পিছোল মামলা

আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আবেদনের মামলা মুলতুবি রইল। নিম্ন আদালত থেকে মামলার নথি হাইকোর্টে না আসায় মঙ্গলবার শুনানি মুলতুবি হয়ে যায়।

কুণালকে অনুমতি

কুণাল ঘোষের লন্ডন যাত্রার আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মঙ্গলবার নির্দেশ দেন, নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে কুণালকে। সেখানে যেসব শর্তাবলি রয়েছে, তা বহাল থাকবে।

ফিরলেন রাজীব

হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর পদে নিয়ে আসা হল তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২১ সালে তৃণমূলে ফেরার পর থেকে তিনি কোনও পদেই ছিলেন না।

মেয়াদ বৃদ্ধি

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ জুন মাস পর্যন্ত বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৬ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

খরচ না হওয়া অর্থে নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সরকারের সব দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' চলতি মাসের মধ্যেই জানতে চায় নবান্ন। গত আর্থিক বছরে (২০২৪-'২৫) দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে টাকা খরচ করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে তার আর্থিক পরিমাণই বা কত, বিস্তারিতভাবে অর্থ দপ্তরকে তা জানাতে বলা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের এই সার্কুলার (নম্বর ২৬/এফবি) পাওয়ার পর এখন সরকারের সব দপ্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, গত আর্থিক বছরে বিভিন্ন দপ্তর বাজেট বরাদ্দের পরও যে টাকা খরচ করতে পারেনি, এবার তার বিস্তারিত জানা হবে। দপ্তরগুলির কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে অর্থ দপ্তর। খরচ না হওয়া বাড়তি অর্থ সরকারকে কিছুটা হলেও আর্থিক সংকটে বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন প্রশাসনের খবর, অর্থসংস্থান করা অর্থ দপ্তরের বাড়তি চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনওভাবে এই বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে দপ্তরকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, কোনও অবস্থাতেই যেন রাজ্যে সামাজিক প্রকল্প চালু রাখার কাজে কোনও বাধা না আসে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যশ্রী', 'কন্যাশ্রী', 'কৃষক ভাতা', 'বিধবা ভাতা' সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু রাখতে অর্থ দপ্তরকে টাকা জোগাড়ের বিষয়ে নিয়মিত হিমসিম খেতে হচ্ছে। তারই মধ্যে 'একশো দিনের কাজ', 'বাংলা আবাস যোজনা'র মতো প্রকল্পের কাজেও সরকারকে বিশাল পরিমাণ অর্থের জোগানও স্বাভাবিক রাখতে হচ্ছেই অর্থ দপ্তরকে। এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, একশো দিনের কাজ বা আবাস যোজনায় দিল্লি থেকে কেন্দ্রের টাকা পাওয়ার আশা প্রায় তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে টাকার জন্য দিল্লির অপেক্ষায় না থেকে এজন্য টাকার সংস্থান রাজ্যকেই করতে হবে। আর এসবই চাপ বাড়িয়েছে অর্থ দপ্তরের।'

কোন দপ্তরের কী খাতে টাকা পুরোটা খরচ করা যায়নি আর ভবিষ্যতেও খরচ করা সম্ভব নয়, বাড়তি এই টাকাই এখন নজরে রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। নবান্ন সূত্রের খবর, সামনের বছরেই বিধানসভা ভোট রাজ্যে। সেটা মাথায় রেখেই এখন রাজ্যের জেলায় জেলায় দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক চালু প্রকল্পগুলির ওপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। পুরোটা মনিটরিংয়ের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দায়িত্বে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্যের অর্থসচিবকে পাশে নিয়ে মুখ্যসচিব নিয়মিত এই কাজে রয়েছেন। টাকার ব্যাপারে বাড়তি চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের কাজ চলছে নিয়মিত।

মুখ্যমন্ত্রী খুব সম্ভবত আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নবান্নের সভাঘরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকতে পারেন। তাঁর মুখোমুখি হতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে এভাবেই তৈরি করার পদক্ষেপ চলছে বলে খবর নবান্নের।

যোগ্যের সংখ্যায় বিভ্রান্তির শেষ নেই

চাকরিহারাদের বিক্ষোভের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতায় আচার্য সদনের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

জট কাটেনি শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে কনফারেন্স রুমে ৮ জন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীর অনশনের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে চাকরিহারা ১০ জন শিক্ষকের পাশাপাশি বৈঠকে শামিল হন গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র ৮ জন প্রতিনিধিও।

সোমবার আচার্য সদনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থানের পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাইরে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। মঙ্গলবার বিকাল অবধি এসএসসির চেয়ারম্যানের তরফে কোনও বার্তা না আসায় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে ২ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডিরোজিও ভবনের দরজার বাইরে অবস্থানরত 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর ৫০ জনের বেশি প্রতিনিধির দল।

> আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।
>
> **মৌমিতা বিশ্বাস,** *শিক্ষাকর্মী*

তাঁরা বলেন, 'ভবনের ভিতরের ক্যান্টিন থেকে খাবার খাচ্ছেন শিক্ষা কর্তারা। আর আমাদের মধ্যে ৮ জন প্রতিনিধি রাতভর অনশন করছেন। মরা-বাঁচার খবর শিক্ষা আধিকারিকেরা রাখেন না।' যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ না হলে আত্মহত্যারও হুমকি দেন শিক্ষাকর্মীরা।

মঙ্গলবার এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের পর চাকরিহারারা জানান, '১৭,২০৬ জনের যে তালিকা বিকাশ ভবন দিয়েছে তার মধ্যে ১৫,৪০৩ জন শুধু যোগ্য। মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি।' ফলে এখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন না বঞ্চিতরা। মঙ্গলবার ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে রামানুজের তরফেও কোনও বার্তা আসেনি অনশনকারী শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশে। সন্ধ্যায় এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের জট কাটল তো না-ই, বরং বেড়েছে।

শিক্ষকদের এসএসসির তরফে আপাতত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনওরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি। এমনকি এসএসসি তাঁদেরকে বেতন দিতেও অস্বীকার করেছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত বিবৃতি না প্রকাশ করলেও মৌখিকভাবে শিক্ষাকর্মীদেরকে এমনই বার্তা দিয়েছে এসএসসি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অনশনকারী শিক্ষাকর্মী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।'

চাকরিহারাদের পাশে জুনিয়ার ডাক্তাররা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সোমবার দুপুর থেকেই অনশন আন্দোলন শুরু চাকরিহারাদের। সাধারণ মানুষের কপালে আবারও ভাঁজ। আরজি কর আবহ কি আবার ফিরছে? 'নাগরিক আন্দোলন'-এর যে জোয়ার মানুষ গত সেপ্টেম্বরে দেখেছিল, সেই একই জোয়ারের প্রভাব কি এপ্রিলের শিক্ষক আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে?

সোমবার সাধারণ নাগরিক হিসেবে দিতিপ্রিয়া সরকার সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট করে বলেন, 'সল্টলেকে থাকি। এসএসসি ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষিকা যাঁরা আছেন, বাথরুম বা কোনও দরকারে আসতে পারেন। দরজা খোলা রইল।' পোস্টটি প্রচুর শেয়ার হয়।

আরজি কর আন্দোলনে যাঁরা সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিলেন, চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভে সবার আগে হাত বাড়িয়েছেন তাঁরাই। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া সহ একটি দল সোমবার রাতেই পানীয় জল, খাবার নিয়ে পৌঁছে যান আচার্য ভবনের সামনে। সেখানে ত্রিপল পেতেই অসুস্থ আন্দোলনকারীদের চিকিৎসার জন্য ক্যাম্প শুরু করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, 'আন্দোলন বাড়লে ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আরও বাড়ানো হবে।'

শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। সেই ভয়েই জল খাচ্ছেন না বেশিরভাগ বিক্ষোভকারী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এসএসসি ভবনের সামনে অসুস্থ হয়ে পড়েন কিছু চাকরিহারা। সাবিনা কিসকু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা করলেও পুলিশের বাধায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেগুলি বসাতে পারিনি।' অবশ্য সজলের পাঠানো বায়ো টয়লেট দুপুরের পরে পৌঁছে যায় এসএসসি ভবনের বাইরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে একদল প্রতিনিধি খাবার ও জল সহ একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিয়েছেন বিক্ষোভ মঞ্চে।

কেউ অন্তঃসত্ত্বা, কারওর কিডনিতে সমস্যা, কারও আবার কোলে শিশু সন্তান। ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর পরেও তাঁরা এখনও অবস্থানে। তবে জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'আমরা যে দাবি নিয়ে অবস্থান শুরু করেছিলাম মানুষ সেগুলোকে সমর্থন করেছিল। তাই আন্দোলনের সঙ্গে অনেকেই জুড়েছিলেন। এই আন্দোলনেও মানুষ সাহায্য করছেন। তবে দুটো আন্দোলনকে সমান মনে করছি না।'

চাকরিহারাদের খিচুড়ি ও জল বিতরণ। মঙ্গলবার কলকাতায়।

বোসের বাইপাস সার্জারি

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কয়েকদিন পরে বাইপাস সার্জারি করা হবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। তিনি এখন কলকাতার বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কমান্ড হাসপাতাল ও ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ওই বোর্ডের সদস্যরা তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে অস্ত্রোপচার করা হবে। মুর্শিদাবাদ সফর শেষে কলকাতায় ফেরার পর রাজ্যপালের কাঁধে ব্যথা অনুভূত হয়। এর পরই তাঁকে প্রথমে কমান্ড হাসপাতাল ও পরে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেতন বিভ্রাটে সুকান্ত-পত্নী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ২৬ হাজার চাকরি চুরি কাণ্ডের জেরে রাজ্যজুড়ে স্কুল শিক্ষকদের বেতন বিভ্রাটের শিকার হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রী কোয়েল মজুমদার। গত মাসে তিনিও বেতন পাননি। তবে এই ঘটনার পিছনে কোনও চক্রান্ত দেখছেন না সুকান্ত নিজেও। তাঁর মতে, এটা নিছকই বিভ্রাট। তবে সুকান্ত বললেও জল্পনা থামছে কই।

দক্ষিণেশ্বরে সস্ত্রীক দিলীপ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে গেলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে গিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে স্ত্রীকে নিয়ে পুজো দেন তিনি। ভবতারিণীর মন্দির সহ শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিবিজড়িত 'ঠাকুর ঘর' ঘুরে দেখেন দিলীপ ও রিঙ্কু।

পোপের প্রয়াণে শোক কোর্টে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে কলকাতা হাইকোর্টে শোকজ্ঞাপন করলেন বিচারপতিরা। মঙ্গলবার আদালতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সূত্রের খবর, তিনদিন আদালতের পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় থাকবে।

মে'তে মুর্শিদাবাদে মমতা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ওয়াকফ ইস্যুতে চলতি মাসের মাঝামাঝি উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, সুতি। তারপর সেখানে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এবার সেখানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি মুর্শিদাবাদে যাবেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন। এদিন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধুলিয়ানের দুটি জায়গায় অশান্তি হয়েছে। আমরা চাই না দাঙ্গা হোক। কিন্তু এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় কিছু মানুষকে ব্যবহার করে এই গোলমাল পাকিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই চক্রান্ত আমরা ফাঁস করবই। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় আমি এই ক'দিন যাইনি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমি যাব ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলব।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগেই ঘোষণা করেছি, মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেব। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। যাঁদের দোকান ভেঙেছে, তাঁদেরও কীভাবে পাশে থাকা যায়, আমরা ভাবছি। এই জন্য একটা এস্টিমেটও করতে বলেছি। আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' অশান্তির পর মুখ্যমন্ত্রী কেন যাননি, তা নিয়ে বিরোধীরা বারবার আক্রমণ শানিয়েছে। এদিন মেদিনীপুরের মঞ্চ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি সঠিক সময়েই যাব। এই দুঃখজনক অশান্তির পিছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মুখোশ আমি খুলে দেব। আমাদের সরকার শান্তির পক্ষে। আমরা কেউ চাই না মানুষ ঘরছাড়া হোক, প্রিয়জনকে হারাক।'

দ্বিতীয় কিস্তি আগামী মাসে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মে মাসেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়নি। সেই কারণে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আমরা ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে ডিসেম্বর মাসেই দিয়ে দিয়েছিলাম। সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও আমরা মে মাসে দিয়ে দেব।'

যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম

অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতায় প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম। যৌন হেনস্তার অভিযোগ ও তার সুরাহা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় নীতি অনুযায়ী, সিপিএমের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি রয়েছে। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অভিযোগ এই কমিটির কাছে পৌঁছোয়। এই কমিটিতে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। তবে দলের অন্দরে নেত্রীরা প্রশ্ন তুলছেন, কমিটির কাছে বিষয়গুলি পৌঁছোলেও শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি নিয়ে সংশয় রয়েছে। কমিটির কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলের নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে বিষয়টি অভ্যন্তরীণ কমিটিতে বিচারাধীন। এর আগেও সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। কিন্তু রাজ্য সম্মেলনে হঠাৎই তাঁকে হাজির হতে দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগেও কলকাতার দুই তরুণ নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ রজকের একটি অশালীন ভিডিও ভাইরাল হয়। তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়। সম্প্রতি তরুণ নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, টালিগঞ্জের সিপিএম নেতা সোমনাথ ঝা, যুব সংগঠনের আরেক নেতা সোহম মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। একাধিক ক্ষেত্রে বিষয়গুলি অভ্যন্তরীণ কমিটির কাছে পৌঁছোলেও সুরাহা হয়নি বলে দলীয় নেত্রীদের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণী সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'আমি ৩৫ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করেছি। নভেম্বর মাসে জেলা নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। বিষয়গুলি কীভাবে ভাইরাল হল জানি না। অভ্যন্তরীণ কমিটি কতটা বিচার করে তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা হওয়ার পর শুধু আশ্বাসই দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তো বংশগোপালের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হল না। আমার মনে হয়, ওঁকে আশ্রয় দিচ্ছে দলের নেতারা।' দলের আরেক মহিলা নেত্রী কনীনিকা ঘোষ বোস বলেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরেই দলের বিভিন্ন সম্মেলন, কর্মসূচি ছিল। তাই হয়তো বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। তবে ঘটনায় বিচার হবে এটাই আশা করি।'

ত্রাণ নিয়ে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ত্রাণ কাজে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু। রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনে নিশ্চিত করাই যখন লক্ষ্য শুভেন্দুর, তখন সুকান্ত রাজপথে ত্রাণ সংগ্রহের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত। মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনায় বাঙালি হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষায় রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতৃত্বের এই দ্বি-মেরু অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গের গেরুয়া শিবির।

সোমবারই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, আগামী দু-তিন সপ্তাহ তিনি সর্বশক্তি দিয়ে মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে চান। সেই কারণে, ওই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

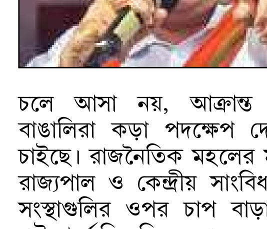

ঘনিষ্ঠ মহলে শুভেন্দু সাফ জানিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে প্রকৃত অর্থে না দাঁড়াতে পারলে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় বিজেপি যে সত্যিই আন্তরিক, সেকথা হিন্দু বাঙালিকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

সেই কারণেই মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যাওয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন এমনকি রাজ্যপালকে উদ্দেশ করেও শুভেন্দু বলেছিলেন, শুধু ছবি তুলে চলে আসা নয়, আক্রান্ত হিন্দু বাঙালিরা কড়া পদক্ষেপ দেখতে চাইছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক সংস্থাগুলির ওপর চাপ বাড়াতেই এই বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু।

কারণ, মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে এনআইএ তদন্ত এখনও আদালতে বিচারাধীন। এই আবহেই এদিনও খোলা হাওয়ার মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদের ত্রাণ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ফরাক্কার সুতিতে বুধবার থেকে খোলা হাওয়া ও একাধিক এনজিও ত্রাণ কাজ শুরু করবে। প্রথম দফায় ৩০০টি

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ

পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়াই তাঁদের প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় দফায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জেলায় সাম্প্রতিক হিংসায় যে ৯টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির পুনর্নির্মাণ ও শুদ্ধিকরণের কাজ করা হবে। তৃতীয় দফায় বাকি ৪৫০ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শুভেন্দুর দাবি, ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণবাবদ সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার চেক বিলি করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে থেকে ত্রাণ সংগ্রহের ব্যাপারেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে এদিনই হাজরায় ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছিলেন সুকান্ত। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি কার্যত শুরুতেই শেষ হয়ে যায়।

হাজরা মোড়ে পাইলট কার সহ সুকান্ত এসে পৌঁছোনোর আগেই সেখানে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। হাতে ত্রাণ সংগ্রহের বাক্স নিয়ে নামার পরই সুকান্তকে পুলিশ জানিয়ে দেয়, অনুমতি ছাড়া তারা এধরনের কর্মসূচি করতে দেবে না।

পুলিশের সঙ্গে সামান্য কিছু বচসার পরই কার্যত গ্রেপ্তার বরণ করেন সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। ঘণ্টা দুয়েক বাদে লালবাজার থেকে মুক্তিও পান সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। হাজরা মোড়ে সুকান্তর কর্মসূচির মেয়াদ ছিল সাকুল্যে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের মুহূর্তে। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৩ সংখ্যা, বুধবার, ৯ বৈশাখ ১৪৩২

সরকারি উদ্দেশ্যে সন্দেহ

অসহায়তার চূড়ান্ত। কয়েক হাজার শিক্ষক কার্যত পথে বসেছেন। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে। তাঁরা জানেন, এই পথ ছাড়লে আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। পথে থাকলেও সমস্যার সুরাহা হওয়ার নিশ্চয়তা ক্ষীণ। দিশাহীন একদল শিক্ষিত মানুষ। যাঁদের অনেকের মেধা ঈর্ষণীয়। যে মেধা হতে পারত রাজ্যের সম্পদ। বদলে সেই মেধা এখন যেন রাজ্যের বোঝা। যে মেধাকে কাজে লাগানোর সদিচ্ছা সরকারের দেখা যাচ্ছে না।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষকতা শুরু করা একদল মানুষ বরং এখন নানা সন্দেহের মুখে। সত্যিই মেধা ছিল কি ওঁদের? নাকি ঘুষ দিয়ে শিক্ষকপদের নিয়োগপত্র কিনেছিলেন তাঁরা? সেই অভিযোগ সত্যি হলে এঁরা কি আদৌ শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? ওঁরা শিক্ষকতা চালিয়ে গেলে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর কি ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে না? সন্দেহ শুধু নয়, পথে বসে থাকা শিক্ষকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল।

অথচ রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবস্থা হবেই। শুধু সরকারের ওপর ভরসা রাখতে বলেছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন 'যোগ্য' শিক্ষকদের আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই অনুমতি মিলেছিল চলতি বছরের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগের শর্তে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত বাণী ছিল, আর চিন্তা নেই, সময় যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন সমস্যা আর থাকবে না।

জটিলতা কাটাতে তাঁর হাতে 'এ টু জেড' বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানো আছে শুনে বিশ্বাস করেছিলেন শিক্ষকরা। স্বস্তি পেয়েছিল তাঁদের পরিবার। আশ্বস্ত হয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই চৌপট হয়ে গেল সব পরিকল্পনা। চাকরি রাখতে প্রথম কাজটি ছিল যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ। সেই কাজ করতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকা কমিশন আদৌ দিতে পারবে কি না, তাও ঘোর অনিশ্চতায় ভরা। সে ব্যাপারে কমিশন কর্তাদের মুখে কুলুপ।

হঠাৎ জট পাকিয়ে দিতে তৈরি করা হল কাউন্সেলিংয়ের কাহিনী। যা নিয়ে সিবিআই তদন্ত বা আদালতে মামলা চলাকালীন এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। এখনকার নিয়মে শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে। কমিশনের তরফে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম তিনটি কাউন্সেলিং থেকেই শুধু যোগ্যদের বেছে নেওয়া হবে। বাকি কাউন্সেলিংয়ে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের কপাল পুড়ল। তাঁরা সবাই অযোগ্য বলে বিবেচিত।

এই কাহিনী ছড়ানোর অর্থ নানাবিধ। প্রথমত, এতে যোগ্য শিক্ষকের তালিকা খুব ছোট হবে। আদালতে পেশ করা সিবিআইয়ের অযোগ্য তালিকার বাইরে যাঁরা, তাঁদের খুব কম অংশ যোগ্য তালিকায় বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ হল তৃতীয় কাউন্সেলিংয়ের পর থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, সেগুলি সবই অবৈধ। তাতে দুর্নীতি কতটা পাহাড়প্রমাণ, সেটা বেআব্রু হল। তৃতীয়ত, যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার বিষয়টি বিশবাঁও জলে চলে যেতে পারে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই খামখেয়ালিপনায় বজ্রাঘাত হল হাজার হাজার শিক্ষকের মাথায়। নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও চাকরি নিশ্চিত নয়। বিরাট এক দুর্নীতি চক্রের ষড়যন্ত্রের বলি হলেন তাঁরা। যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশু কোনও পথ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের অনেকে জেলবন্দি থাকলেও শাস্তি কারও হয়নি। হবে- এমন নিশ্চয়তা নিয়েও ধন্দ আছে।

প্রশ্ন তোলা অসমীচীন হবে না যে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই চাকরি বহাল রাখার আর্জি কি তাহলে নিছকই সময় কেনার চেষ্টা? যাতে দুর্নীতিপর্ব আরও বেশি করে আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়া যায়? সেই চক্রান্তের বলি হয়ে শিক্ষকরা কি অকূলপাথারে পড়লেন না? এমনিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে থাকা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে কোমায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। যার খেসারত দেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

সম্পূর্ণ নির্দোষ পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা কোনওমতে ক্ষমা করা যায় না। পহলগামে পর্যটকদের ওপর আক্রমণ যন্ত্রণা এবং ব্যথার কারণ। এই অমানবিক কাজের নিন্দা করার ভাষা নেই। যাঁরা তাঁদের প্রিয় মানুষ হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি।

- দ্রৌপদী মুর্মু

ভাইরাল

সিংহের দলের থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করল একা কুদ্ধ মোষ। বাচ্চাটি মায়ের সঙ্গে ঘুরছিল। তাকে আক্রমণ করে কয়েকটি সিংহ। রুখে দাঁড়ায় মা। সিংহগুলিকে গুঁতিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। এক পাল মোষ চলে এলে পিছু হটে সিংহরা।

আজ

১৬১৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

১৯৯২

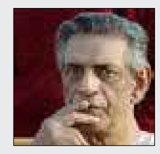

আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়।

সোজা-সাপটা

আমাদের দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত এক কিশোরী। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা।

কৈশোরে কষ্টের বোধ এবং গ্রীষ্মের অনুভূতি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গ্রীষ্ম হল কিশোরের, গ্রীষ্ম হল শিশুর। বেপরোয়া ঋতু। গ্রীষ্ম হল তপস্বীর। কষ্টের বোধ থাকলে গ্রীষ্মকে পাওয়া যায় না। আমরা যখন কিশোর তখন মনে আছে, দুরন্ত দ্বিপ্রহরে আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতুম, কখন বড়রা ঘুমিয়ে পড়বেন! যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছেন, ততক্ষণ ভীষণ মনোযোগী ছাত্র। হঠাৎ জানলার বাইরে তার আবির্ভাব। আমার মতোই আরেক কিশোর। আমার আগেই সে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। ফাঁকি দিতে পেরেছে শাসকশ্রেণিকে। একালে যাঁরা আরও প্রবল রূপ ধারণ করে কৈশোরটাকেই হত্যা করে বসে আছেন, তাঁদের।

গণিতের খাতা, অনুবাদের বই, ব্যাকরণ— সব তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভরদুপুরে পলায়ন। পাকা মানুষের, বিষয়ী মানুষের কল্পনার বাইরে। গরমে, রোদে যখন দমবন্ধ হয়ে আসে, মাটিতে পা ফেলামাত্রই যখন ফোসকা পড়ার মতো অবস্থা, ছাগলেও যখন ছায়া খুঁজছে, সেই সময় দুই উন্মাদ কিশোর গ্রীষ্মের অভিসারে চলেছে। জীবনের পাঠশালা থেকে রুদ্রের পাঠশালায় চৈত্রের ভৌতিক বাতাসে প্রান্তরের যত্রতত্র ধুলোয় ঘূর্ণি বাউলের মতো নেচে উঠছে। ঝরাপাতা ওড়ার শব্দে অদৃশ্য মানবীর আঁচলের উপস্থিতি। কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমবাগানের নিরালা ছায়ায় একটি কূপ। সেই কূপে জল তুলছে যে, সে আমাদের বাতাসী নয়, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। ভিক্ষু আনন্দ স্বয়ং গ্রীষ্ম। তৃষ্ণার্ত। তাঁর গম্ভীর প্রার্থনা—'জল দাও আমায় জল দাও।/ রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ হা,/ আমায় জল দাও।/ আমি তাপিত, পিপাসিত,/ আমায় জল দাও।/ আমি শ্রান্ত, হা/ আমায় জল দাও।'

শীত আমাদের মোলায়েম একটু রোদ্দুর ছাড়া কী-ই বা দিতে পেরেছে। আর রংবেরঙের বাহারি কিছু ফুল। ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট। ফল সব বাইরের। না আপেল, না কমলা।

গ্রীষ্ম তো ওই একটা জায়গায় টেক্কা মেরে গেছে শীতকে। চৈত্রের আমবাগানে মধ্যদিনে ঢুকলে নেশা ধরে যাবে। আম্রমুকুলের মাতাল করা গন্ধ। সর্বত্র মধু বর্ষণের পুটপুট শব্দ। ফলসার চ্যাটালো পাতায় কচি সবুজ। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নাকছাবির মতো হলুদ-হলুদ ফুল। ফল আসছে। গাছের তলায় দাঁড়ালে, মাথায় ঝরে পড়বে কুঁড়িফাটা পাপড়ি। জামের উঁচু উঁচু ডালে, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো লিটির লিটির জামের মুকুল। পেয়ারা গাছে মিল্কপাউডার খাওয়া ছুঁচোর মতো ছ্যাতরানো ফুল। বেলগাছ ছেয়ে গেছে সবুজ ত্রিপত্রে। পাতার খাঁজে খাঁজে সবুজ পান্নার মতো বেলের থেলো। হলুদ গেরুয়া। রোদের কাছে সবাই ঋণী।

দুই কিশোর হাতে গাবভ্যারেন্ডার ডাল নিয়ে মেটে পথ ধরে চলেছে। কোথাও ছায়া নেই। ফুস করে বাতাস ফুঁ মারল। ছাইগাদা থেকে সাদা পাউডার-লেজের ঝাপটা মেরে গেল। রাস্তার প্রতিটি বালি আর কাঁকরের

দানা জ্বলছে, কিন্তু গাছের পাতা সতেজ, সবুজ। রোদ শুষছে। সূর্যই যে সবুজের কারণ। রাস্তা চলেছে সামনে, চালা আটচালার জটলার ভেতর দিয়ে।

আমাদের নাকে হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে লাগবে। গুড় আর চিনি একসঙ্গে পাক হচ্ছে। এই হল গোপালদার বাতাসার কারখানা। তিনজন ভারিক্কি চেহারার মানুষ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বেশবাসে, চাটাইয়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায় একের পর এক বাতাসা পেড়ে চলেছেন। বিস্ময়কর দক্ষতা। ফুটো পাত্র থেকে মোটা রসের ধারা নেমে আসছে। হাত যেন ঘুরছে দক্ষিণী নাচের মুদ্রায়। আর একদিকে কাঠের গোল বারকোশে পাতা হয়েছে সাদা সুতো। বিশাল কড়ায় ফুটছে চিনির রস। কারিগর তাওয়া মেরে দেখছেন পাক কেমন হল! হিসেব বড় সাংঘাতিক। এক সুতো, দু-সুতো, সাত সুতো। কোন পাকে মিছরি জমবে, মিছরির ওস্তাদই তা জানেন। রস ঢালা হবে কাঠের ওই গোল থালায় সুতোর জালির ওপর। রস ঠান্ডা হলেই জমে যাবে দানা মিছরি। চালার ভেতরের বাতাস উনুনের গরমে থিরথির কাঁপছে। বাইরের জমি এত উত্তপ্ত, কে একখুরি জল ছুড়ল, তৃষ্ণার্ত বসুন্ধরা নিমেষে টেনে নিল। এই গ্রীষ্মে মিছরি আর বাতাসার কাটতি খুব বেশি। ফুল বাতাসা এক-একখানা জলে ভিজিয়ে গালে ফেলো, পিত্তনাশ হবে। কাঠের ওপর খড়ির দাগ টেনে গোপালদা হিসেব রাখছেন, ক-থালা মিছরি নামল!

আমরা গুড়-চিনির গন্ধ নাকে নিয়ে, গায়ে খানিক উত্তাপ মেখে এগিয়ে যাব সামনে। আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। বাঁই বাঁই করে চাক ঘুরছে। কুমোরপাড়া। লাল লাল হাঁড়ি, কলসি, খুরি, ভাঁড় রোদে শুকোচ্ছে। চাকে তৈরি হচ্ছে মাটির গেলাস। অভয়দার হাতের কেরামতিতে আমরা হাঁ হয়ে যাব। দেখলেই মনে হয় সূর্য দিয়ে তৈরি। রসের ছিটেফোঁটাও নেই। অভয়দার চালার ওপর লতিয়ে উঠেছে লাউগাছ। সকালের ফোটা ফুল দ্বিপ্রহরে চুপসে গেছে। ছাইয়ের গাদায় একটা ধুঁদুলের চারা চোখ মেলেছে। ধুলোর গাব্বুতে চড়াই নেমেছে চান করতে।

আমরা দুজন এদিক ওদিক তাকাই। একজনকে আমরা প্রায়ই খুঁজি। আমাদের বিশ্বাস এই জায়গাটাই সেই জায়গা। এইখানেই আমরা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুনকে খুঁজে পাব। হঠাৎ আমাদের মনে হত, গ্রীষ্মের এই ভয়ংকর দুপুরটাই ইন্দির ঠাকরুনের জ্বরতপ্ত বুক। বেড়ার গায়ে সবুজ একটি লতা, কি ছোট একটি ঝোপ। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বুকে শীতল সান্ত্বনা। অদূরেই বসাক জমিদারের মজা ডোবা। এতই তেষ্টা এই গ্রীষ্মের, সব জল টেনে নিয়েছেন গণ্ডূষে। ধারে ধারে তাল, সুপুরি গাছের সারি। ওদের যদি মা থাকত তাহলে তিনি বলতেন, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস, একটু ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নে না বাপু! তালগাছের যেমন বরাত, যার মাথায় অত হাতপাখার বোঝা, সে কেন একটু বাতাস দিতে পারে না। আমার সেই কৈশোরকালের বন্ধু হারু যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল বয়সের তুলনায়। সে বলেছিল, লেজ আর হাতপাখা নিজেকেই নিজে নাড়াতে হয়। অপরে নাড়ালে হয় না। তালের অত পাখা সব বাতাসে নাচাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ হারুর কাছেই শিখেছিলুম তুলসীদাসজির দোঁহা। যা আমরা খারাপ ধরনের বড়লোক দেখলেই মন্ত্রের মতো আওড়াতুম। সে এই শিড়িঙ্গে, মাথামোটা তাল, খেজুরকেই উদ্দেশ করে।

'বড়ে বড়ে যো কহতে হেঁয় বড়েমে তাল খজুর।/ যব ঠনকো ছায়া নহি, ফল পাওনকা দূর।'

বড় হয়েছিস তো কী হয়েছে! সে তো তাল, খেজুরও বিশাল লম্বা। তলায় গিয়ে বোসো সামান্য ছায়াও মিলবে না উত্তপ্ত এই নিদাঘে। আর ফল? তার নাগাল পেতে হলে ফায়ার ব্রিগেডের মই আনতে হবে। তাল, খেজুরের খরখরে ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যেত সুকুমার রায়কে, 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায় ভীষণ রোদে ভাজা।' 'হালকা মেঘের পানসে ছায়া' চেটে দেখিনি, চোখে দেখেছি। পাতলা একটা আঁচলের মতো মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। তালের কাঁদি পড়েছে। সবই শাঁস। টলটলে জলেভরা হৃদয়ের মতো। রুদ্র গ্রীষ্ম পারে না সেই অন্তঃকরণের জল শুষে নিতে।

বসাকদের সেই মজা ডোবা আমাদের কাছে ছিল কিং সলোমনস মাইনের মতো। কাদা শুকিয়ে ফাট ধরেছে। বৃদ্ধার ত্বকের মতো। আর সেইখানে সামান্য খোঁচাখুঁচি করলেই বেরিয়ে পড়ে একটি আনি কি দুআনি, নিদেন কয়েকটি ডাবল পয়সা। তখনও বছরকয়েক আগে চলা হালকা ধরনের ফক্কিকারি নয়া পয়সার চল হয়নি। এক আনায় সেকালে অনেক কিছু পাওয়া যেত। একটি বড় তালশাঁস সন্দেশ। চারটে আলুর চপ। আটটা গুলি লজেন্স। কপর্দকহীন দুই কিশোরের কাছে সেই অর্থ ছিল সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির মতো। আমাদের গবেষণার বিষয় হত, কোথা থেকে আসে এই অর্থ! এ কি ধরিত্রীর দান! বর্ষায় ডোবাটা যখন টইটুম্বুর পুকুর হয়ে যায়, তখন হয়তো পাড়াপ্রতিবেশী মহিলারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় মানসিক করা এই অর্থ জলকে দান করেন। আমাদের তখন আফসোস হত, সমুদ্র কেন শুকোয় না! আমরা একবার একটা সোনার দুল পেয়েছিলুম, সেটাকে আবার মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছিলুম। অন্যের অলংকার আমরা নিতে পারি না। সে হবে চুরির মতো।

আমরা হাঁ করে খেজুর গাছের খরখরে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। গ্রীষ্মের হাপর থেকে ফুস বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অধ্যবসায়ী কাক ঠোঁটে পাতা কামড়ে ঝুলছে। তার একটা সোঁটা চাই। আর কয়েকদিন পরেই সে মা হবে, বোশেখি কাক। এই তো বাসা বাঁধার সময়। দিশি খেজুরের থোলো নেমেছে। কিছু সবুজ, কিছু পেকে লাল। টুপটাপ ঝরছে। মহানন্দে আমরা কুড়িয়ে চলেছি। এমন কিছু সুস্বাদু নয়। আঁটি আর চামড়া। সামান্য কষা। তা হোক। একেবারে গাছপাড়া। আর কৈশোর হল সর্বভুক। ভেসে যেত সাবধানবাণী, খাসনি, পেট কামড়াবে!

আরও একটা আকর্ষণ তো আমাদের এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত, এক কিশোরী। ছিলই। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা।

জনমন জনমত

আইপিএল, আইএসএল ও ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা

প্রতি রাতেই এখন আইপিএল দেখি। প্রতি রাতেই নতুন কোনও নায়ককে দেখা যায়। যেভাবে আইপিএলে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে, তা চোখে পড়ার মতো। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস খারাপ লাগছে। চেতেশ্বর পুজারা, করুণ নায়ারের মতো টেস্ট তারকারা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বেশি টাকা পাচ্ছেন না। অনেক প্লেয়ার আবার দু-একটা ম্যাচ ভালো খেলছেন, তারপর আবার হারিয়ে যাচ্ছেন।

আইপিএলের পাশাপাশি আইএসএলও দেখি টিভিতে। খারাপ লাগে কোনও জায়গাতেই বাঙালি তারকা আর উঠে আসেন না। বাঙালিরা কি তাহলে খেলা ভুলে গেল? খুব কম বঙ্গসন্তানই আইএসএল বা আইপিএলে মাতান। অধিকাংশই জ্বলে উঠে নিভে যান।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আইএসএলে বাঙালির এক প্রাণের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। কলকাতা ময়দানে এখন পুরোনো কর্তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরান স্পনসররা। মোহনবাগান ক্লাবে পুরোনো কর্তারা অর্থহীন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কর্তারা এখনও প্রশাসন চালান। স্পনসররা গুরুত্ব পান না। তার ফলে লাল-হলুদ ক্লাবের ব্যর্থতা সীমাহীন। এই কর্মকর্তারা কবে ক্লাব থেকে সরবেন, প্রশ্ন। এঁরা যতদিন থাকবেন, ততদিন সাফল্য আসবে না।

অঙ্কিতা সাহা, শিলিগুড়ি

বাগ্রাকোটে শখের লুপে লুপ্ত বন্যপ্রাণ

বর্তমানে নেট স্ক্রল করলেই উত্তরবঙ্গের ভাইরাল লুপ পুলের ছবি মাঝেমধ্যেই চলে আসছে। মনুষ্যসমাজ লুপ পুলের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলছে, 'দ্যাখো গাইস যেন বিদেশে চলে এসেছি। আসলে বিদেশ নয় এটা আমাদের উত্তরবঙ্গ।' সেতুটি সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

কিন্তু সেতুর ছবিটি একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এখানে প্রকৃতির উপর নির্মম অত্যাচার হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্প, ঝড়ে যখন কোনও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তখন মানবসভ্যতার কান্নার শব্দ শোনা যায়। ওই সেতুর দিকে তাকালেও যেন শোনা যায়, এক নির্মম বুক ফেটে যাওয়া ক্রন্দন। উন্নয়ন যেমন দরকার তেমনি পরিবেশরক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের ভালোর জন্য আমরা যেভাবে বন্যপ্রাণকে ধ্বংস করে দিচ্ছি তার ফল অবশ্যই খারাপ হবে।

আমার মতে, সেতুতে ঘুরতে যাওয়া প্রত্যেক পর্যটকের উচিত, একটি করে বৃক্ষরোপণ করে আসা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে সেতুর নীচে এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা। ইট-পাথরের সংসার ছেড়ে আমরা প্রকৃতি দেখতে যাই নিজেদের জীবনকে

স্বস্তি দিতে। সেই ভ্রমণে যদি ময়ূর, হরিণ, খরগোশ, নাম না জানা পাখিদের দেখি তাহলে আমাদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু লুপ পুলের পাশাপাশি গিয়ে মনে হবে আপ্যায়ন করার মতো কেউ নেই, যেন মৃত নগরী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনজনের বাড়িতে প্রবেশ করে অনেকটা খালি মুখে ফিরে আসার মতো।

কবিতা ঘোষ
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।

রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ নিয়ে সুপ্রিম রায়

অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার ও সেখানকার রাজ্যপালের বিরোধ নিয়ে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায় যে গোটা দেশে একটা আলোড়ন ফেলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তামিলনাড়ু সরকারের অভিযোগ ছিল, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল ২০২০ সাল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা আটকে রেখে রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে চাইছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যপাল আরএন রবির ১০টি বিলকে আটকে রাখার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একে অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বলে রায় দেন এবং বিল অনুমোদন বা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে সময়সীমা ধার্য করে দেন। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরই তামিলনাড়ু সরকার ওই ১০টি বিলকে আইন হিসাবে ঘোষণা করেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই আইনে পরিণত হল ১০টি বিল।

এই রায় নিয়ে কেরলের রাজ্যপাল এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। দুই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মাও নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিদের সমালোচনা করেছেন। এতে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে আঁচ করেই বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছেন, দল এই বক্তব্যের দায় নেবে না। কিন্তু তারপরেও নাড্ডার বক্তব্য উপেক্ষা করে এ রাজ্যের পদ্ম বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল যেভাবে নিশিকান্ত দুবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তাতে সন্দেহ সুপরিকল্পিতভাবেই কি শীর্ষ আদালত এবং বিচারপতিদের উপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে কোনও বিশেষ লক্ষ্যে?

সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজ্য-রাজ্যপালদের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযৌক্তিক বিতর্ক বন্ধে এই ঐতিহাসিক রায় যদি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক দিশা দেখায় তবে সেটাই মঙ্গল। আমাদের এখন অপেক্ষার পালা।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

ভুল সংশোধন

২২ এপ্রিলের কাগজে ভুলবশত গোপালকৃষ্ণ গান্ধির জন্ম সাল অন্য লেখা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২২

পাশাপাশি : ২। যে পাতা স্পর্শ করলে গা চুলকোয় ৫। একগুঁয়ে বা বেয়াদপ ৬। সামান্যতম জিনিসপত্র বা সংগতি ৮। শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ শরবতও হতে পারে ৯। যেখানে পদ্মফুল ফোটে ১১। খুবই রূপবান কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি ১৩। নলযুক্ত জলের পাত্র ১৪। স্নেহ-মায়া বা ভালোবাসার বন্ধন

উপর-নীচ : ১। জ্ঞাপন করা ২। ব্যথা, যন্ত্রণা বা অসুখ ৩। ময়দার ঘিয়ে ভাজা খাবার ৪। যা চলছে না ৬। স্বাদে নোনতা ৭। অপমানের চিহ্ন ৮। অসাধু উদ্দেশ্যে কিছু পাঠানো ৯। শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় ১০। ফন্দি-ফিকির ১১। জল বেরোনোর নালা ১২। মণ্ডপের শামিয়ানা ১৩। দেবতার অনুগ্রহ।

সমাধান ■ ৪১২১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯। অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটির রেলপ্রকল্পে ‘না’ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের পর এবার বাংলাদেশে চলা রেলপ্রকল্পগুলি থেকেও হাত গুটিয়ে নিল ভারত। বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচে নির্মীয়মাণ অন্তত ৩টি প্রকল্প বন্ধ এবং আরও ৫টি প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যেসব প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, আখাউড়া-আগরতলা ক্রস বর্ডার রেল লিংক, খুলনা-মোংলা পোর্ট রেললাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প। বাংলাদেশে ধারাবাহিক রাজনৈতিক হিংসা এবং ভারতীয় শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিরাপত্তার কারণে প্রকল্পগুলির কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসাবে নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর। এজন্য সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

কয়েক বছর ধরে পূর্ব ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছিল দিল্লি। প্রতিবেশী দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করা হচ্ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছে। বন্যা থেকে মূল্যবৃদ্ধি সব কিছুর জন্য ভারতকে দায়ী করা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। খোদ মুহাম্মদ ইউনূস চিনে গিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে ‘স্থলবেষ্টিত অঞ্চল’ এবং বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের ‘অভিভাবক’ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ যে সহজ নয় তা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেননি প্রধান উপদেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সিদ্ধান্ত কূটনীতি, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতির নিরিখে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্ভরতা কাটাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। এর মধ্যে

বিকল্প নেপাল আর ভুটান

রয়েছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে রেললাইনের সংখ্যা দ্বিগুণ বা চারগুণ করে সেগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরকে যুক্ত করা। সেই লিংক আগে থেকেই রয়েছে। এবার সেটিকে আরও মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল।

পাশাপাশি ভুটান ও নেপালের ভিতর দিয়ে রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারত-নেপাল রেল চুক্তি এবং ভুটানের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিগুলির মাধ্যমেই এটা সম্ভব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেল আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম ধাপে ভারত ও নেপালের মধ্যে রেল সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে।

স্থান, সময় ও নিশানা বাছাইয়ে উঠছে প্রশ্ন ■ পহলগামে ঘোড়ায় চড়ার সময় হামলা

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হানা!

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের লক্ষ্য করে জঙ্গিদের গুলিবর্ষণে গোটা ভূস্বর্গে আতঙ্কের পরিবেশ। শুধু উপত্যকায় নয়, চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে দিল্লির দরবারে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে। হাইঅ্যালার্ট জারি করা হয়েছে রাজধানী নয়াদিল্লিতে। শুধু দিল্লি নয়, দিল্লি সহ সব বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু কেন পর্যটকদের ওপর এই জঙ্গি হামলা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেছে বেছে কেন মঙ্গলবারই পহলগামের বাইসারান ভ্যালিতে জঙ্গি হামলা ঘটল তার উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গোয়েন্দারা। সোমবার ভারতে এসেছেন সস্ত্রীক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। হামলার সময় তিনি ভারতেই ছিলেন। আবার মঙ্গলবারই সৌদি আরব সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে অমরনাথ যাত্রা। পহলগামে সেই যাত্রার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। তাই একই সঙ্গে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ এবং ভারত-মার্কিন সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তেই এই হামলা চালানো হল কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা আধিকারিকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দুদের নিশানা করেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়েছিলেন। দেশভাগকে সঠিক কাজ বলে আখ্যা দিয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা যে আলাদা সেই কথা পাকিস্তানি অভিবাসীদের সামনে জোর গলায় দাবি করেছিলেন পাক সেনাপ্রধান। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অঙ্গ বলেও জানানোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাকে তাঁরা ভয় পান না বলে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। গোয়েন্দাদের একাংশের ধারণা, মঙ্গলবারের হামলার নেপথ্যে ইন্ধন জুগিয়েছে পাক সেনাপ্রধানের ওই উসকানি। পাক মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবা-র সংগঠন ‘টিআরএফ কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স ফোর্স’-এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

জঙ্গিরা সাধারণত পর্যটকদের নিশানা করে না। নিরাপত্তা বাহিনী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের এতদিন নিশানা করা হত। কিন্তু এদিন সেই মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি হামলার সময় এবং স্থান নির্বাচনের দিকে তদন্তের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জানান, দোষীদের কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শ্রীনগরে জরুরি বৈঠকে বসেন সেনা, সিআরপিএফ, এনআইএ, আইবি চিফ, লেফটেন্যান্ট গভর্নর সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। গোটা ঘটনার তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

‘তোকে মারব না, এটা মোদিকে বলিস’

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে বেড়াতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে বহু পর্যটকের। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কর্ণাটকের শিবমোগার বাসিন্দা মঞ্জুনাথ। বলিউডের বহু বিখ্যাত ছবির শুটিং হয়েছিল যে জায়গায় সেই বৈসরন উপত্যকায় তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন স্ত্রী পল্লবী এবং ছোট ছেলেকে নিয়ে।

চোখের সামনে গুলি করে মারা হয় মঞ্জুনাথকে। দিশাহারা পল্লবী এদিন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বারেবারেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটা দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ ঘটে। আমরা তিনজন পহলগামে ছিলাম। আমরা ভেলপুরী খাচ্ছিলাম। অনেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আচমকাই আমার স্বামীকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।’ তিনি বলেন, ‘যে গুলি চালাল সে বলল আমার স্বামী মুসলিম নয়, হিন্দু। তাই ওঁকে গুলি করা হয়েছে।’ পল্লবী আরও জানান, হামলার পর তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

পল্লবীর দাবি, আততায়ীরা বিশেষভাবে হিন্দুদের নিশানা করেছিল। তাঁর কথায়, ‘তিন-চারজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমি তখন বলেছিলাম, আমাকেও মেরে ফেলো, আমার স্বামীকে তো মেরেই ফেলেছ। তখন একজন আততায়ী বলল, ‘আমি তোকে মারব না। এটা গিয়ে মোদিকে বলিস।’

পল্লবীর আবেদন, যাতে তাঁর স্বামীর মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব শিবমোগায় আনা হয়। তিনি বলেন, ‘এভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। মরদেহ এয়ারলিফট করতে হবে। আমরা চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে ফিরিয়ে আনা হোক।’

ঘটনার নিন্দা করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এক্স-এ লিখেছেন, ‘এই দুঃখজনক ঘটনায় কর্ণাটকের মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জরুরি বৈঠক ডেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেছি।’ তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমরা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। যেকোনও ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। কর্ণাটক সরকার আক্রান্তদের পাশে আছে।’

পহলগামে জঙ্গি হামলার বহু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজমাধ্যমে। একটি ভিডিওতে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকা এক মহিলা বারবার বলছিলেন, ‘আমার স্বামীকে বাঁচান। ভাইরাল ভিডিওতে আরও দুটি দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অপর একটি

নিরাপত্তারক্ষীরা দৌড়ে যাচ্ছেন ঘটনাস্থলের দিকে। পহেলগামে।

ভিডিও ক্লিপিংসে এক মহিলাকে সাহায্য প্রার্থনা করতে শোনা গিয়েছে। পহলগামের যে বইসরন উপত্যকায় হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানে সাধারণত পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। মঙ্গলবারও তার অন্যথা হয়নি। তারই সুযোগ নিয়ে হামলা চালায় লস্কর মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ‘যখন ওই হামলা হয় তখন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম। যে দুজন জঙ্গি গুলি চালায় তাদের আমি দেখেছি। প্রচুর গুলি চলেছে।’

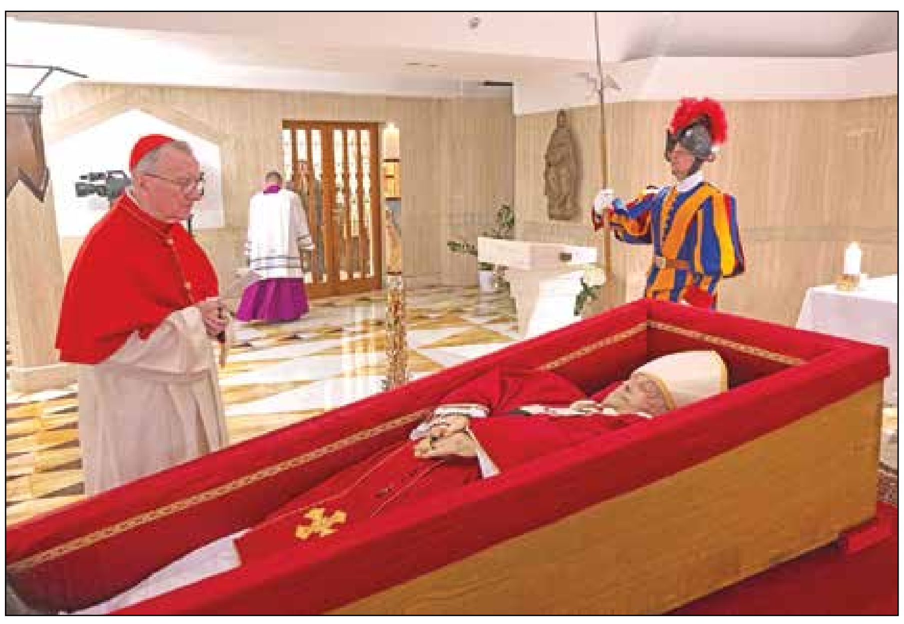

কফিনে পোপ ফ্রান্সিসের দেহ। মঙ্গলবার ভ্যাটিকান থেকে এই ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

খোলা কফিনের ছবি প্রকাশ

পোপের শেষকৃত্য শনিবার

ভ্যাটিকান সিটি, ২২ এপ্রিল : শনিবার সকালে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় শেষকৃত্য হবে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের। সোমবার ৮৮ বছর বয়সে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার ভ্যাটিকান প্রকাশ করেছে পোপের খোলা কফিনে শায়িত ছবি সহ শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা। সান্তা মার্তা বাসভবনের চ্যাপেলে কাঠের কফিনে শায়িত পোপের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুইস গার্ডরা। বুধবার থেকে প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পোপ ফ্রান্সিসের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহ সমাহিত হবে রোমের সেন্ট মেরি মেজর ব্যাসিলিকায় একেবারে অনাড়ম্বরভাবে। অন্তিম ইচ্ছায় তিনি লিখে গিয়েছেন, ‘আমার গোটা জীবন ঈশ্বর জননী কুমারী মেরির কাছে সমর্পিত। তাই আমি চাই আমার দেহ তাঁরই ব্যাসিলিকায় মাটির নীচে একেবারে সাধারণভাবে সমাহিত হোক। কোনও অলংকার ও আতিশয্য ছাড়াই, শুধুমাত্র একটি নামফলক থাকুক তাতে।’ অন্যদিকে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরই শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি। ভেঙে ফেলা হয়েছে ফিসারম্যান্স রিং ও শিসামোহর। কার্ডিনালদের একটি দল শেষকৃত্য ও চার্চ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনায় বসেছেন। শোকের আবহে পরবর্তী কে পোপ হবেন, তা নিয়েও বৈঠক চলছে। ভোটাভুটির মাধ্যমে পরবর্তী পোপ বাছাই হবে। ভারত থেকে চারজন ক্যাথলিক এই ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন। এশিয়া থেকে পরবর্তী পোপের দৌড়ে বেশ কয়েকজন রয়েছেন।

প্রয়াত পোপের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে সহ বিশ্বের বহু নেতানেত্রী।

জয়পুরে নতুন পৃথিবী গড়ার বার্তা

দার্জিলিং চা কিনলেন ঊষা

জয়পুর, ২২ এপ্রিল : চারদিনের ভারত সফরে এসে সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। শুল্কযুদ্ধের মাঝে দুই দেশের এই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি যে চূড়ান্ত হওয়ার পথে, দু-তরফেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে জয়পুর গিয়েছেন ভান্স। তাঁর সঙ্গে মরুরাজ্যে পা রেখেছেন স্ত্রী ঊষা এবং ৩ ছেলেমেয়ে। জয়পুরে অম্বর দুর্গের প্রবেশপথে তাঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী।

সেখানে আমেরিকার সেকেন্ড ফ্যামেলিকে সম্মান জানায় ২টি সুসজ্জিত হাতি। সেগুলির পরনে ছিল সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলংকার।

দুর্গে রাজস্থানি লোকশিল্পীদের নাচ, গান দেখে দৃশ্যত অভিভূত মনে হয়েছে ভান্সদের। দিওয়ান-ই-খাস (শিশমহল), দিওয়ান-ই-আম, বড়দারি এবং প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তাঁরা।

ভান্স পরিবারের আগমন উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুর ১২টা থেকে অম্বর দুর্গপ্রাসাদ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। অম্বর থেকে বেরিয়ে একে একে জল মহল, হাওয়া মহল, বিখ্যাত গোলাপি দেওয়াল ঘেরা রাস্তা, জয়পুরের প্রাচীন প্রাচীর এবং রামবাগ প্রাসাদ ঘুরে দেখেন তাঁরা। রামবাগের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে রাত্রিবাসের কথা ভান্সদের।

এদিন দুপুরে রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেখানে ভারত-মার্কিন বহুপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। ভান্স বলেন, ‘আমাদের গুরুদায়িত্ব হল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সমাজ গড়ে তোলা। আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে চাইছে। আমরা একটি উজ্জ্বল নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই, যা মানুষকে পরিবার গঠনে সহায়তা করবে।

সার্বিক বিকাশ, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যকে সহজ করে তুলবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে মোদি-ভান্স বৈঠকের পর ভারত ও আমেরিকার প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে দু-পক্ষই।

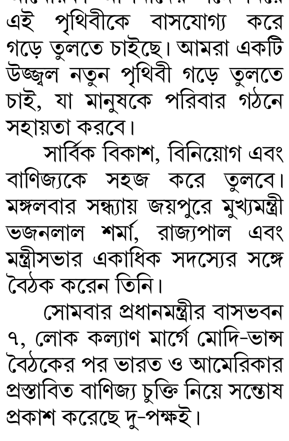

জয়পুরে ভান্স ও তাঁর পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে কথা বলেছেন মোদি ও ভান্স। একই সঙ্গে তাঁরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে ভান্সকে নিয়ে সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়ামে হাজির হয়েছিলেন ঊষা। সেখান থেকে ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং দার্জিলিং চা কিনেছেন মার্কিন সেকেন্ড লেডি।

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড

বস্টন, ২২ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। হার্ভার্ডের অনমনীয় মনোভাব রীতিমতো ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারকে। এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্প্রতি হার্ভার্ডকে ২২০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি) অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। সরকারের সঙ্গে টক্কর জারি রেখে ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে চেয়ে আদালতে গিয়েছেন হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ। সমাজমাধ্যমে তাঁরা লিখেছেন, অনুদান বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মামলা করা হয়েছে। কারণ, তাঁদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক। এটি ‘সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার’ ছাড়া কিছু নয়।

হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার বিবৃতি দিয়ে জানান, ‘অন্যায় দাবি মানতে না চাওয়ায় হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে একাধিক বেআইনি পদক্ষেপ করে যাচ্ছে ট্রাম্প সরকার।’ হোয়াইট হাউস অবশ্য পালটা প্রতিক্রিয়ায় কড়া মন্তব্য করেছে। প্রেসসচিব হ্যারিসন ফিল্ডস বলেন, ‘হার্ভার্ডের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করদাতাদের টাকায় আর আমলাতান্ত্রিক মোটা বেতনের উৎসব চলতে দেওয়া হবে না। অনুদান কোনও অধিকার নয়—এটা প্রাপ্যতা। হার্ভার্ড সেটা হারিয়েছে।’ অন্যদিকে হার্ভার্ডের সঙ্গেই একমত হয়েছেন অনেক প্রাক্তনী ও শিক্ষাবিদ। হার্ভার্ডের প্রাক্তন ছাত্রী অনুরিমা ভার্গব বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন আবারও বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ওপর আঘাত হানছে। হার্ভার্ড সাহসিকতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের গর্বিত করেছে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের সংগঠন আমেরিকার উচ্চশিক্ষা পরিষদ (আমেরিকান কাউন্সিল অফ এডুকেশন) হার্ভার্ডের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। সভাপতি টেড মিশেল বলেন, ‘আশা করি, আদালত এবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে—বিজ্ঞান ও শিক্ষার স্বাধীনতা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা চলবে না।’

কপ্টার ভেঙে মৃত পাইলট

আমরেলি, ২২ এপ্রিল : গুজরাটের আমরেলিতে প্রশিক্ষণরত হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হল এক পাইলটের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০টা নাগাদ। পুলিশ জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি দিল্লির একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। আমরেলি বিমানবন্দর থেকে সেটি উড়েছিল। পাইলট একাই ছিলেন।

‘সবার ওপরে সংসদ’

ফের ধনকরের নিশানায় বিচার বিভাগ ■ ভারসাম্যের বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই। সংবিধান কেমন হবে, সেটা ঠিক করবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই। তাঁদের ওপর আর কেউ নেই। মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বিচারবিভাগের বিরুদ্ধে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের এহেন আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই বিচারবিভাগ বনাম শাসনবিভাগের টানাপোড়েন আরও তীব্র হয়েছে।

তিনি এদিন জরুরি অবস্থার সময় আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ধনকর বলেন, ‘দুটি পৃথক মামলায় সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে দু’রকম রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। অপরদিকে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সংবিধানের অঙ্গ হল প্রস্তাবনা। সংবিধান নিয়ে মনের মধ্যে কোনও দ্বিধা রাখা উচিত নয়।’ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কথায় এদিন জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, ‘১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা একজন প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার ওপরে আর কোনও প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। কারণ, সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।’ ধনকরের জানিয়েছেন, সংসদে পাশ হওয়া আইনের ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার কারও নেই।

> সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।
>
> **জগদীপ ধনকর**

> না সংসদ না শাসন বিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।
>
> **কপিল সিবাল**

সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা অব্যাহত থাকায় কেন্দ্র এদিন বিচারবিভাগের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিচারবিভাগের প্রতি সম্মান সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভের উচিত, বিকশিত ভারতের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করা। বিচারবিভাগ এবং আইনবিভাগ একই মুদ্রার অভিন্ন দিক বলেও দাবি করেছে ওই সূত্রটি।

এবারও ধনকরের সমালোচনা করে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেন, ‘না সংসদ না শাসনবিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।’

সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ ওই মামলা খারিজ করে সাফ জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছে।

অপরদিকে কর্ণাটক সরকারের একটি মামলায় বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, ‘প্রতিদিনই প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করা হচ্ছে। কাজেই আমি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চিন্তিত নই।’

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ৫ মে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা নিয়ে শাসকদলের সাংসদদের রোষানলে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতকে। বিচারবিভাগের ওপর সংসদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, কোন আইন কেমন হবে, তাতে কী কী সংশোধন আনা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার সংসদের রয়েছে। এদিন ধনকর বলেন, ‘গণতন্ত্রকে কখনও বাধা দেওয়া যায় না। আমাদের নীরবতা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষাকারীদের সংবিধান মেনে এবং সংবিধানের দেখানো পথেই চলতে হয়। আমরা আমাদের ভারতীয়ত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করি। কীভাবে আমাদের গণতন্ত্রকে নষ্ট করার চেষ্টা সহ্য করতে পারি। কোথাও সরকারি সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো কোথাও সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এসব শক্তিকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। প্রথমে সদ্ভাব বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে। তাতে কাজ না হলে প্রয়োজনে তেতো দাওয়াই দিতে হবে।’

যুদ্ধবিমান উড়িয়ে মোদিকে সম্মান

রিয়াধ, ২২ এপ্রিল : দু’দিনের সফরে মঙ্গলবার সৌদি আরব পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। দেখা করবেন সৌদি শাসক রাজা সালমানের সঙ্গেও। সেই সফরের শুরুতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সম্মান দিল সৌদি আরব। সেদেশের আকাশসীমায় প্রবেশের পরেই প্রধানমন্ত্রীর বিমানের দু-পাশে উড়তে দেখা যায় সৌদি বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি এফ-১৬ ফাইটার জেটকে। সেই বিমান বহর পথ দেখিয়ে জেড্ডা বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে যায় মোদির বিমানকে। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সৌদি সরকারের একাধিক মন্ত্রী। এছাড়া ভারত ও সৌদি আরবের বহু মানুষও বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন।

রিয়াধে নরেন্দ্র মোদি।

এদিন এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি হল আমাদের দুই দেশের লক্ষ্য। সৌদি আরবের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে ভারত সম্মান করে। গত কয়েক বছরে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।’ বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি সফরে সৌদি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বাণিজ্য, জ্বালানি, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন মোদি।

> ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত।

ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত। বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ায় চিনে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে চিনে তেল রপ্তানি কমছে সৌদি আরবের। ভারতে রপ্তানি বাড়িয়ে সেই ঘাটতি কমাতে আগ্রহী রিয়াধ।

শোভন-রত্না বিচ্ছেদ মামলা

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ‘বনাম’ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়। আইনত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বিচ্ছেদ মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত অগাস্টের মধ্যে শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি রত্নার পক্ষের ৭ জন সাক্ষীর প্রত্যেকের সাক্ষ্য নিম্ন আদালতকে গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে বিচারপতি আসানউদ্দিন আমানুল্লা ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ।

২০১৭-র ১৩ নভেম্বর আলিপুর আদালতে স্ত্রী রত্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেছিলেন শোভন। প্রাক্তন মেয়রের পক্ষে ৩ জন সাক্ষী দিয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া ২০১৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য ১৮-২০ জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন রত্না। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় নিম্ন আদালত। এরপর রত্নার তরফে ৭ জন সাক্ষীর নামের তালিকা পেশ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিল রত্না-শোভনের ছেলে, রত্নার বাবা এবং ভাই। কিন্তু সেই আবেদনও খারিজ হয়ে যায়।

কেশরীর সাফল্যেও জঙ্গিহানায় মর্মাহত অক্ষয়

কেশরী চ্যাপ্টার ২। জালিয়ানওয়ালাবাগের খুন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস। কেশরী ২ শতকোটির ক্লাবে যোগ দিল বলে। এমন সুসময়েও বিষণ্ণ নায়ক অক্ষয়কুমার। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় মর্মাহত তিনি। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে এবং অন্যান্যরা। এই ধারায় আজও অক্ষয় অনন্য, প্রমাণ হালের স্কাই-ফোর্স। আবারও দেশের গৌরব তাঁর হাতে। এবার আর প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চর্বিতচর্বণ যুদ্ধ নয়, প্রাক স্বাধীনতার যুগের অন্যতম ভয়ংকর ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খোলনলচে উঠে আসছে পর্দায়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ- শিশু নির্বিশেষে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে ডায়ার নির্বিচারে গুলি করে খুন করেন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ার। আইনি লড়াইয়ে ইংরেজ সরকারকে নাস্তানাবুদ করে প্রমাণ করেছিলেন ডায়ারের কর্মকাণ্ড বেআইনি। কিন্তু সহজ পথে সেই জয় আসেনি। সেদিন আদালতে শঙ্করনের বিপরীতে ইংরাজ দাঁড় করায় আইনজীবী নেভাইল ম্যাককিনলেকে। শুরু হয় দুর্ধর্ষ রোমহর্ষক কোর্টরুম ড্রামা, উঠে আসে ভারতে ইংরেজদের 'অমানবিকতা'র এক অচেনা সত্য। ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী। তিনি এই পদে একেবারে নতুন। কিন্তু কোর্টরুম ড্রামার মতো দীর্ঘস্থায়ী ন্যারেটিভকে গল্পের মলাটে নিয়ে আসা কম কথা নয়। দেশের গৌরব তুলে ধরা বেশ ঝকমারি, কারণ সেখানে আবেগ এমন কামড়ে ধরে যে ছোট ছোট জায়গায় সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো চোখে পড়ে না, পড়লেও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে ছবি একপেশে হয়ে যেতে পারে। করণ এই ফাঁকগুলো এড়াতে পেরেছেন। ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে দিল্লিতে, উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। আইনজীবী চারু প্রজ্ঞা ছবি দেখে জানিয়েছেন, তিনি চোখের পলক ফেলতে পারেননি। প্রায় একই অভিজ্ঞতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তারও। তিনি জানিয়েছেন ছবির কিছুটা দেখেছেন, পরে পুরোটা দেখতে চান। ছবি দেখে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা দেশের জন্য মরতে পারিনি, কিন্তু দেশের জন্য বাঁচার কাজটা তো শুরু করতে পারি।' অক্ষয় ব্যক্তিজীবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসক, ফলে কেশরি ২-এ চারু বা রেখার প্রশংসার অর্থ বদলে যেতে পারে—মনে হতে পারে, অক্ষয়ের ছবি বলে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশংসা করছে। তবে ছবিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম আছে, সেখানে দেশজনিত আবেগ, দেশের জয়টাই আসল, অন্তত আসল হওয়া উচিত। অক্ষয় বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের এই ছবি দেখা উচিত।' সে দেশের পার্লামেন্টের এক সদস্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য ইংল্যান্ডের ভারতের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন। নেটমহল ছবির টিজার ও ট্রেলার দেখে অভিভূত। অনেকেই বলছেন প্রধান চরিত্রের অভিনেতাদের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত।

অক্ষয়ের অভিনয় দেখে চারু বলেছেন এখনও পর্যন্ত তাঁর সেরা অভিনয়। পিছিয়ে নেই আর মাধবন। ধূর্ত, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, নীতিহীন আইনজীবী ইংরেজদের হয়ে লড়াই করে 'ভয়ংকর' এক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই মানুষ এই চরিত্রে আমাকে দেখে ঘৃণা করুক—একমাত্র তখনই চরিত্রের প্রতি সুবিচার করা হবে।' চমক দিয়েছেন অনন্যা পাণ্ডে। পুতুলমার্কা চরিত্রে তাঁকে দেখে অভ্যস্ত দর্শক বিস্মিত, অনন্যাকে এই পরিশীলিত আইনজীবী দিলরীত গিল-এর চরিত্রে দেখে। কীভাবে চরিত্রপযোগী হলেন, ব্যাখ্যা করেননি তিনি। অনভ্যস্ত চোখে তাঁকে দেখাটাও কেশরি ২-এর আরেক বিশেষত্ব।

রঘু পালট ও পুষ্পা পালটের লেখা 'দ্য কেস দ্যাট শুক দ্য এম্পায়ার' বই অবলম্বনে তৈরি কেশরি ২। কেশরী চ্যাপ্টার ২ ভারতীয় বক্স অফিসে প্রথম দুই দিন মোট ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার ব্যবসা করেছে। এমনটাই একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ভারতের বাইরে দু-দিনে ১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৯ কোটি টাকার মতো ব্যবসা করেছে। ফলে ভারত এবং দেশের বাইরে মোট ব্যবসার অঙ্ক মিলিয়ে দুই দিনে বক্স অফিসে কেশরী ৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। এখনই বক্স অফিসে কেশরী চ্যাপ্টার ২ যেভাবে প্রভাব দেখাচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে এই সপ্তাহের শেষেই ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে।

এই সুসময়েও অক্ষয়ের মন ভারাক্রান্ত। মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও অনেকে। নিন্দায় গর্জে উঠেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, 'পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার খবর শুনে আমি ভীত। এভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা নিছক জঘন্য কাজ। তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।' এই দেশভক্তিই অক্ষয়ের শক্তি। বাস্তবে ও পর্দায়, সেই 'দেশভক্তি' ই অক্ষয়ের গাণ্ডীব—আজও।

একনজরে সেরা ৫

কৃতিও আছেন

ফারহান আখতার পরিচালিত ডন ৩-এ কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে। জানা গিয়েছে তিনি রোমা-র চরিত্রে থাকবেন। প্রথমে ডন-এর নায়িকা হওয়ার কথা ছিল কিয়ারা আডবানির। তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা, তাই শর্বরী ওয়াগ এসেছেন তার জায়গায়। ডন হচ্ছেন রণবীর সিং। এবার এলেন কৃতিও। ফলে নজর কাড়ছে ডন ৩। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে।

ফোটোগ্রাফার আলি

আলি ফজল হচ্ছেন সেলেব্রিটি ফোটোগ্রাফার। দেশে ও বিদেশে সাফল্য পাওয়া এই অভিনেতা এই নতুন চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবির গল্প বি-টাউনকে কেন্দ্র করে লেখা। চিত্রনাট্য লেখার কাজ প্রায় শেষ। শোনা গিয়েছে, পাপারাৎজি সংস্কৃতির পিছনের দুনিয়াই উঠে আসবে এই ছবিতে। চলতি বছরেই শুটিং শুরু হতে পারে।

বচ্চনদের ভিলা

দুবাইয়ে জুমেইরাহ গল্ফ এস্টেটে ১৫ কোটি টাকার বাংলোর মালিক অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই। মেয়ে আরাধ্যার নামেই এটি কেনা। পেশা ও মেয়ের স্কুলের জন্য তাঁরা মুম্বাইয়ে থাকলেও ছুটি কাটাতে যান এই ভিলায়। অবশ্য মেয়ের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই ওঁরা এই বিনিয়োগ করেছেন। এখানে শাহরুখ খান, শিল্পা শেট্টিদেরও ভিলা আছে।

দ্বীপে বাড়ি

কাতারের দোহায় সেন্ট রেগিস মারসা আরবীয়া দ্বীপে বাড়ি কিনেছেন সইফ আলি খান। তাঁর কথায়, 'এমন জায়গায় বাড়ি চাইছিলাম যা ভারতের কাছে হবে, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হবে। আর একটা দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ তৈরি করে থাকার চিন্তাটা দারুণ লেগেছিল। ওখানকার খাবারও ভালো। মুম্বাইয়ে আক্রমণের পর সইফ-করিনা বাড়ি বদলাতে চেয়েছিলেন।

অনুরাগের ক্ষমা

অনন্ত মহাদেবনের ছবি ফুলে সেন্সর বোর্ডের কোপে পড়লে অনুরাগ কাশ্যপ বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণদের ওপরে মূত্রত্যাগ করি'। তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলে তিনি ক্ষমা চান। এরপর বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সংঘ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তাঁর 'কু-মন্তব্যের জন্য শাস্তিস্বরূপ' তাঁর মুখ 'কালিমালিপ্ত' করার নিদান দিলে পরিচালক আবার ক্ষমা চেয়েছেন।

সোনুর বিষোদ্গার

সমাজমাধ্যমে সেলেবদের নামে থাকা ভুয়ো অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গায়ক সোনু নিগম। সোমবার নিজের সোশ্যাল মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, এখানে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ভান করা হচ্ছে। গত ৮ বছর ধরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, 'আমি দেখেছি, কেউ আমার নাম ব্যবহার করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দয়া করে মনে রাখবেন, আমার কোনও প্রতিনিধি কারওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যদি কেউ তেমন করে তাহলে সাবধানে তার সঙ্গে কথা বলবেন। গত ৮ বছর ধরে আমি টুইটারে বা এক্স হ্যান্ডলে নেই। সেখানে এমন কিছু অ্যাকাউন্ট আছে যা আমার বলে অনুরাগীরা ভুল করতে পারেন। সেটা আসলে অন্য কেউ চালাচ্ছেন। যদি এই সব অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও বার্তা পান তাহলে তা ব্লক করুন বা তার নামে রিপোর্ট করুন।' সংগীতশিল্পীকে তাঁর অনুরাগীরাই এই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

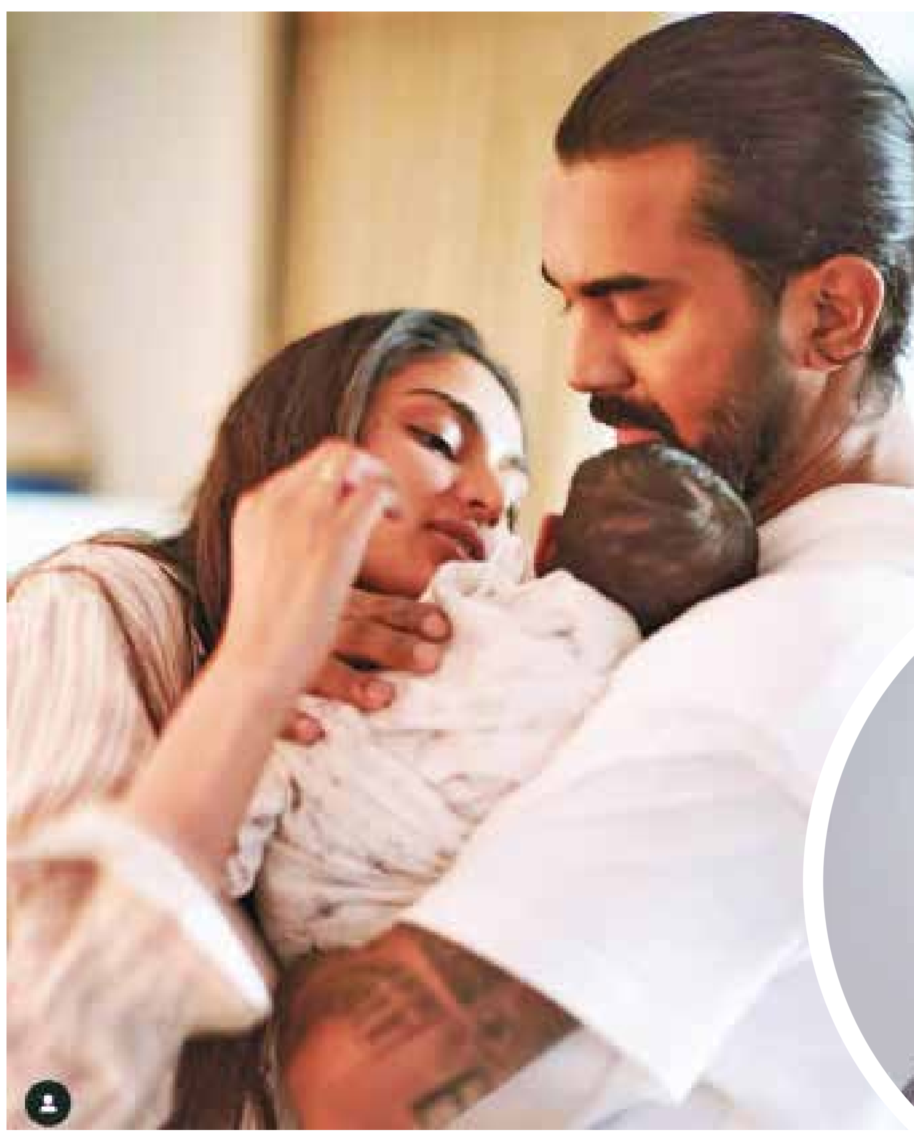

দাদু হয়ে স্বপ্ন পূরণ করবেন সুনীল

সম্প্রতি আথিয়া শেট্টি ও কে এল রাহুল কন্যাসন্তান ইভারাহর গর্বিত মা ও বাবা হয়েছেন। একইসঙ্গে গর্বিত দাদু হয়েছেন সুনীল শেট্টি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মোনা এখন মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটছেন দাদু-দিদিমা হয়ে। সুনীল জানিয়েছেন, এটা অপরিসীম আনন্দের মুহূর্ত এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁরা এ যাবৎ পাননি। সুনীল বলেছেন, 'আমি এখন নাতনির সঙ্গে সেই সব কাজ করব যা আথিয়া আর আমার ছেলে আহানের জন্য করতে পারিনি। তখন আমি সারাদিন শুটিং করতাম। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখাও হত না ভালো করে। ইভারাহ আমার কাছে আথিয়া ২.০।' উল্লেখ্য, সুনীল এখন হেরা ফেরি ৩ নিয়ে ব্যস্ত।

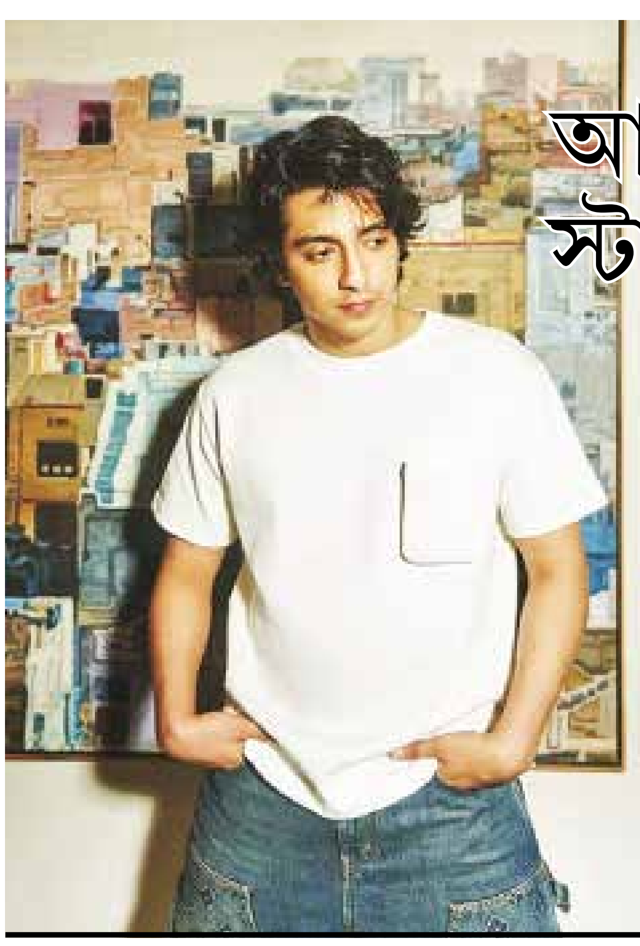

আর এক স্টারকিড

যশ রাজ ফিল্মস তাদের 'সাইয়ারা' ছবিতে আর এক ফিল্ম পরিবারের সদস্যকে লঞ্চ করছে। তাঁর নাম আহান পাণ্ডে, ইনি অনন্যা পাণ্ডের তুতো ভাই, অর্থাৎ চাংকি পাণ্ডের ভাই চিক্কি পাণ্ডের ছেলে। আহান দীর্ঘদিন যশ রাজদের, বলা ভালো আদিত্য চোপড়ার অধীনেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অভিনয়ের। তারপরই তিনি আসছেন পর্দায়, ক্যামেরার সামনে। পরিচালক মোহিত সুরী। ইনি আশিকি ২, এক ভিলেন, আওয়ারাপন ইত্যাদি ছবি করে বিখ্যাত। যশ রাজ তাদের এক্স হ্যান্ডলে মোহিত-যশ রাজের এই মিলিত উদ্যোগের কথা জানিয়েছে।

বাঙালি হচ্ছেন সইফ

দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের চরিত্রে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে। পরিচালক রাহুল ঢোলাকিয়া। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সময়ে প্রথম নির্বাচনী যজ্ঞ পরিচালনা করেন সুকুমার সেন। তাই নিয়েই এই পিরিয়ড ফিল্ম তৈরি হচ্ছে নেটফ্লিক্সের জন্য। সইফ ছাড়া ছবিতে থাকবেন প্রতীক গান্ধি ও দীপক দোবরিয়াল। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে শুটিং হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে প্রথম নির্বাচন হয়। ৪৫০০ আসনে ভোট হয়, ছিল ২০ লক্ষ ইস্পাতের ব্যালট বাক্স। নির্বাচকদের নাম টাইপ করে নির্বাচনকেন্দ্র অনুযায়ী সাজিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্য ১৬৫০০ কর্মী ছ মাসের জন্য নিযুক্ত হন। এইসবই হয় শ্রী সেনের নেতৃত্বে। তিনি প্রথমে সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার কথা জেনে নেহেরু নির্বাচন সামলানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপরই দেন। বর্ধমানের এই ভূমিপুত্র কীভাবে তা করেছিলেন, সে কথাই থাকবে এই ছবিতে।

ধীরে চলো পন্থায় বনশালি

আগামী ইদে বহু প্রতীক্ষিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর মুক্তি হচ্ছে না। পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির স্বপ্নের প্রোজেক্ট এটি। এতে দেখা যাবে হিন্দি ছবির অন্যতম প্রতিভাধর অভিনেতা রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশলকে। ঠিক ছিল ২০২৬ সালের ইদে ছবি মুক্তি পাবে সেই মতো শুটিং ও সঠিক সময়েই শুরু হয়। কিন্তু এখন বনশালি ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ইদে মুক্তি পাবে কন্নড় অভিনেতা যশ-এর টক্সিক। এই সংঘাত এড়াতেই বনশালির এই নতুন পন্থা নেওয়া। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুটিং শেষ হত চলতি বছর নভেম্বরে। এখন নতুন শিডিয়্যুল অনুযায়ী তা শেষ হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। সেক্ষেত্রে ছবির মুক্তি হবে আগামী বছরের মাঝামাঝি। আর একটি কারণও আছে শুটিংয়ে দেরি করার। টাকার সমস্যা হচ্ছে বনশালির। এই পিরিয়ড ফিল্ম তাঁর নিজের টাকায় তৈরি হচ্ছে এবং ঠিকভাবে ছবি তৈরির জন্য তিনি বাজেট নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা করছেন। টাকার ব্যবস্থা করে আবার শুটিং করবেন। তাই ২ মাসের জন্য শুটিং স্থগিত রেখেছেন বনশালি। লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর মুক্তির তারিখ দ্রুত জানা যাবে।

বিয়ের মরশুমে মাথায় হাত

সোনায় ছ্যাঁকা

এখন বিয়ের মরশুম। তিল তিল করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমানো টাকা দিয়ে সোনা কিনতে যাচ্ছে গেরস্ত। কিন্তু মঙ্গলবার সোনার দাম হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে মধ্যবিত্তের। আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**।

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মিতা চট্টোপাধ্যায়ের ওই গানটা মনে পড়ে? ও সোনা রেশমি জোছনায়/ঐ পালকিতে বৌ চলে যায়...। আজকাল রেশমি জোছনায় পালকিতে বৌ যেতে দেখা যায় না। মধ্যবিত্তের বিয়ের আয়োজনে নানা বদল ঘটেছে। বিবাহ এখন আরও ধুমধাম, গ্র্যান্ড। তবে আয়োজনে নানা বদল ঘটলেও একটা ব্যাপারে মধ্যবিত্ত এখনও একরাট্টা। তা হল সোনা।

হলুদ, গোলাপজল, মেহেন্দি আর মিষ্টির গন্ধে ম-ম করছে বাংলার বিয়েবাড়িগুলো। নতুন শাড়ি, তত্ত্বের ডালা সব প্রস্তুত থাকলেও বিয়ের বাজারে একটাই হাহাকার শোনা যাচ্ছে, 'সোনার দামটা হঠাৎ বেড়ে গেল!' এমতাবস্থায় পাত্রী সাজানোর আগে পকেট সামলাতে হচ্ছে গেরস্তকে। সোনার দাম রেকর্ড বৃদ্ধির ফলে চিন্তায় বিক্রেতা থেকে ক্রেতা সকলেই।

সকালে টিভি চালিয়ে 'মিনি হার্ট অ্যাটক' হওয়ার জোগাড় ক্ষুদিরামপল্লির সুমেধা দত্তের। সামনেই মেয়ের বিয়ে। একটু একটু করে সব আয়োজন শেষ। কিন্তু সোনার গয়নায় হাত দিয়ে ইতিমধ্যেই ছ্যাঁকা খেয়েছেন। চিন্তিত স্বরে তিনি বললেন, 'আমাদের তো আগের থেকে কিছু বানানো ছিল না। ভাবলাম বিয়ের আগে একেবারে রেডিমেড কিনব। সকালে দেখালাম সোনার দাম এক লক্ষ টাকা হয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের পক্ষে আর সোনা কেনা সম্ভব নয়।'

বিগত কয়েক মাস ধরেই সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী। তবে মঙ্গলবার সোনার রেকর্ড দাম বৃদ্ধিতে ক্রেতারা হতাশ। বিক্রেতারাও চিন্তিত। বিয়ের মরশুমে সোনার দোকানগুলোতে সকাল থেকে ভিড় দেখা যায়। তবে এবার ছবিটা বদলে গিয়েছে। বেশিরভাগ দোকান ফাঁকা। যাঁরাও বা আসছেন, দাম শুনে চলে যাচ্ছেন। ক্ষুদিরামপল্লির স্বর্ণ ব্যবসায়ী কার্তিক পাল বলছিলেন, 'লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে

সোনার দাম। আমাদের এখন চিন্তার পাহাড় জমেছে। এবার তো বিক্রিবাটা বন্ধ হওয়ার মুখে।'

সামনেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন সৌমিতা দত্ত। কয়েকবছর ধরে টাকা জমিয়ে মেয়ের জন্য একটু একটু করে সোনা কিনছিলেন মা অঞ্জনা দত্ত। এই মাসেই হার কিনবেন ভেবেছিলেন তিনি। এদিন সোনার দাম বৃদ্ধিতে মাথায় হাত পড়ে মা-মেয়ের। অঞ্জনার কথায়, 'খুব একটা বাজেট নেই। ভেবেছিলাম সোনার হার কিনব। তবে এদিন যা দাম দেখছি, তাতে তো হার কেনা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।' এভাবে দাম বাড়তে থাকলে মধ্যবিত্তের কাছে সোনা কেনা দিবাস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি।

অনেকে বিয়ের উপহার হিসেবেও সোনা কেনেন। এমন ক্রেতারাও এবার মুখ ফেরাবেন বলে মনে করছেন বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির ক্ষুদিরামপল্লি-১ লোকাল কমিটির সম্পাদক হরিপদ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'আগে যাঁরা ছয়-সাত হাজার টাকার মধ্যে উপহার দেওয়ার জন্য সোনা কিনতে আসতেন, তাঁদের চিন্তা করতে হত না। ভালো কিছু পেয়ে যেতেন। কিন্তু এখন দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে এই বাজেটে আর সোনা কেনা সম্ভব হবে না। উপহারের তালিকা থেকেও বাদ যাবে সোনা।' গত এক সপ্তাহে দোকানে তেমন ক্রেতা আসেনি বলে আক্ষেপ করছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী মানিক দে।

সোনার দাম বাড়ায় মধ্যবিত্তের ভরসা হয়ে উঠছে কসমেটিক জুয়েলারি। এমনটাই মনে করছেন মনীষা রায়। এই বছরের শেষে তাঁর বিয়ে। সোনার দাম বাড়ায় এখনই মাথায় হাত পড়েছে মনীষার। সামনেই মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তায় বাবা শুভাশিস বসাক। বলছিলেন, 'টিভিতে সোনার দাম বৃদ্ধির নানা কারণ দেখছিলাম। আমরা সাধারণ মানুষ, এতকিছুতো বুঝি না। এখন চিন্তায় ঘুম উড়েছে।' সোনার দাম আদৌ কমবে, এখন সেই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে মধ্যবিত্তের মনে।

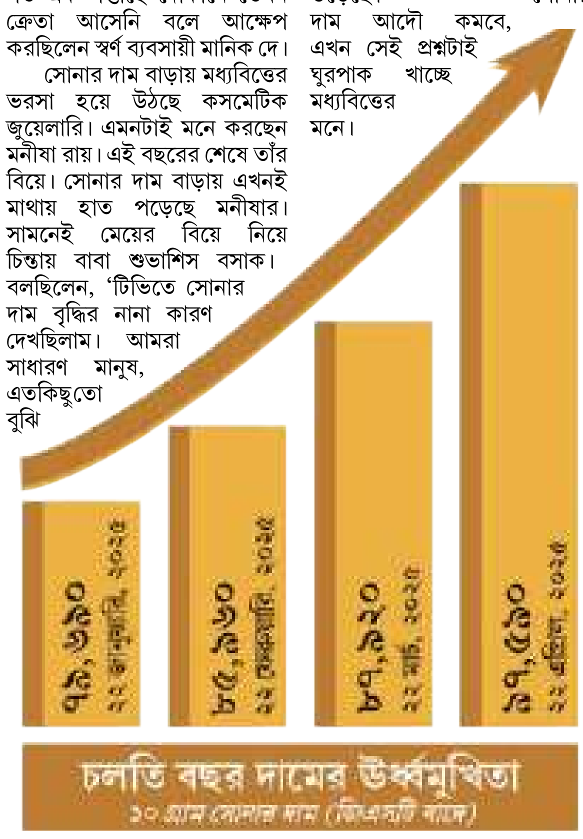

গৌতমের পালটা কর্মসূচি শংকরের

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের মানুষের কাছে চলো অনুষ্ঠানের পালটা 'সরাসরি শংকর' কর্মসূচি শুরু করলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বস্তি এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তিনি। ওয়ার্ডের মানুষের সমস্যা, অভাব অভিযোগের কথা শোনেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক। এদিন কেউ বার্ধক্য ভাতা পান না বলে বিধায়কের কাছে অভিযোগ করেন, তো কেউ পানীয় জলের সমস্যার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন। শংকর সাধারণ মানুষের এইসব সমস্যার কথা নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন। এই কর্মসূচি নিয়ে শংকরের বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনতে গিয়েছিলাম। সমস্যাগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে ধরব।'

দখলমুক্ত হল সংস্থার জমি

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সংস্থার মালিকানাধীন জমি জবরদখলের অভিযোগ ওঠে। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে প্রধাননগর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে দখলমুক্ত করা হল সেই জমি।

মাল্লাগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে সেই জমিতে এক পরিবার বাড়ি বানিয়ে জবরদখল করে বলে অভিযোগ ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নাজির বিবেক রায় জানিয়েছেন, জমির মালিক ওই সংস্থা ২০১০ সালে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করে। ২০১৬ সালে সেই মামলার রায়ে তিনজনকে জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ওই তিনজন জমি ছেড়ে না যাওয়ায় ২০১৭ সালে ফের আদালতে পিটিশন দাখিল করে ওই সংস্থা। বিবেক বলেন, 'পিটিশন দাখিলের পর ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আদালত প্রশাসনের সহযোগিতায় জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেয়।' মঙ্গলবার সকালে পুলিশ ওই জমিতে পৌঁছায়। এরপর ড্রোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়ি।

রাতে মহানন্দা নদীতে জাল ফেলে মরা মাছ ধরা হচ্ছে। মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

মহানন্দায় ভাসছে শয়ে-শয়ে মরা মাছ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা নদীতে শয়ে-শয়ে মানুষের ঢল। কারও হাতে পলিব্যাগ, তো কারও হাতে জার। সকলেই নদীর কালো ঘোলা জলে কিছু একটা খুঁজছেন। কেউ কেউ আবার নদীর জলে টর্চ মেরে দেখার চেষ্টা করছেন। কী হয়েছে, জানতে কাছে যেতেই দেখা গেল প্রত্যেকের থলেতেই রয়েছে মাছ। হঠাৎ নাকি নদীতে শয়ে-শয়ে মরা মাছ ভেসে উঠেছে। সেই মাছ সংগ্রহ করতেই রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছিল তখন। কে কার আগে বেশি মাছ ধরবেন, তা নিয়ে হইচই পড়ে যায় রাত ৯টা নাগাদ। খবর পেয়ে পুলিশ একবার এসেছিল বটে, কিন্তু দূর থেকে ভিড় দেখে পুলিশও ফিরে যায়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, কী কারণে মাছগুলির মৃত্যু হল তা আগে জানতে হবে। কারণ না জেনে এই মরা মাছ খেলে বিপদ হতে পারে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক কৌশিক সরকারের বক্তব্য, 'হঠাৎ কেন মাছগুলি মরে গেল সেটা জানা প্রয়োজন। এভাবে মরা মাছ খেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।' তবে কে শোনে কার কথা! মাছের মৃত্যু নিয়ে অবশ্য পুরনিগম কিছু বলতে পারেনি। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বুধবার সকালেই পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের দল ঘটনাস্থলে যাবে। রাতেও আমরা খোঁজখবর করছি।'

মহানন্দায় এর আগেও একাধিকবার মরা মাছ ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে গরমের সময় এমনটা বেশি হয়। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন নিকাশিনালার জল সরাসরি এসে মহানন্দায় পড়ে। গরমের সময় মহানন্দার জল অনেকটাই শুকিয়ে যায়। ওই সময় নিকাশির জল এসে মিশলে দূষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। এসবের ফলে জলে বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি)-এর ভারসাম্যে তারতম্য হতে শুরু করে। এই সময় জলে বিওডি কমতে শুরু করে। তাতে মাছ সহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী এবং কীটের মৃত্যু হতে পারে। এবারও সেরকমই কিছু হয়েছে কি না সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে। স্থানীয়রা বলছেন, যখন মরা মাছ ভেসে উঠেছিল, তখন নদীর জল কালো এবং ঘোলাটে ছিল।

আবার কেউ মাছ মারার জন্যে রাসায়নিক ব্যবহার করেছে কি না সেই বিষয়টিও দেখা উচিত বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তাই মরা মাছ না খাওয়ারই আবেদন করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রচার করার দাবিও জানানো হয়েছে।

মহানন্দা বাঁচাও কমিটির পক্ষে জ্যোৎস্না আগরওয়ালের বক্তব্য, 'রাজ্যের দূষিত নদীগুলির তালিকায় মহানন্দা রয়েছে। সব নিকাশিনালার জল এখানে এসে মেশে। তাই মাঝে মাঝেই দূষণের মাত্রা বেড়ে যায় এবং মরা মাছ ভেসে ওঠে।' আর পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে দেখা উচিত।' তিনি মনে করেন, মহানন্দাকে বাঁচাতে কোনও উদ্যোগ নেই। তাই এই পরিণতি।

বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে আর সঙ্গী নয় তৃণমূল

ফের 'হাত' ধরবে বামেরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : দু'বছরের মধ্যেই মোহভঙ্গ। বলা ভালো নতুন করে আর 'নাক কাটা' যাক, চাইছে না বামেরা। তাই পুরোনো জোটসঙ্গী কংগ্রেসের হাত ধরাকেই 'কর্তব্য' মনে করছে বামেরা। ফলে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের ১৫টি আসনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবছর ফের বাম-কংগ্রেস জোটের লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল। ইতিমধ্যে আসন সমঝোতাও হয়ে গিয়েছে দুই দলের মধ্যে। নজিরবিহীনভাবে '২৩-এ কংগ্রেসের হাত ছেড়ে তৃণমূলকে সঙ্গী করে বারের লড়াইয়ে নেমেছিল বামেরা। কিন্তু আশানরূপ ফল মেলেনি। যদিও রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে জোট মানতে নারাজ বাম মনোভাপন্ন আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, হয়েছিল সম্মানজনক আসন সমঝোতা।

আগামী ৩০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে রয়েছে বারের নির্বাচন। শেষ নির্বাচনে বারের সভাপতি, সহ সভাপতি, সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান পদে তৃণমূল মনোভাবাপন্ন আইনজীবীরা জয়লাভ করেছিলেন। সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও ৬টি এগজিকিউটিভ কমিটি (ইসি) আসনে কংগ্রেস মনোভাবপন্ন আইনজীবীরা জয়লাভ করেন। তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করে দুটি ইসি আসনে বামেদের অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার ইউনিয়ন (এআইএলইউ) জয়ী হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে জোট করে যে আখেরে তৃণমূলই লাভ ঘরে তুলেছিল এবং ক্ষতি হয়েছে

তাঁদের, ভোটের ফল প্রকাশের দিনই বুঝতে পারছিলেন বাম নেতৃত্ব। ফলে পুরোনো রাস্তায় এবছর হাঁটার সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ফের কংগ্রেসের হাত ধরা বামেদের। কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল সেলের আহ্বায়ক অলকেশ চক্রবর্তী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিপরীতে গিয়ে দুই বছর আগে বামেরা বারের নির্বাচনে তৃণমূলের হাত ধরেছিল। সেবার কোনও ব্যক্তি নিজের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে দলকে প্রভাবিত করেছিল। যা বামেদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও এআইএলইউ একসঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এআইএলইউ-এর তরফে অনিবার্ণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের জোটের কথা ঠিক নয়। শুধু সম্মানজনক আসন সমঝোতা হয়েছিল। তবে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' দু'বছর আগের প্রসঙ্গে তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের নেত্রী সুস্মিতা বসু মৈত্র বলেন, 'তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের যে অলিখিত জোট হয়েছিল তা বারের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য। আদালত ভবন যাতে তৈরি হয়, তা তরান্বিত করা আমাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে শেষ নির্বাচনে সিপিএমের যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলাম।'

> তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের জোটের কথা ঠিক নয়। শুধু সম্মানজনক আসন সমঝোতা হয়েছিল। তবে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।
>
> **অনিবার্ণ ভট্টাচার্য** *অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার ইউনিয়ন*

সাধারণ সম্পাদক, দুটি সহকারী সাধারণ সম্পাদকের, একটি লাইব্রেরিয়ান ও ৬টি ইসি আসনে কংগ্রেস মনোভাপন্নরা প্রার্থী। বাকি সহ সভাপতি, একটি সহকারী সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও ২টি ইসি আসনে লড়বে বামেরা। তৃণমূল ১৫টি আসনেই লড়বে। বিজেপি ১৫টির মধ্যে ১৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

ইসলামপুর কলেজে ডামাডোল চলছেই

১৫ দিনেও গৃহীত হয়নি পদত্যাগপত্র

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২২ এপ্রিল : ১৫ দিন কাটতে চললেও গভর্নিং বডিতে (জিবি) ইসলামপুর কলেজের টিচার ইনচার্জের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। জিবি ও কলেজের অন্দরমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, টিআইসি উজাইর আহমেদকে তাঁর পদ থেকে সরাতে নারাজ কর্তৃপক্ষ। ফলে বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে জিবি 'জল মাপার' কৌশল নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ টিচার্স কাউন্সিল। গোটা ঘটনায় 'নীরব অবস্থান' নিয়েছেন ইসলামপুরের বিধায়ক-পুত্র তথা জিবি'র সভাপতি ইমদাদ চৌধুরী। তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। যদিও জিবি'র অন্যতম সদস্য বিশ্ব মণ্ডল স্পষ্ট বলেন, 'কলেজের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিজেদের মধ্যেই মেটানোর চেষ্টা চলছে। তবে টিআইসি'র পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি।' যাঁকে ঘিরে এত হইচই, সেই টিআইসি'র বক্তব্য, 'পদত্যাগ নিয়ে জিবি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।'

চলতি মাসের শুরুতেই কলেজের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ টিআইসি'র বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এমনকি জিবি'র সভাপতিকেও বিষয়টি জানিয়ে টিআইসিকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে সরব হয়েছিল টিচার্স কাউন্সিল। গত ৮ এপ্রিল টিআইসি'র ঘরে দিনভর শিক্ষকদের অবস্থান চলে। সেদিন অনেক রাতে টিআইসি

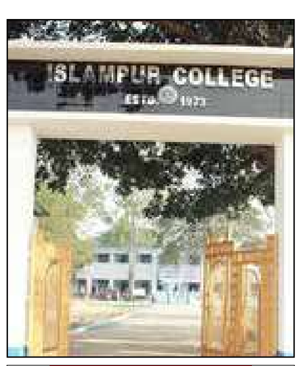

কলেজে জট

- চলতি মাসের শুরুতে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ টিআইসি'র বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন
- ৮ এপ্রিল টিআইসি'র ঘরে দিনভর শিক্ষকদের অবস্থান চলে
- সেদিনই অনেক রাতে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন টিআইসি

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। তারপর ১৫ দিন কাটতে চলল। কিন্তু টিআইসি'র পদত্যাগপত্র নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি জিবি।

আপনার ইস্তফা তো এখনও গৃহীত হয়নি। ফলে বর্তমানে তো আপনিই টিআইসি'র দায়িত্বে রয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উজাইরের মন্তব্য, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কলেজের পঠনপাঠন, আধুনিকীকরণ সহ কলেজের শৃঙ্খলার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমার পদত্যাগপত্র নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জিবি নেবে। ওই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

জিবি'র সদস্য বিশ্বর যুক্তি, 'আজ একজনকে সরাব, ছয় মাস পর নতুন টিআইসি'র বিরুদ্ধে যে শিক্ষকরা সরব হবেন না, তার গ্যারান্টি কোথায়? তাছাড়া বর্তমান টিআইসি'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। কেউ তা প্রমাণ করতে পারলে মুহূর্তে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

তাহলে টিআইসি কি উজাইরই থাকছেন? উত্তরে বিশ্বর মন্তব্য, 'আপাতত তিনিই পদে থাকছেন। বিশেষ কিছু কারণে জিবি'র বৈঠক ডাকা হচ্ছে না। কারণ আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। তদন্ত শেষে জিবি'র বৈঠক ডেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অভিজিৎ দত্তর প্রতিক্রিয়া, 'টিআইসি'র পদত্যাগ গৃহীত বা প্রত্যাখ্যান হবে কি না, সেবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র জিবি'র রয়েছে। তবে জিবি টিআইসি ইস্যুতে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করায় অচলাবস্থা ও জটিলতা বাড়ছে। কলেজের পঠনপাঠনের স্বার্থে দ্রুত সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।'

অপহরণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : অপহরণ নাকি অন্যকিছু? এখনও জানা যায়নি। তবে মঙ্গলবার নিখোঁজ তরুণীর পরিবার সাংবাদিক বৈঠক করে মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই মেয়েটির মা শিলিগুড়ি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই তরুণী গত ১৩ এপ্রিল কলেজের কিছু কাজ সারতে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকে আর তরুণীকে পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের অভিযোগ, তাঁর এলাকারই এক তরুণ মেয়েকে অপহরণ করেছে। ওই তরুণও গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ। দুজনের ফোন সুইচড অফ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধরিত্রী দিবসে বিজ্ঞানকেন্দ্রে চর্চায় হাতি

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : খুব চেনা পাখি। কিন্তু ডাক শুনে চিনতেই পারছে না পড়ুয়ারা। শেষে মাত্র একটি ছেলেই উত্তর দিতে পারল। শালিক। তবে বক্সে গাধার ডাক যখন শোনানো হল, তখন সব হাত একসঙ্গে উঠল। যদিও পরিবেশগত কিছু বেসিক আইন সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হল, তখন একটা-দুটো হাতই দেখা গেল। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। সেখানে বিষয় ছিল পরিবেশ।

এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে অর্থাৎ বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান হিসেবে শামিল হন এসজেডিএ'র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ে। স্কুল পড়ুয়াদের তিনি বাড়ির খালি জায়গা কিংবা ব্যালকনিতে গাছ লাগানোর পরামর্শ দিলেন।

বিজ্ঞানকেন্দ্রে গাছ লাগান অর্চনা। তাঁর মতোই বৃক্ষরোপণে শামিল হয় পড়ুয়ারা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতি ঢুকে পড়ার ঘটনা এদিন এখানে উপস্থিত চারটি স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তাদের এ নিয়ে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ।

কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এল হাতিটা? কেনই বা জঙ্গল ছেড়ে বারবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে মাহুত? প্রশ্নগুলি নিয়ে রীতিমতো চর্চা করেছে পড়ুয়ারা। বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, হাতির বাসস্থানে বাড়ছে মানুষের আনাগোনা। হাতির লোকালয়ে চলে আসার পিছনে এমনই সব কারণ 'আবিষ্কার' করেছে খুদেরা।

এবছর ধরিত্রী দিবসের থিম ছিল, 'আওয়ার পাওয়ার, আওয়ার প্ল্যানেট।' এই থিমকে সামনে রেখে এদিন স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতা হয় বিজ্ঞানকেন্দ্রে। 'কুল হিট রেভোলিউশন', 'শ্যাটার দ্য চেন', 'স্টপ পলিউশন' এমনই সব স্লোগান লেখে পড়ুয়ারা। প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অর্চনা।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বলেন, 'পড়ুয়ারা নিজের হাতে বিজ্ঞানকেন্দ্রে গাছ লাগিয়েছে। আমরা বিশ্বায়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছি পড়ুয়াদের সামনে। পড়ুয়াদের বলেছি, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করার জন্য।' অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ পড়ুয়া অংশ নেয়।

অন্যদিকে, এদিন ওয়ার্ল্ড 'আর্থ ডে' উপলক্ষ্যে একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে এক অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল' গানের মাধ্যমে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে পড়ুয়ারা। পাশাপাশি নাচ, গান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মডেল তৈরির একাধিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত সহ অন্যরা।

টিউলিপের মরশুমে বহু পর্যটকই এখন কাশ্মীরে। -ফাইলচিত্র

হামলায় পর্যটনের গোড়ায় ঘা

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : কাশ্মীর সম্পর্কে বলা হয়, যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তবে তা এইখানে। স্বভাবতই ভূস্বর্গের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণে প্রতি বছর ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। কাশ্মীরিরা বলেন, সেখানে ঘুরতে যাওয়ার সবথেকে জুতসই সময় হল এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। বসন্তকাল থেকে শুরু করে শরৎ অবধি এখানে আবহাওয়া থাকে মনোরম। প্রকৃতি থাকে নয়নাভিরাম। আর এবছর পর্যটন মরশুমের শুরুতেই এমন জঙ্গি হামলার ফলে তো পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ভরসাই থাকবে না। এদেশের তো বটেই, বিদেশের পর্যটকরাও কি আর আসবেন? এপ্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে পহলগাম সহ গোটা ভূস্বর্গের আনাচে-কানাচে।

কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর এমন জঙ্গি হামলার ঘটনা কিন্তু নতুন কিছু নয়। কখনও ২০০০ সালের অগাস্টে, কখনও ২০০১ সালের জুলাইয়ে অমরনাথের উদ্দেশে রওনা দেওয়া তীর্থযাত্রীদের টার্গেট করেছে জঙ্গিরা। ২০১৭ সালে জঙ্গি হামলায় অমরনাথগামী ৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পর্যটকদের ওপর বড়সড়ো হামলার শেষ ঘটনা বলতে সেটাই। তারপরেও অবশ্য পুলওয়ামার মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রায় ৮ বছর ধরে পর্যটকদের কোনও বিপত্তি না ঘটায় একটা ভরসার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কেবল ২৭ জন পর্যটকই নয়, এদিনের জঙ্গি হামলায় যেন সেই বিশ্বাসটারই মৃত্যু হল। বলছেন পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত থাকা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। রাতে এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা মিছিল করে হামলার প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, পর্যটকদের ওপর হামলার পর শোকে এদিন আর কেউ মুখে কিছু তুলতে পারেননি।

কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেনারেল সেক্রেটারি ফিয়াজ বক্সী সেই হামলার পরেই মন্তব্য করেছেন, 'এটা এখানকার পর্যটনশিল্পের ওপর সরাসরি আঘাত। এই হামলার লক্ষ্যই হল বাইরের লোকজনের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে একটা আতঙ্ক তৈরি করা। আর তিলে তিলে আমরা কাশ্মীরের যে নিরাপদ ও অতিথিপরায়ণ ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলাম, তা একেবারে নষ্ট করে দিল।'

এদিনের হামলার পরপরই পহলগামের রাস্তা শুনসান হয়ে গিয়েছে। যেসব পর্যটক সেখানে রয়েছেন, তাঁরা আতঙ্কিত। ফিরে আসার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। পরিস্থিতির চাপে বিমানভাড়া চড়চড় করে বাড়ছে। মঙ্গলবার রাতে শ্রীনগর থেকে দিল্লিগামী বিমানের ভাড়ার অঙ্ক পেরিয়ে গিয়েছে ২০,০০০ টাকা। শ্রীনগর থেকে কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া এখন শুরুই হচ্ছে ৩৩ হাজার থেকে। কোনও উড়ানের টিকিটের দাম ৮১ হাজার টাকা অবধি পৌঁছেছে।

পরিস্থিতি সামলাতে সেখানকার ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। অতিরিক্ত বিমানের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তাও প্রার্থনা করা হয়েছে।

কাশ্মীর হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গওহর মকবুল বলেন, 'আটকে পড়া পর্যটকদের কাছে তাঁদের পরিজনদের একের পর এক ফোন আসছে। সবাই উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। কেউ কেউ ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু রাস্তা বন্ধ, আর বিমানভাড়াও তো নাগালের বাইরে। তাঁরা অসহায়।'

পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, এদিনের ঘটনার আগে পর্যন্ত এবছর রেকর্ড সংখ্যক পর্যটকের ভিড় হয়েছিল কাশ্মীরে। প্রতিদিন সড়কপথে ও আকাশপথে হাজার দশেক পর্যটক আসছিলেন। কিন্তু এদিনের ঘটনার পর থেকেই একের পর এক টিকিট বাতিল শুরু হয়েছে। জানিয়েছে গুলমার্গের একটি নামী হোটেল কর্তৃপক্ষ।

কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেনারেল সেক্রেটারি ফিয়াজের আক্ষেপ, 'আমরা এতদিন ধরে কাশ্মীরের যে পর্যটকবান্ধব ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলাম, এক মুহূর্তে তা গুঁড়িয়ে গেল। এই ধাক্কা সামলাতে আবার আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।'

প্রতারণার শিকার শিক্ষক

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : মোবাইল চুরির জেরে এক শিক্ষক প্রায় দুই লক্ষ টাকা খোয়ালেন। কিশনগঞ্জ শহরের দে আশালতা আপগ্রেড মিডল স্কুলের শিক্ষক রাজারাম পোদ্দার গত শুক্রবার স্থানীয় দে মার্কেটের সবজি বাজারে গিয়েছিলেন। সেই সময় কেউ তাঁর জামার পকেট থেকে মোবাইল ফোনটি তুলে নেয় বলে অভিযোগ। পরে নতুন মোবাইল কিনে অ্যাপ খতিয়ে ওই শিক্ষক জানতে পারেন, চুরি যাওয়া মোবাইলে ওই অ্যাপটি ব্যবহার করে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

গোটা বিষয়টি জানিয়ে রাজারাম শনিবার কিশনগঞ্জ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ জেলার টেরাগছ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রামে সোমবার একসঙ্গে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়। গ্রামের কাছে ফতেপুরগামী রাস্তায় তাঁদের বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দ্রুতগামী একটি ট্রাকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহম্মদ সারিক আলম (২০) ও মহম্মদ রকিব আলম (২১) নামে দুই বন্ধুর। পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে। তবে ট্রাকচালক পলাতক। চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত শেষে দুই বন্ধুর মৃতদেহ গ্রামে আনার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে দুজনের পরিবার।

যানজটই

প্রথম পাতার পর

'আলোচনা ডাকা হয়েছিল, কিন্তু আমরা যাইনি। স্ট্যান্ড সরানো নিয়ে কোনও আলোচনায় আমরা যাব না।' তবে হাল ছাড়তে নারাজ মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলছেন, 'জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ওদের সঙ্গেও তো কিছুদিন আগে বসলাম। পুরো প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে বলেছি।'

শহরবাসীকে যানজটের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে বিস্তর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসক। কিন্তু তার বাস্তবায়ন ঘটছে না। তাই সময়ের সঙ্গে প্রশাসনের ওপর আস্থা যেমন হারিয়েছেন শহরবাসী, তেমনই যানজটে সময় নষ্টকে ভবিতব্য মেনে নিয়েছেন তাঁরা। যানজট দূর করতে বাম জমানায় বড় বাসগুলিকে মাটিগাড়ার পরিবহণনগরীতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে কয়েকটি বাস সেখান থেকে ছাড়লেও এখন ক'টা বাস সেখানে থাকে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মাল্লাগুড়িতেও বামেদের পর তৃণমূলের রাজত্বকালে বাস টার্মিনাস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবের মুখ দেখেনি।

তিনবাত্তি এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল বাস টার্মিনাস। কিন্তু তিন মাস আগে উদ্বোধন হলেও, সেখান থেকে এখনও বেসরকারি মিনিবাসের চাকা গড়াচ্ছে না। মিনিবাস মালিকদের যুক্তি, তিনবাত্তি হয়ে নৌকাঘাট, শিবমন্দির হয়ে চলাচল করলে তাঁদের যেমন আয় কমবে, তেমনই কোর্ট মোড় থেকে তিনবাত্তি অনেকটা দূরে হওয়ায় সময় ও অর্থ খরচের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে সাধারণ মানুষকে।

কিন্তু প্রতিদিন যানজটে আটকে থাকার জন্য প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষই। প্রধাননগরের একটি নার্সিংহোমের কর্মী দেশবন্ধুপাড়ার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, 'হাসমি চকে পৌঁছেই আটকে যেতে হয়। এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায় প্রধাননগর পৌঁছাতে। জানি না এই যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি মিলবে।' তিনবাত্তি টার্মিনাসে তালা ঝোলা প্রসঙ্গে সূর্যনগরের সঞ্জীব গুহ বলছেন, 'এখন জানতে পারছি তিনবাত্তিতে যাবেন না মিনিবাস মালিকরা। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান সূত্র বের না করেই কী বাস টার্মিনাস গড়ে তোলা হয়েছে? তাই যদি হয়, তবে অর্থ অপচয়ের দায় নেওয়া উচিত প্রশাসনিক কর্তাদের। অন্যথায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। যানজট থেকে আমরা মুক্তি চাই।'

আমরা শেষ দেখে ছাড়ব

মৌমিতা পাল
(চাকরিহারা শিক্ষিকা)

আমাদের সঙ্গে সবাই রয়েছে। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার থেকে শুরু করে এলাকার পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ, শহরের অসংখ্য মানুষ, সকলে আমাদের পাশে রয়েছেন। কেউ আমাদের জন্য খাবার এনে দিচ্ছেন, কেউ জল দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আবার শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাঁদের দেখেই আমাদের মনোবল বাড়ছে।

আমি তো আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশজন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জয়দীপ সরকারের মতো আরও অনেকেই রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এসেছেন। কলকাতার তাপমাত্রা আলিপুরদুয়ারের থেকে অনেকটা বেশি। এই গরমের মধ্যেই দিনের বেলা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক বিছিয়ে আমরা বসে রয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকের ডিহাইড্রেশন হয়ে যাচ্ছে।

এই আন্দোলনের জন্য রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঐক্য মঞ্চের তরফে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ কর্মসূচি ছিল। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনে শামিল হয়েছি। প্রথমে আমাদের খাবারের সমস্যা ছিল। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা দুপুরে খিচুড়ি দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের আন্দোলনে অনেক প্রবীণ শিক্ষকও অংশ নিয়েছেন। এদিন চাকরিহারাদের মধ্যে একজন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

তীব্র গরমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্বস্তি পেতে মাঝে মাঝে আমরা ফ্লাইওভারের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। আচার্য ভবনের সবক'টি গেটের সামনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন। এই গরমে আমরা দু'দিন ধরে স্নান করিনি।

মৌমিতা পাল

টানা এক ঘণ্টার জন্য দুই চোখের পাতা এক করিনি। আমরা একটু অসতর্ক হলেই পর্ষদ সভাপতি চলে যেতে পারেন। তাই সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে।

আন্দোলনের স্লোগান দিতে দিতে গলা বসে গিয়েছে। পানীয় জল অনেকেই দিয়েছেন। তবে সমস্যা হচ্ছে শৌচালয় নিয়ে। সোমবার রাতে সংলগ্ন এলাকার একটি সুলভ শৌচালয় আমরা ব্যবহার করেছি। তবে রাতে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন মহিলারা কাছাকাছি একটি পেট্রোল পাম্পের শৌচালয়ে যেতে পেরেছেন। প্রশাসনের কাছে বায়োটয়লেটের আবেদন করা হয়েছিল। তবে ওরা তা দেয়নি।

মঙ্গলবার আমার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। ভেবেছিলাম তার মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তবে পর্ষদ বা সরকার আমাদের দাবি না মানায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্রেনের টিকিট বাতিল করেছি। যত কষ্টই হোক, আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

অনুলিখন : প্রণব সূত্রধর

১৪০ দিন বন্ধ

প্রথম পাতার পর

করেছে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সবকিছু নিয়মমাফিক চললে ১৪০ দিন ধরে সংস্কারের পর সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আবার যানবাহন চলাচলে অনুমতি দেবে প্রশাসন।

বর্ষায় সেবক হয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ মাঝে মাঝেই থমকে যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা ধসের কারণে। সেই সময় বিকল্প পথ হিসেবে সমস্তরকম যানবাহন ওদলাবাড়ি-গজলডোবা হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করে। এবারের বর্ষায় সেবকে একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ডুয়ার্স থেকে আরও ঘুরে দোমোহনি-ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়িকে বাইপাস করে শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে হবে। যাতায়াতের সময় ও খরচ দুই-ই বাড়বে তাতে।

গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল বলেন, 'সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদেরও সমস্যা হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু তিস্তা ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কারের কারণে আমরা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।' এদিন প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস। সেতু সংস্কারের কাজে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তরফে যাতে কোনওরকম গড়িমসি না হয় সেই দাবিও তুলে ধরেন তিনি। সেতু সংস্কারের জন্য কয়েকমাসের জন্য এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হচ্ছে বলে ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিব্যেন্দু দেব জানান।

তিস্তা ব্যারেজের একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কয়েক দশকের পুরোনো সেতুটি বহু বছর ধরে সংস্কার করা হয়নি। তাছাড়া ২০২৩-এ সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর সেতুতে তিস্তার জলের প্রবল স্রোতের ধাক্কা লেগেছিল। সেতুর পিচের প্রলেপের নীচে লোহার পুরু আস্তরণ রয়েছে। যখন সেতু তৈরি হয় তখন এত যানবাহন ছিল না। এখন যানবাহনের চাপ বাড়ছে। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পুরো সেতুটির ওপরের পিচের পুরু আস্তরণ তুলে ফেলে ডেক সংস্কারের কাজ করা হবে।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এদিন ওই রুটে চলা সমস্ত ধরনের পরিবহণের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে ১৪০ দিন সেতুর ওপর রাস্তা বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, ব্রিজের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলাচল করা যাবে। পুলিশ সর্বত্র ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে। সেতুর রাস্তা সংস্কারের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রঞ্জন শীলশর্মার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

রঞ্জনের বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসে যান।

বিষয়টি নিয়ে সমিতির দার্জিলিং (সমতল) জেলা সভাপতি অবর্ণা দাস দত্ত বলেন, 'বারেবারে বিদ্যালয় পরিদর্শক, চেয়ারম্যানের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে উনি খবরের শিরোনামে এসেছেন। ভবিষ্যতে যদি রঞ্জন শীলশর্মা এমন কাজ আবার করেন, সেক্ষেত্রে যাতে চেয়ারম্যান পুলিশের দ্বারস্থ হন, সেই পরামর্শ দেব। যেভাবে দাদাগিরি করা হল, তার বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন। এই আন্দোলন তৃণমূলের বিরুদ্ধে নয়।' অবর্ণার সংযোজন, 'চেয়ারম্যান যখনই অনৈতিক কাজকর্মে সহমত প্রকাশ করেন না, তখনই রঞ্জন শীলশর্মা এমন ঘটনা ঘটান। আমাদের আন্দোলনে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে না।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জুনিয়ার হাইস্কুলে অনৈতিকভাবে বদলি করার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রঞ্জনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে সোমবার চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করা হয়েছিল। পাশাপাশি অভিযোগ তোলা হয়, এক শিক্ষককে দু'বার নিয়মবহির্ভূতভাবে 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মাদার স্কুল থেকে কোনও শিক্ষককে অ্যাটাচমেন্ট বদলি সাময়িকভাবে করা যায়। মাদার স্কুল থেকে তাঁর বেতন হবে। তবে তিনি পড়াবেন বদলি হওয়া স্কুলে। তারপর বদলি করা স্কুল থেকে তাঁকে মাদার স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু খড়িবাড়ি সার্কেলের এক শিক্ষককে বদলি করা স্কুল থেকে ফের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রঞ্জন বলেন, 'আমি কোনও সময়ই তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য নই। সরকারের ভালো কাজ হলে প্রশংসা করি, খারাপ হলে প্রতিবাদ করি। তাই পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির উচিত, আমার নামে ধিক্কার স্লোগান না দিয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিক। কেননা, চেয়ারম্যান অনৈতিক কাজ করছেন। অথচ মিছিল বের করে তৃণমূলের নাম খারাপ করা হচ্ছে।'

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন তিন শিল্পপতি

বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে পেরুতে অর্থমন্ত্রী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরের 'চাষ-কথা' এবার সুদূর পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকায় দেশটিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এখানকার স্বর্ণশিল্পের হালহকিকত। দুই দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ২৬-৩০ এপ্রিল পেরু সফর করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর তাঁর সঙ্গী হয়েই দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখতে চলেছেন উত্তরের তিন বাঙালি শিল্পপতি মান্না চৌধুরী, বিপ্লব ঘোষ ও বিশাল ঘোষ।

জানা গিয়েছে, সফরকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনায় বসবেন পেরুর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পরিদর্শন করবেন পেরুর রাজধানী লিমার কয়েকটি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে।

ভারতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আলুর চাষ হলেও পেরুতে বছরের প্রতিটি ঋতুতেই তা হয়ে থাকে। অবশ্য তা গ্রিনহাউসের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় কথা, পেরু একমাত্র দেশ, যেখানে আলুর প্রতিটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং তা সংরক্ষিত থাকে। পটেটো চিপস তৈরির ক্ষেত্রেও পেরু টেক্কা দিয়েছে একাধিক দেশকে। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে এখানে যেতে পারার সুযোগ মেলায় যারপরনাই খুশি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট আলু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মান্না চৌধুরী।

তিনি বলছেন, 'মূলত চাষ পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শিখতে যাচ্ছি। কিন্তু সুযোগ যখন মিলছে, তখন আমাদের এখানকার আলু চাষের পদ্ধতিও তুলে ধরব।' উত্তরবঙ্গে পটেটো চিপস হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মান্নার বক্তব্য, 'পেরুর শিক্ষা এখানকার হাব তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

তবে কীভাবে এখানকার জুয়েলারিশিল্প পেরুর বাজার ধরতে পারে, সেই চেষ্টা থাকবে স্বর্ণশিল্পপতি বিপ্লব ও বিশালের। বিপ্লবের কথায়, 'স্বর্ণশিল্পের ক্ষেত্রে পেরু অনেক এগিয়ে। কিন্তু ডিজাইনিং জুয়েলারির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রগণ্য। যে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে ভারতীয় ডিজাইনিং জুয়েলারির যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই কীভাবে সেখানকার বাজার আরও ভালোভাবে ধরা যায়, সেই চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে।' রপ্তানিতে নজর রয়েছে বিশালেরও। তিনি বলছেন, 'অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেরু অনেক উন্নত। ফলে সেখানকার সঙ্গে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, তবে আমরাও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উন্নত হব। বাণিজ্যের পরিধি যত বাড়বে, ততই কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে।'

এই সফরে সুযোগ মিলেছিল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারনম্যান সঞ্জিত সাহার। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার জন্য পেরুর বিমানে ওঠা হচ্ছে না তাঁর।

জঙ্গি হানায়

প্রথম পাতার পর

যিনি সেনা আধিকারিকদের উদ্দেশে বলছিলেন, 'আমার স্বামী, পুত্রকে বাঁচান। ওদের খুঁজে পাচ্ছি না।' ওই মহিলা অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দা না পর্যটক, তা বোঝা যায়নি। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ওই মহিলা স্বামীর সঙ্গে ভেলপুরি খাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েকজন বন্দুকবাজ তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় পহলগাম। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার কয়েকজন পর্যটক ট্রেকিং করছিলেন। অনেকে বসে ছিলেন খোলা জায়গায়। সেই সময় হামলা চলে। পর্যটকদের ভিড়ে মিশে ছিল জঙ্গিরা। মণীশ নামে একজন পর্যটক জানিয়েছেন, বেছে বেছে পর্যটকদের খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা স্থানীয়দের আক্রমণ করেনি। মুখ ও পোশাক দেখে বুঝে নিচ্ছিল কারা পর্যটক। অনেকের পরিচয়পত্রও পরীক্ষা করেছে।'

তাঁর কথায়, গুলি চলেছে প্রায় ৫ মিনিট ধরে। পরে স্থানীয়রাই আহতদের শুশ্রূষা করেন ও হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের কথায়, অন্তত ৪০ জন পর্যটক আক্রান্ত হয়েছিলেন। জুলাইয়ে অমরনাথ যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগে পহলগামে জঙ্গি হামলার উদ্বেগ বেড়েছে। ঘটনার পরে এলাকা ঘিরে বিশাল নিরাপত্তাবাহিনী চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ভাষায়, হামলাটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম ভয়াবহ। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)-র প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেন, 'এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।' বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দোষীদের শাস্তি যেন অবশ্যই হয়।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই হামলাকে 'মানবতার কলঙ্ক' বলে মন্তব্য করেন। নিন্দা করেন রাহুল গান্ধিও।

মেলার মাঠে জুয়ার আসর

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : চম্পাসারিতে মেলার আড়ালে ডাইস দিয়ে চলছে জুয়া খেলা। উত্তরবঙ্গ সংবাদের থেকে সেকথা জানতে পেরে মঙ্গলবার রাতে সেখানে অভিযান চালাল প্রধাননগর থানার পুলিশ। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশকে দেখে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রবিবার থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। মেলায় সেই জুয়া খেলার আসরে সন্ধ্যার পর থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের বক্তব্য, 'মেলার ভিতরে কী হচ্ছে, সেটা তো জানি না। আমি তো জানি, খেলার সমাগ্রী নিয়ে আসা হয়েছে।' ২৫ বৈশাখ অবধি এই মেলা চলার কথা। এদিকে, এ ব্যাপারে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারপরই মেলার মাঠে যায় পুলিশ।

শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় মেলার আড়ালে জুয়ার আসরের এই প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। মূলত বোর্ড বসিয়ে ডাইস দিয়ে এই খেলা হয়ে থাকে। রবিবার চম্পাসারির সেই মেলা শুরুর পর থেকেই এই জুয়া খেলা শুরু হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেলায় আসা সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জলি দাসের কথায়, 'প্রশাসনের উচিত মেলাগুলোতে কড়া নজর দেওয়া।'

ওরা তিনজন

প্রথম পাতার পর

দুপুরে আমাদের হোটেলের কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করছিলাম। হঠাৎ শুভমের ফোন। জানাল, বৈসরণে পর্যটকদের ওপর হামলা করেছে জঙ্গিরা। অনেকে মারা গিয়েছে। আমরা যেন এখনই হোটেলে ফিরি। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হোটেলের দিকে ছুটলাম সকলে।

তারপর থেকেই হোটেলে বন্দি। জানলা দিয়ে দেখলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকাটার চেহারা কেমন বদলে গেল। আগে যেখানে কয়েকশো মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই জায়গাটা শুনসান। শুধু ভারী বুটের শব্দ তুলে টহল দিচ্ছেন উর্দি পরা জওয়ানরা।

হোটেলে ফেরার পর এখানকার কর্মীরা আমাদের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন। কোনওকিছু লাগলে ওঁরাই এনে দিচ্ছেন। যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি ওঁদের থেকে। কেন যে এখানে জঙ্গি হামলা হয়, বুঝতে পারি না। আগামীকালই শ্রীনগর থেকে বিমানে ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু কী করে ফিরব, আপাতত সেই চিন্তায় রয়েছি সকলে।

তালিকা-জট কাটল না

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ চলাকালীন সুচিত্রা মল্লিক নামে চাকরিহারা এক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র একজন করে চাকরিহারা অসুস্থ বলেও খবর। রাতে অনশন মঞ্চে যান সিপিএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁকে দেখেই 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন চাকরিহারারা। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন মিনাক্ষী।

এই আন্দোলনের পিছনে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দুপুরেই অভিযোগ করেছেন। মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, 'আমি কলকাতায় থাকলে হয়তো এক সেকেন্ডে সমস্যার সমাধান করে দিতাম। কাল সন্ধ্যা থেকে ১০ বার আমি ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দু'একজন অনড় মনোভাব নিয়ে রেখেছেন। আর কে যোগ্য, কে অযোগ্য আপনার দেখার তো দরকার নেই। আপনার চাকরি করা ও মাইনে পাওয়া দরকার। আপনি সেটা নিয়ে ভাবুন। বাকিটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। যাঁরা কষ্ট করে বসে আছেন, এই গরমে কেন বসে আছেন? আপনারা স্কুলে যান। সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের চাকরি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা তো রিভিউ পিটিশন করেছি। আমরা বলছি আপনারা মাইনে পাবেন। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। দরকারে আবার রিভিউ করব।' এই আন্দোলনের পিছনে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা চাকরি খেয়েছেন, তাঁদের ওপর ভরসা করবেন না। যাঁরা চাকরি দিয়েছেন, যাঁরা আগামীতে চাকরি দেবেন, তাঁদের ওপর ভরসা করুন। আমরা আইনের পথেই উপায় বের করব। আমি তো চাইব না আমাদের রাজ্যে বেকার বাড়ুক। রাজনীতি করতে গেলে দানবিক নয়, মানবিক মুখের বেশি প্রয়োজন। এরা কারা, যারা চাকরি খেয়ে নেয়? একবারও এদের পরিবারের কথা মনে পড়ে না? মাইনে কিন্তু সরকার দেবে। যারা আপনাদের উসকাচ্ছে, তারা দেবে না।' যদিও আচার্য ভবনের সামনে থাকা চাকরিহারারা জানিয়েছেন, কেউ উসকাচ্ছে বলে তাঁদের মনে হচ্ছে না।

এদিন বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে ব্রাত্য বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য কোনও তালিকা এখনই প্রকাশ করা যাবে না। আইনি পরামর্শ মেনেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এরকম কোনও নির্দেশ দেয়নি। আমরা তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে। আমরা আইনি পথেই এগোচ্ছি। আমাদের সদিচ্ছা রয়েছে বলেই আমরা কাউকে টার্মিনেশন লেটার দিইনি। রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের পাশে ছিল ও থাকবে।' তবে চাকরিহারাদের এই আন্দোলন নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের কেউ কেউ টাকা খেয়ে দুর্নীতি করেছে। এর দায় মুখ্যমন্ত্রীর। আজই এসএসসি দপ্তরের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠেছে। তাই আমরা বলছি, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।'

এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। জল ও বায়োটয়লেট সঙ্গে নিয়ে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ কাকভোরে এসএসসি দপ্তরের সামনে পৌঁছে যান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকালে সেখানে শুকনো খাবার নিয়ে যান। প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রী ও ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের চিকিৎসকরা সেখানে যান। এরই মধ্যে এই আন্দোলনকে ঘিরে বামেদের কয়েকটি সংগঠনের বিরুদ্ধে আরজি কর আন্দোলনের ধাঁচে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। যদিও তারা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ইউপিএসসিতে জোড়া সাফল্য পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। দার্জিলিংয়ের দুই কন্যা প্রতিভা লামা ও জোজিলা দোলকার ভুটিয়া যথাক্রমে ৪৬১ ও ৭৬৫ র‍্যাংক করেছেন। গত বছর দার্জিলিং শহর থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৫২ র‍্যাংক করেছিলেন ২৫ বছর বয়সি জয়শ্রী প্রধান। পাহাড় থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফলদের তালিকায় ঢুকতে পেরে প্রতিভা ও জোজিলা খুব খুশি। জিটিএ'র মুখ্য আধিকারিক এসপি শর্মা বলেন, 'দুজনের সাফল্যে আমরাও গর্বিত।'

এই দুই কন্যাকে নিয়ে খুশির হাওয়া পাহাড়জুড়ে। জোজিলা ২০১৮ সালে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউ বিভাগে কর্মরত। ডব্লিউবিসিএসের পর ইউপিএসসিতেও সফল হওয়ার লক্ষ্যে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দার্জিলিংয়ের মেরি ভিলা এলাকার বাসিন্দা জোজিলা। তাঁর বাবা হিসে তেনডুপ ভুটিয়া দার্জিলিংয়ের এআরটিও পদে রয়েছেন। মেয়ের এই সাফল্যে তিনি বললেন, 'ছোট থেকেই বরাবর ভালো ফলাফল করেছে। ওর স্বপ্নপূরণে আমরা খুবই খুশি।' মেয়ের এই সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত জোজিলার মা অঞ্জনা ছেত্রী ভুটিয়া।

জোজিলা ও প্রতিভা।

২০১১ সালে দার্জিলিংয়ের লরেটো কনভেন্ট থেকে আইসিএসই দশম শ্রেণি পাশ করেন। ২০১৩ সালে সেন্ট জোসেফ মাটিগাড়া থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করার পর দিল্লির মিরিন্ডা হাউস কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হয়েছেন। অন্যদিকে, জোজিলার পাশাপাশি প্রতিভাও ছোট থেকে বেশ মেধাবী। তাঁর পরিজন মহল উচ্ছ্বাসে ভাসছে।

গড়াপেটার অভিযোগ টিম দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটা হতে পারে।

কিছুদিন আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে লিখিতভাবে সাবধান করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী নাকি আইপিএলে গড়াপেটা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার হতে পারে নয়, সরাসরি ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ!

‘লখনউয়ের কাছে ইচ্ছে করে হেরেছে রাজস্থান’

দাবি, লখনউ সুপার জায়েন্টস-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউয়ের কাছে হেরেছে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান। উত্তেজক দ্বৈরথে জেতা ম্যাচ ২ রানে হারে রাজস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল দুরন্ত শুরু করার পরও জয় হাতছাড়া।

রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির এক সদস্যের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবেই ম্যাচ ছেড়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে। তদন্ত হওয়া উচিত। অতীতেও রাজস্থান রয়্যালস দলকে ঘিরে গড়াপেটার শিকড় ছড়িয়েছিল আইপিএলে। দলের একাধিক প্লেয়ার নির্বাসিত হয়।

অতীত আশঙ্কা উসকে দিয়ে অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক জয়দীপ বিহানি এই মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, ‘৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।’

> ৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।
>
> **জয়দীপ বিহানি**
> *রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির সদস্য*

শেষ ওভারে ক্রিজে ছিলেন সিমরন হেটমেয়ার ও ধ্রুব জুরেল। দুজনেই স্পেশালিস্ট ব্যাটার। যদিও আবেশ খানের ওভারে একটা চারও মারতে পারেনি ব্যাটাররা। হেটমেয়ার আউট হয়ে যান। শেষপর্যন্ত ২ রানে হারে রাজস্থান। অভিযোগ, জেতার তাগিদই ছিল না গোলাপি ব্রিগেডের।

জয়দীপের মতে, এভাবে হারটা যন্ত্রণাদায়ক। সমর্থকরা হতাশ। দল সমর্থকদের কথা ভাবছে না। ইচ্ছে করেই ম্যাচ হারছে। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচেও প্রায় একইভাবে জেতা ম্যাচ হেরেছিল রাজস্থান রয়্যালস। শেষ ওভারে ৯ রান দরকার পরিস্থিতিতে মিচেল স্টার্ক ৮ রান দেন। সুপার ওভারে ম্যাচ গড়ালে ভুল স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছিল রাজস্থান।

লখনউ ম্যাচেও যার পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্নটা বড় আকার নিয়েছে। গড়াপেটা গন্ধ পাচ্ছেন কেউ কেউ। রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক জয়দীপের প্রশ্ন, পরপর দুই ম্যাচে একই পরিণতি কীভাবে হয়? আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের উচিত, বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা।

চলতি মেগা লিগে এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২টিতে জিতেছে রাজস্থান। চার পয়েন্ট নিয়ে দশ দলের লিগ তালিকায় আট নম্বরে। এখান থেকে সঞ্জু স্যামসনদের পক্ষে প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে শিমরন হেটমেয়ারের আউটে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায় রাজস্থানের জন্য।

উইজডেন সেরা বুমরাহ-স্মৃতি

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ক্রিকেটের বাইবেল হিসেবে পরিচিত উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও স্মৃতি মান্ধানা। গত মরশুমে ব্যক্তিগত সাফল্যের সুবাদে উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় স্পিডস্টারকে। বুমরাহর পাশাপাশি মহিলা বিভাগে বর্ষসেরার সম্মান স্মৃতি মান্ধানাকে।

মঙ্গলবার উইজডেনের ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের ২০২৫ সালের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পান ভারতের দুই ক্রিকেট তারকা। ২০২৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত ব্যর্থ হলেও গোটা সিরিজে বুমরাহর ব্যক্তিগত পারফরমেন্স প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

প্রায় একার কাঁধে অজিদের পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ১৩.০৬ গড়ে সিরিজে ৩২ উইকেট নেন। সবমিলিয়ে গত মরশুমে ৭১টি টেস্ট উইকেট। বিশ্বের একমাত্র বোলার হিসেবে ২০-র কম গড়ে ২০০ টেস্ট উইকেট পান বুমরাহ। যার প্রতিফলন উইজডেনের বর্ষসেরা পুরস্কারে। অবদান রাখেন ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়েও।

অপরদিকে ভারতীয় মহিলা দলের সহ অধিনায়ক মান্ধানা মহিলা ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক ১৬৫৯ রান করেন। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা নজির। ২০২৪ মরশুমে ওডিআই ক্রিকেটে চারটি শতরান করেন স্মৃতি।

চার বছরের জেল স্লেটারকে

বিসব্রেন, ২২ এপ্রিল : গার্হস্থ্য হিংসা সহ প্রায় একডজন অভিযোগ। আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটারকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

২০২৩ সালে কুইন্সল্যান্ডের এক মহিলা স্লেটারের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন। জানা যায়, ওই মহিলাকে নানাভাবে ভয় দেখাতেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার। এমনকি বিনা অনুমতিতে ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে একবার গলাও টিপে ধরেছিলেন। এরপরও ওই মহিলা যাতে পুলিশের কাছে অভিযোগ না করেন সেজন্য আত্মহত্যার হুমকি দিতেন স্লেটার। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ ছিল। তারই ভিত্তিতে গত বছরের এপ্রিলেই গ্রেপ্তার হন ৫৫ বছরের স্লেটার।

মঙ্গলবার কুইন্সল্যান্ড মারুশাইডোর জেলা আদালত মাইকেল স্লেটারকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বিচারপতি বলেছেন, ‘অতিরিক্ত মদ্যপানই প্রাক্তন ক্রিকেটারের মূল সমস্যা। মদ্যপান ওঁর জীবনের সঙ্গে এমনভাবেই জড়িয়ে গিয়েছে যে পুনর্বাসনও সহজ হবে না।’ শাস্তিস্বরূপ তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে গত এক বছর কারাবাসেই ছিলেন স্লেটার। তদন্তেও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। যে কারণে আপাতত প্যারোলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেশের জার্সিতে একশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন স্লেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪টি শতরান সহ প্রায় ছয় হাজার রান রয়েছে। অনেকেই মনে করেন মদ্যপান না করলে আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত স্লেটারের কেরিয়ার।

রশিদ-সমালোচকদের তোপ সাইয়ের

বাড়তি আবেগ কাজ করছিল শুভমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ সবে শেষ।

পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়। শুভমান গিলকে দেখা গেল অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন। ভারতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন সহকারী কোচ। বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাপোর্ট টিমের অন্যতম মুখ।

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোরকেও দেখা গেল শুভমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হতাশা, আক্ষেপ সরিয়ে বিজয়ী, ম্যাচের নায়কের তথা প্রাক্তন নাইটের প্রতি সৌজন্যতা। কলকাতা পা রাখা থেকে নাইট বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে অন্যতম চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন শুভমান।

প্রাক্তন দল। একসময় নাইট অধিনায়ক হিসেবেও ধরা হচ্ছিল। যদিও শেষটা তিক্ততার কাহিনী। জবাবি ইনিংসের খুশি তাই একটু বেশিই। তবে দারুণ একটা জয় তুলে নিয়েও দলের পারফরমেন্সে পুরোদস্তুর খুশি হতে পারছেন না। লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা (১২ পয়েন্ট) দলের অধিনায়কের মতে, আরও ১০-১৫ রান বেশি করা উচিত ছিল!

উন্নতি প্রয়োজন জানিয়ে শুভমানের যুক্তি, ‘আমরা (বি সাই সুদর্শন ও শুভমান) শুরুটা ভালো করেছি। কিন্তু ফিনিশিংও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফর্ম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।’

৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা পা রাখেন শুভমান। ছন্দে থাকা নাইটদের বিরুদ্ধে জয় পাখির চোখ। টিম মিটিংয়ে হেডকোচ আশিস নেহেরা বলেও দেন, লিগ টেবিলের নিরিখে এই ম্যাচ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ। ১১৪ রানের জুটিতে সেই ভিত তৈরি করে দেন সুদর্শন-শুভমানই। গুজরাট অধিনায়কের কথায়, লক্ষ্য ছিল পার্টনারশিপ যথাসম্ভব লম্বা করা।

ব্যাট হাতে ৯০ রানের নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। মাথা ঠান্ডা রেখে নাইট স্পিনারদের ভোঁতা করা। যদিও সেই শুভমানকে দেখা যায় ভেঙ্কটেশ আইয়ারের আউটের পর আগ্রাসী সেলিব্রেশন করতে। গিলের কথায়, আবেগ কাজ করছিল। নাইট রাইডার্স রান তাড়ায় ভালো দল। প্রথম থেকে ম্যাচের রাশ হাতে থাকলেও উত্তেজক দ্বৈরথের সম্ভাবনাও উঁকি মারছিল। কিন্তু বোলাররা সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়ার পর বাড়তি উত্তেজনা।

> *ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফরম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।*
>
> *- শুভমান গিল*

পার্পল ও অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। গুজরাট টাইটান্সের প্রসিধ কৃষ্ণা ও বি সাই সুদর্শন।

নাইট বধের সঙ্গে গুজরাটের প্রাপ্তি রশিদ খানের ছন্দে ফেরা। গত সাত ম্যাচে মাত্র ৪ উইকেট। সেভাবে দাগ কাটতে পারছিলেন না। গতকাল সেই রশিদ কার্যত অপ্রতিরোধ্য। সতীর্থের সাফল্যের দিনে রশিদের হয়ে সমালোচকদের একহাত নিলেন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

ধারাভাষ্যকার নিক নাইটের এক প্রশ্নে সাই কিশোরের পালটা জবাব, রশিদ টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা বোলার। আফগান স্পিনারের দক্ষতা নিয়ে দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ, প্রশ্ন ছিল নেই। জানেন না, কমেন্ট্রি বক্সে রশিদের ফর্ম নিয়ে এত কাটাছেঁড়া হয় কেন। দলের বিশ্বাস ছিল শীঘ্রই ফর্মে ফিরবে, ভালো করবে। ইডেন গার্ডেন্সে সেটাই ঘটেছে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

কম্বিনেশন ও পরিকল্পনার অভাবেই ফ্লপ শো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ারদের মতো ক্রিকেটারদের কেউ ছেড়ে দেয়!

সম্প্রতি এক ঘরোয়া ক্রিকেট আড্ডায় কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন বিস্মিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

তখনও কেকেআর ‘কেকেহার’-এ বদলে যায়নি। তখনও ফিনিশার আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। তখনও নাইটদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চর্চা এত জোরদার হয়নি। তখনও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের বিদায় ঘণ্টা বাজা শুরু হয়নি। তখনও দলের ব্যাটিংয়ের এমন বেহাল দশাও সামনে আসেনি।

অনেক আগেই নাইটদের সমস্যা, দুর্বলতা ধরে ফেলেছিলেন মহারাজ। কিন্তু সরকারিভাবে, প্রকাশ্যে বললেই হবে বিতর্ক। তাই মুখ বন্ধ রেখেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু ভুলের পাহাড়ে বসে থাকা একটা দলের (সেই দলটা আবার শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন) ক্রিকেটীয় সমস্যা কতদিন আর চাপা থাকবে। থাকার কথাও নয়। তাই সময়ের সঙ্গে নাইটরা একের পর এক ম্যাচ হারছে। আর দলের অন্দরের কঙ্কালটা সামনে চলে আসছে নিয়মিতভাবে। আপাতত ছবিটা হল, আট ম্যাচে পাঁচটি হার নাইটদের। পয়েন্ট ছয়। বাকি ছয় ম্যাচের মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে জিততেই হবে কেকেআর-কে।

এমন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রশ্ন একটাই, পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে কি নাইটদের ফ্লপ শো বন্ধ হয়ে নতুন শুরু দেখা যাবে? সম্ভব? সহজ জবাব হল, না। অবিশ্বাস্য কোনও ঘটনা না ঘটলে অথবা রাহানের দলের কোনও নাইটের ব্যক্তিগত ক্রিকেটীয় প্রভাবে মিরাক্যাল ঘটলে আলাদা কথা। তেমনটা না হলে এখনই লিখে দেওয়া যায়, নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে গিয়েছে। অন্তত এবারের মতো।

কিন্তু কেন এমন হাল হল নাইটদের? কেকেআরের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে সামনে আসছে নানা ক্রিকেটীয় বিষয়। দোসর হিসেবে সঙ্গে রয়েছে কোচ চান্দু স্যারের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথাও। যা বহু চেষ্টায় চেপে রেখেছেন মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। কেকেআরের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কারণ হল, নিলামে দল গঠনের ব্যর্থতা। বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল যখন বিকল্প নিশ্চিত করে কোনও তারকার পিছনে টাকার থলি নিয়ে দৌড়েছে, তখন কেকেআর অদ্ভুতভাবে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। ‘বুড়ো’ সুনীল নারায়ণ, রাসেলকে এখনও বয়ে বেড়ানোর সিদ্ধান্তও ভুল। হতে পারে তাঁরা একটি, দুইটি ম্যাচে দলকে জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের বৈতরণী পার করতে হলে প্রয়োজন তরুণ, তাজা রক্ত। স্টার্ককে না রেখে স্পেনসার জনসনকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কেন? কারণ, কারওর জানা নেই। কুইন্টন ডি কককে নেওয়া হয়েছিল নিলামে। ডি কক এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অতীত। তিনিও রাসেল-নারায়ণদের মতো একটা-দুটি ম্যাচে খেলে দিয়েছেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের জন্য এসবের কোনওটাই যথেষ্ট নয়।

ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পর্যালোচনার শেষ এখানেই নয়। আরও রয়েছে। যার নিউক্লিয়াস হল, যথার্থ বিকল্প না করেই দল গঠন। আধুনিক ক্রিকেটে যা অপরাধ। ডি ককের পরিবর্ত রহমনুল্লাহ গুরবাজ হওয়ার নয়। আফগান তারকার প্রাক আইপিএল পারফরমেন্স ছিল জঘন্য। এমন পরিকল্পনাহীন দল গঠনের পর রয়েছে ভূতুড়ে ব্যাটিং অর্ডার। কোনও ম্যাচে রাসেল-রিঙ্কু সিংরা সাত-আট নম্বরে ব্যাটিং করছেন। আবার কোনও ম্যাচে ছন্দে থাকা অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে নয় নম্বরে ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামানো হচ্ছে। নাইটদের কোচ পণ্ডিতমশাইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুম্বই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ সহ নানা দলকে রনজি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। তুলে এনেছেন বহু

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে হারলেই কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচের আসন চলে যেতে পারে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের।

তরুণ প্রতিভা। কিন্তু সেটা লাল বলের ক্রিকেটে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ পণ্ডিতের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথা সবার জানা। সেই ভাবনা আইপিএলে চালু করতে গিয়ে এবার জোর ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। দলের বন্ডিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন অভিযোগও রয়েছে।

যার পরিণাম হিসেবে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারলে কোচ পণ্ডিতের বিদায় কার্যত চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে খবর। কিন্তু তারপরও কি নাইট সংসারের বেহাল দশার পরিবর্তন হবে? শুনতে খারাপ লাগলেও নাইট সমর্থকদের বাস্তবটা মেনে নিতে হবে এবার। কারণ, জবাবটা না। ভুল দল গঠন থেকে শুরু করে কম্বিনেশনের ভৌতিক ভাবনা আগেই নাইটদের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে। এখন দেখার, শেষটা আর কত খারাপ হয়।

এখনও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, দাবি রাহানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : নতুন সকাল। নতুন দিন। নতুন ভাবনা।

আর সেই ভাবনার নির্যাস হল, ক্রিকেটকে একদিনের জন্য টাটা করে গলফে ডুব দেওয়া। গলফ খেলে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফেরানোর পথ খোঁজা। গলফ খেলে নিজেদের একটু তাজা করে নেওয়া।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কাজে দেবে, সময় তার জবাব দেবে। তবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৫টিতে হারের পর নাইটরা কার্যত ভেন্টিলেশনের দোরগোড়ায়। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফের বিপর্যয় ঘটলে এবারের মতো প্লে-অফ স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের।

দলের ব্যাটিং নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো। ফিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বোলিং তুলনায় একটু ভালো। কিন্তু শুধু বোলিং দিয়ে কি ম্যাচ জেতা সম্ভব? সহজ জবাব, না। নিটফল, ব্যর্থতার কানাগলিতে ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বই সংকটে ফেলে দিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। জঘন্য ক্রিকেটের পাশে দলের ভারসাম্য এখনও ঠিক করতে না পারার ফল ভুগতে হচ্ছে নাইটদের। যদিও আজ সারাদিন ধরে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এক গলফ ক্লাবে গলফের আসরে হাজির হওয়ার পাশে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখিও হয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। কীভাবে দল সাফল্যের সরণিতে ফিরতে পারে, তার সঠিক কোনও দিশা দিতে না পারলেও অধিনায়ক

হারের যন্ত্রণা ভুলতে গলফে মেতে আনরিচ নর্তজে। ছবি : কেকেআর

রাহানে দাবি করেছেন, নাইটদের এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভব। বলেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়টা হয়তো ভালো যাচ্ছে না আমাদের। কিন্তু দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এখনও রয়েছে আমাদের। একটা-দুইটি ম্যাচ জিততে পারলেই ছবিটা বদলে যাবে।’

পরিস্থিতির বদল করতে হলে সেটা অত্যন্ত দ্রুত করতে হবে। কারণ, আট ম্যাচের মধ্যে পাঁচ হার, কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। কঠিন পরিস্থিতি বদলের লক্ষ্যে গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মেন্টর ব্রাভো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে আন্দ্রে রাসেলকে ‘বাদ’ দেওয়া হতে পারে। তাঁর পরিবর্তে রোভমান পাওয়েলের কথা ভাবতে পারে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও আজ নাইট মেন্টরের গলায় ভিন্ন সুর শোনা গেল। ব্রাভোর কথায়, ‘গতকাল গভীর রাতে ম্যাচ শেষের পর ছেলেদের সঙ্গে এখনও বসিনি আমরা। দ্রুত সেই কাজটা হবে। বুঝতে হবে কোথায়

ব্যর্থতা ভুলে গলফে ডুবে নাইটরা

সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া পরিবর্তন করব বললেই তো করা যায় না সহজে।’ দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ২০১৪ ও ২০২১ সালের আইপিএলের আমেজে ডুব দিতে চাইছেন। অতীতের সেই দুই বছরই অত্যন্ত খারাপ শুরুর পর কেকেআর শেষ পর্বে গিয়ার বদলে দু’বারই ফাইনালে উঠেছিল। ২০১৪ সালে দল চ্যাম্পিয়ন হয়। আর ২০২১ সালে রানার্স। এবারও এমন পালাবদল আশা করছেন তিনি।

আনরিচ নর্তজে, কুইন্টন ডি কক, ওটিস গিবসন, স্পেনসার জনসনদের গলফের আসরের মাঝেই আজ কেকেআরের তরফে ঘোষণা হয়েছে, বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে নয়া উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। ‘সাহসী রানি’ নামে একটি প্রকল্প চালু করা হচ্ছে শাহরুখ খান, জুহি চাওলার দলের তরফে।

আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

টিকে থাকার ম্যাচ হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল : মঞ্চটা বদলেছে। বদলেছে ভূমিকা।

যদিও দুইজনের দ্বৈরথের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। রোহিত শর্মা বনাম প্যাট কামিন্স। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক একাধিক দ্বৈরথে দুই মহারথী। কখনও টেক্কা দিয়েছেন কামিন্স, কখনও পালটা রোহিতের। আইপিএলের টক্কর হলেও বুধবারও নজর কামিন্স-রোহিতের শুরুর দ্বৈরথে।

টানা ব্যর্থতা ঝেড়ে আগের ম্যাচেই রানে ফিরেছেন হিটম্যান। ভরসা জুগিয়েছেন দলকে। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটেও চেনা ঝড়। সঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিকে প্লে-অফের সম্ভাবনা বাড়িয়ে নেওয়া। আত্মবিশ্বাসের একঝাঁক রসদ নিয়েই আগামীকাল চারমিনার শহরে হায়দরাবাদ সানরাইজার্সের মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

নীতা আম্বানির দল ৮ ম্যাচে ৪টিতে জিতে ষষ্ঠ স্থানে। কামিন্সের হায়দরাবাদ সেখানে সাত ম্যাচে দুইটি জয়ে নবম স্থানে। ফের হার মানে খাদের কিনারে। প্লে-অফের দরজা খুলে রাখতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। ঘরের মাঠে আগামীকাল যে লক্ষ্যে নামছে গতবারের ফাইনালিস্টরা।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো শতরানে অভিযান শুরু করেছিল কাব্যা মারানের সানরাইজার্স। পাঞ্জাব ম্যাচে অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ১৪১। দুইটি ইনিংস সরিয়ে রাখলে

বোলিং অনুশীলনের মাঝে খোশমেজাজে মহম্মদ সামি ও প্যাট কামিন্স।

ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। অথচ, এবার দলের ব্যাটিং অনেক বেশি শক্তিশালী। বোলিংয়েও ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু অতি-আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ডুবছে। রাতের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে বল বদল, বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি-জোড়া সুবিধা পাচ্ছেন বোলাররা। ব্যাটারদের একবগ্গা দাপটে অনেকটা রাশ টানা গিয়েছে। থাকছে ব্যাটের মাপজোখও। কামিন্সরা স্বীকার না করলেও যার প্রভাব পড়ছে সানরাইজার্সের ‘দেখো আর মারো’ ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি।

চাইলেও যে স্ট্র্যাটেজি বদলানো সহজ নয়। কারণ ব্যাটিং অর্ডারে ধরে খেলার মতো লোক নেই। প্রায় প্রত্যেকেই বিগহিটার। কামিন্সের বিশ্বাস, আগামীকাল যে থিয়োরি হিট করবে। ব্যাটাররা বড় স্কোর করতে সক্ষম হবে। পারলে বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করবে না মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেড। শুরুতে হোঁচট খাওয়া মুম্বই ক্রমশ ছন্দে। অতীতে খারাপ শুরুর পরও চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখিয়েছে নীতা আম্বানির দল। জয়ের হ্যাটট্রিকে হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের প্লে-অফের দৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পর যে সম্ভাবনাই উসকে দিচ্ছে। যা আরও বাড়িয়ে নিতে আগামীকাল রোহিত, সূর্য, তিলক ভার্মাদের ব্যাটে ধারাবাহিকতা দরকার।

তিলকের আবার ঘরের মাঠ। হায়দরাবাদের ছেলে তিলক মঙ্গলবার বলেও দেন, ‘আর পাঁচটা ম্যাচের

চারমিনার শহরে রোহিত বনাম কামিন্স

মতোই। তবে এটা আমার ঘরের মাঠ। আবেগ থাকবে। চেষ্টা করব নিজের ক্রিকেটীয় বেসিকে জোর দিয়ে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে।’

অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেনদের চ্যালেঞ্জার সেখানে স্বয়ং জসপ্রীত বুমরাহ। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছেন। ক্রমশ স্বমেজাজে। আর বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টদের ঘিরে বেশ ধারালো দেখাচ্ছে মুম্বইয়ের বোলিংকে। হায়দরাবাদের পাটা পিচে সেই ধার বজায় থাকলে চিন্তা বাড়বে সানরাইজার্সের। চ্যালেঞ্জটা কামিন্স ব্রিগেড আগামীকাল কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে সেদিকে।

বং কানেকশনে জয়ে ফিরল দিল্লি

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৫৯/৬
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬১/২
(১৭.৫ ওভারে)

লখনউ, ২২ এপ্রিল : ডান হাতের কবজিতে মোটা ব্যান্ডেজ নিয়ে টস করতে নেমেছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল, কিপিংয়ে অস্বস্তি না হলেও ব্যাট করতে সমস্যা হবে ঋষভ পন্থের। বাস্তবে হলও তাই। লখনউ সুপার জায়েন্টস ইনিংসের শেষ তিন বল থাকতে মাঠে নামলেন পন্থ। কিন্তু জঘন্য শটে খাতা খোলার আগেই মুকেশ কুমারের (৩৩/৪) বলে ফিরতে হল তাঁকে। বাকিরাও একানা স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে ছোবল মারতে ব্যর্থ হলেন। নিটফল, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১৫৯/৬ স্কোরে আটকে যায় এলএসজি। মুকেশের গড়া মঞ্চে বাংলা দলে তাঁর সতীর্থ অভিষেক পোড়েল দাপট দেখিয়ে দিল্লিকে জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে আনলেন।

এদিন প্রথম ওভারে বল হাতে দেখা যায় দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে (২৯/০)। পাওয়ার প্লে-তে তিন ওভার বোলিং করলেও তাঁকে লখনউ ব্যাটাররা একটিও ছক্কা মারতে পারেননি। তবে একানার মন্থর বাইশ গজকে সত্যিকারের ব্যবহার করলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার মুকেশ। হাতে পেস খুব একটা নেই। কিন্তু এদিন বেশ বুদ্ধি করে গতির হেরফের ঘটালেন। নিজের প্রথম ওভারে মার খেলেও ফিরতি স্পেলে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা মিচেল মার্শকে (৩৬ বলে ৪৫) ফিরিয়ে লখনউয়ের বড় রানের আশা শেষ করে দেন মুকেশ। পরে তুলে নেন আব্দুল সামাদ (২), আয়ুষ বাদোনি (২১ বলে ৩৬) ও ঋষভকে। এর আগে এবারের আইপিএলে প্রথমবার নামা দুষ্মন্ত চামিরা (২৫/১) আইডেন মার্করামকে (৩৩ বলে

অর্ধশতরানে উজ্জ্বল ৫ হাজারি লোকেশ

৫২) তুলে নিয়ে লখনউয়ের ওপেনিং জুটি ভাঙেন। মার্করাম ও মার্শের গড়ে দেওয়া ভিত অবশ্য কাজে লাগাতে পারেনি লখনউয়ের মিডল অর্ডার।

রানতাড়ায় নেমে রং ছড়িয়েছেন অভিষেকও। প্রথম বলে তিনি একটা হাফ চান্স দিলেও তা তালুবন্দি করতে পারেননি ডেভিড মিলার। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৬ বলে ৫১ রানের ইনিংসে দিল্লির বাকি ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন অভিষেক। অবশ্য শুরুর দিকে শার্দূল ঠাকুর, রবি বিষ্ণোইদের ভুল লাইন-লেংথে বল করার সুবিধাও তিনি পেয়েছেন। তাঁর বিদায়ের পর বাকি কাজটা সেরে নেন লোকেশ রাহুল (৪২ বলে অপরাজিত ৫৭) ও অক্ষর (২০ বলে অপরাজিত ৩৪)। গত বছর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মেঠো বিতর্কের পর এদিনই প্রথম লখনউয়ে রাহুল আইপিএল খেলতে নেমেছিলেন। এলএসজি কর্ণধারের উপস্থিতিতে শুধু অর্ধশতরান নয়, তিনি পেরিয়ে গেলেন আইপিএলে ৫ হাজার রানের গণ্ডিও। যার সুবাদে দিল্লি ১৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬১ রানে পৌঁছে যায়। সেইসঙ্গে ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে তারা প্লে-অফের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ করে ফেলল। এই মুহূর্তে দিল্লি আছে ২ নম্বরে।

চার উইকেট নিয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে ভাঙলেন মুকেশ কুমার।

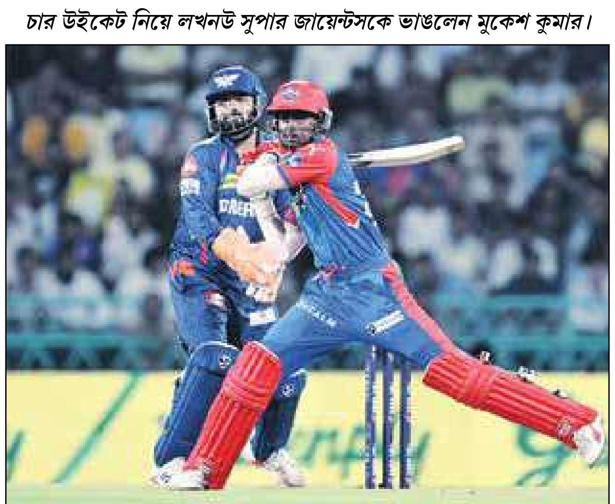

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের ভিত গড়ে দেন অভিষেক পোড়েল।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে অভিষেক শর্মা। মঙ্গলবার।

শুভমান-অভিষেকদের ‘পার্টি’ বন্ধে ঘরে তালা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কড়া মেজাজে হেডস্যর।

কোচ হিসেবে ক্রিকেটমহলে এমনই পরিচিতি যোগরাজ সিংয়ের। যে কঠোর অনুশাসন পুত্র যুবরাজকে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছে, তেমনই বাবাকেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার তৈরির কারিগরও মানেন। তবে সবসময় একটা ভয়ে ভয়ে থাকতেন বাবাকে নিয়ে। রান না পেলে বকুনি খাবেন। বাজে শট খেলে আউট হলে, হয়তো ছক্কা মারাই বন্ধ করে দেবেন।

নিজের কেরিয়ারজুড়ে থাকা বাবার যে অনুশাসন নিয়ে এদিন যুবরাজ কিছুটা আবেগতাড়িত। বলেছেন, ‘অত্যন্ত কড়া মেজাজের ছিলেন। বুঝতাম নিজের স্বপ্নটা আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। একেক সময় ভালো লাগত না। পরে বুঝতাম, কিছু পেতে গেলে ঘাম ঝরাতে হবে। আমাকে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে দেওয়ার পিছনে বাবাই। সাড়ে আঠারো বছর বয়সে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার মূল কারণ সেটাই।’

যুবরাজের কথায়, বাবা মাঠে আসুক, তাঁর খেলা দেখুক, একদম চাইতেন না। কারণ খারাপ শট খেলে আউট হলেই জুটবে বকুনি। ‘বাবা সবসময় বলত মাটিতে রেখে খেলো। গ্রাউন্ড শটে স্কোর করো। তাই ভয়ে থাকতাম, যদি উঁচু শট খেলতে গিয়ে আউট হই, তাহলে হয়তো বিগহিট আর মারতেই দেবেন না বাবা,’ বলেছেন যুবি।

জীবনের সেরা মুহূর্ত? সিনিয়ার বিভাগে প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলে ফেরা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংস কেরিয়ার বদলে দেয় যুবরাজের। যখন ফেরেন, বাবা-মা (ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তখন) যুবিকে নিতে বিমানবন্দরে হাজির। দুইজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এখন নিজে দুই সন্তানের

বাবা ছক্কা মারতে দেবেন না, ভয়ে ভয়ে থাকতেন যুবরাজ

পিতা। বোঝেন, বাবা-মার একসঙ্গে থাকা সন্তানদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের মেন্টর হলেও পুত্র আরিয়নকে ক্রিকেটে আনতে চান না যুবরাজ! বলেছেন, ‘ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। বলে বাবা তোমার সঙ্গে খেলব। ভালো লাগে। তবে আমি চাই না ও ক্রিকেটার হোক। অবশ্য নিজে থেকে উৎসাহ দেখালে, পাশে থাকব।’

যেমনটা করেছিলেন শুভমান, অভিষেকদের উত্থানে। কড়া হাতেই সামলেছেন দুই তরুণ তুর্কিকে। দুইজনে বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। অভিষেককে নাকি পার্টি, বান্ধবী থেকে দূরে রাখতে তালা দিয়ে পর্যন্ত রেখেছিলেন যুবরাজ!

অভিষেক সম্পর্কে যোগরাজের আরও চাঞ্চল্যকর দাবি, ‘পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং কোচদের থেকে অভিষেক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। ওরা জানায়, ও বোলার। যদিও যুবরাজের চাপ দিতে অভিষেকের ব্যাটিং রেকর্ড সামনে আসে। দেখা যায় ২৪টি শতরান রয়েছে। মিথ্যে কথা বলে অভিষেককে আটকে দেওয়ার চেষ্টা।’

এখান থেকে অভিষেকের কেরিয়ার বদলে যাওয়া। প্র্যাকটিস, ঘাম ঝরানো, লড়াইয়ের শুরু। এমনকি যুবরাজ বাবাকে বলে বন্ধ করেছিলেন অভিষেকের পার্টি, বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারা। সবসময় নজর রাখতেন। বাবাকে বলেও ছিলেন, অভিষেক যাতে পার্টি করতে বেরিয়ে না যায়, তারজন্য ঘরে তালা লাগিয়ে রাখতে! শুভমানের ক্ষেত্রেও নাকি একই দাওয়াই দিয়েছিলেন!

প্রস্তুতি ম্যাচে ৫ গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবার সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারালেন সুহেল আহমদ ভাটরা। হ্যাটট্রিক করলেন সুহেল। প্রতিপক্ষ সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব মোটেও কোনও শক্তিশালী দল নয়। কিন্তু সুপার কাপের আগে বড় ব্যবধানে জিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান। যেহেতু সুপার কাপে প্রথম একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড়রা কেউ খেলছেন না, তাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াটা জরুরি ছিল মোহনবাগানের।

এদিন দুইটি অর্ধে দুইটি দলকে খেলান বাগান কোচ বাস্তব রায়। প্রথমার্ধে সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, দীপক টাংরির মতো আইএসএল খেলা খেলোয়াড়দেরকে দেখে নেন তিনি। এই অর্ধে চারটি গোল করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সুহেল হ্যাটট্রিক করেন এবং সালাউদ্দিন একটি গোল করেন। প্রথমার্ধে খেলেছিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। তাঁকে সেভাবে বড় কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে পাসাং দোরজি তামাং, গ্লেন মার্টিন্স, সেরতো কমদেরকে খেলিয়ে দেন বাগান কোচ বাস্তব। এই অর্ধের শুরুতে সেরতো একটি গোল করেন। শেষদিকে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব একটি গোলশোধ করে। শুক্রবার ভুবনেশ্বর রওনা দেওয়ার আগে কলকাতায় আরও দুইটি প্র্যাকটিস সেশন পাচ্ছে মোহনবাগান। এই সময়ে দ্রুত দলের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চান কোচ বাস্তব।

অস্কারকে নিয়ে ক্ষোভ লাল-হলুদ সমর্থকদের

বিদায় দেওয়া হতে পারে ক্রেসপোকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : হঠাৎই অস্কার ব্রুজোঁর উপর ক্ষুব্ধ সমর্থকরা।

ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল। তিনি নিজেও থাকতে আগ্রহী। যদিও সুপার কাপে এতটা খারাপ ফল হবে, সেই কথা সম্ভবত আগে বোঝেনি ইমামি কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দল বিশ্রিভাবে আত্মসমর্পণ করার পর অস্কার পরোক্ষে ফুটবলারদের মানসিকতা বা বলা চলে দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। প্রকাশ্যেই দলে পরিবর্তন চেয়েছেন ম্যাচের পর। আর তাতেই উঠছে নানা প্রশ্ন। সমর্থকরাও তাঁর এই কথাবার্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। প্রথমত, টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে ক্লেইটন সিলভার ঝামেলা হওয়ার প্রভাব যে দলের মধ্যে পড়েছে, তা বুঝতে ফুটবল বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। কেন সেই সময়ে ওই সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া গেল না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। বিশেষ করে দলের মধ্যে অধিনায়ক ক্লেইটনের এবারের পারফরমেন্স ভালো না হলেও দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁর বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত না করলেও আগে অন্যান্য শৃঙ্খলাজনিত বিষয় নির্দ্বিধায় হজম করে গিয়েছেন অস্কার। যেমন নন্দকুমার শেখর কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি চলে যান। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অকারণে লাল কার্ড দেখাটা অভ্যাসে পরিণত করে দলকে ডোবানো লালচুংনুঙ্গাকে নিয়েও কোনও সময়েই মুখ খুলতে দেখা যায়নি কোচকে। সাউল ক্রেসপোর চোট-প্রবণতায় বসে থাকার পরেও ম্যানেজমেন্টের কাছে অস্কার পরিবর্ত চাননি। অথচ ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই বিষয়ে তিনি মুখ খুললে হয়তো সেসময় পরিবর্তের খোঁজ করতেন কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অস্কার দলগঠন থেকে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী দলের খেলার ধরন বদলাতে ব্যর্থ হন। দলের তরুণ ফুটবলার যেমন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা কী আমান সিকেদের প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগাননি। এসবেরই সাম্প্রতিকতম উদাহরণ সুপার কাপে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ। মাঝমাঠে ক্রেসপো চোটের জন্য শুরুতে নামার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সৌভিক চক্রবর্তীকে প্রথম একাদশে রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাঁকে যখন নামান ততক্ষণে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। রাফায়েল মেসি বাউলি বা রিচার্ড সেলিস পারছেন না দেখেও ডেভিডকে নামান

সুপার কাপের ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

একেবারে শেষমুহূর্তে। দল পিছিয়ে আছে দেখেও পিভি বিষ্ণু বা নাওরেম মহেশ সিংকে দিয়ে উইং প্লে করানোর কোনও ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং ২ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকেই সবথেকে দিশেহারা দেখিয়েছে। সবমিলিয়ে তাঁকে নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো শেষপর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার সময়ে উঠবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সমর্থকরা।

তবে তাঁদের জন্য এই সুখবর যে এবারের বেশিরভাগ বিদেশিই বিদায় নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন ক্লেইটন এবং অবসর নিয়ে ফেলেছেন হেক্টর ইউস্তে। চোটের জন্যই ক্রেসপোর সঙ্গে সোনালি করমর্দন করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেলিস বা মেসি বাউলির সঙ্গে মরশুমের শেষপর্যন্তই চুক্তি ছিল। তাঁদের চুক্তি বাড়ার সম্ভাবনা কম। একমাত্র হিজাজি মাহেরের সঙ্গেই চুক্তি আছে। এখন তিনি ফিট হয়ে ফিরে আসেন কিনা সেটাই দেখার।

ইপিএলে প্রত্যাবর্তন বার্নলে ও লিডসের

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই উৎসব শুরু বার্নলের গ্যালারিতে। সেই রেশ পৌঁছে গেল লিডস ইউনাইটেডের মাঠেও। শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে আগামী মরশুমে আবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করে ফেলল বার্নলে। অন্যদিকে, স্টোক সিটিকে ছয় গোলে হারানোর পাশাপাশি বার্নলের জয়ের সুবাদে দুই মরশুম চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার পর ফের ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল লিডস। তবে ইপিএলে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল শেফিল্ডের।

সোমবার ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় বার্নলে। মিনিট দশেকের মধ্যে শেফিল্ড গোল শোধ করলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা গোলে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয় বার্নলে। গতবারই প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গিয়েছিল তারা। বছর না ঘুরতেই ফের প্রিমিয়ারে প্রত্যাবর্তন হল। আরেকদিকে, দুই মরশুম পর ইপিএলে ফিরছে লিডস। সোমবার ম্যাচের প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল করে স্টোকের বিরুদ্ধে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল। ম্যাচ শেষে বার্নলের জয়ের খবর পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া লিডস শিবিরে। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগের ছাড়পত্র পেতে প্লে-অফের দুইটি ম্যাচ জিততে হবে শেফিল্ডকে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

- খবর এগারোর পাতায়

টেনিসকে আর ‘মিস’ করেন না নাদাল

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিল : অবসরের পর পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। এখন আর টেনিস নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই ক্লে কোর্টের রাজা রাফায়েল নাদালের। অথচ একটা সময় টেনিস র‍্যাকেট হাতে গোটা বিশ্বে ঝড় তুলেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা।

সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদাল। সেখানে তাঁকে ‘স্পোর্টিং আইকন’-এর সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী বলেছেন, ‘আমি টেনিসকে একটুও মিস করছি না। এমনটা নয় যে, টেনিস কোর্টে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি কিন্তু খুশি মনেই খেলা ছেড়েছিলাম। টেনিস আমার কাছে একটা নেশার মতো। তবে শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে কোনও কিছু করা যায় না। তাই আমি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

পরে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাদাল বলেছেন, ‘আমার অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেড়ি হয়েছে। সিদ্ধান্তটা ঠিক হবে কিনা সেটা জানার জন্য সময় নিয়েছিলাম। পরে দেখলাম কোর্টে নেমে খেলাটাকে উপভোগ করতে পারছি না। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

দলে ইতিবাচক মানসিকতা চাইছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কার্লোস ফ্রাঙ্কা দেশে ফিরেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরও। সুপার কাপে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে বিদেশিদের মধ্যে সবেধন নীলমণি মার্ক আন্দ্রে সমারবক। এর বাইরে রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানদের নিয়েই লড়াইয়ের ডাক দিলেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। দলের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলবে মহমেডান। বুধবার সকালে জিম সেশনের পর দুপুরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর রওনা হবে দল। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতর ভিতর কর্তারাও বলছেন, এই দল নিয়ে জয়ের আশা না করাই ভালো। পরিস্থিতি যা তাতে দলের রক্ষণ দাঁড় করানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচ মেহরাজের কাছে। সেক্ষেত্রে হয়তো মাঝমাঠের অমরজিৎ সিং কিয়াম, আক্রমণের ইসরাফিল দেওয়ানদের নতুন পজিশনে দেখা যেতে পারে। এদিন প্রস্তুতির পর মহমেডান কোচ বলেছেন, ‘তিনদিনের অনুশীলনে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। দলটাকে যতটা তৈরি করা সম্ভব ততটাই করেছি। এবার দেখা যাক কী হয়। এটুকু বলতে পারি ছেলেরা খুব ফোকাসড।’

সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে দলের শিবিরে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। এদিন প্রস্তুতি শেষে বলছিলেন, ‘দলের মধ্যে সমস্যা তো রয়েছে। তবে যারা অনুশীলনে এসেছে তারা খেলার জন্যই এসেছে। এর আগে যাঁরা খুব বেশি সুযোগ পায়নি তারা মাঠে নামার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তরুণ ফুটবলারদের আমি বলব, এত বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাচ্ছ, এটা তোমাদের প্রমাণ করার জায়গা। সেরাটা উজাড় করে দাও। তারপর যা হওয়ার হবে।’

এদিকে, দিল্লি এফসি-র বিদেশি জুনিয়ার ওঙ্গুয়েনেকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল। দলের সঙ্গে তিনদিন অনুশীলনও করেন তিনি। তবে সুপার কাপে তাঁর নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট ক্যামেরুনের এই ফুটবলার।

বাগডোগরায় কাল শুরু অল ইন্ডিয়া এলিট বক্সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি বক্সিং সংস্থার প্রথম বর্ষ গোর্খা কাপ অল ইন্ডিয়া এলিট বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ বৃহস্পতিবার বাগডোগরার পাইওনিয়ার মাঠে শুরু হবে। সাধারণ সচিব অরূপ সাহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে রয়েছে অনূর্ধ্ব-৫০, ৫৫, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫ ও ৮০ কেজি ওজন বিভাগ। মহিলাদের জন্য অনূর্ধ্ব-৪৮, ৫১ ও ৫৪ কেজি ওজন বিভাগ থাকছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। সাংগঠনিক সচিব দেবজিৎ রায় বলেছেন, ‘এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ব যুব বক্সিংয়ে রুপো জয়ী চঞ্চল চৌধুরী নামবেন মহিলাদের ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে। এমসি মেরি কমের বক্সিং অ্যাকাডেমির ৪ পুরুষ বক্সার ও ৩ মহিলা বক্সারকে এই মঞ্চে দেখা যাবে। স্থানীয় আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বাগডোগরার নয়ন লিম্বু।’

মেয়র কাপ ক্যারম শুরু ২৫ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিচালনায় ও শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় দুইদিনের মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল ক্যারম ২৫ এপ্রিল শুরু হবে। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, সংহতি ক্লাবে অনুষ্ঠেয় আসরে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে ৭৫-৮০ জন অংশ নেবে।

শান্তিপ্রিয় ট্রফি ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নবাঙ্কুর সংঘ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ৪-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের সেরা জেমস মুর্মু একাই ৪ গোলে করে। পরে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু ফুটবল সেন্টার ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে দেশবন্ধু তরাই মর্নিংকে। অরবিন্দ ছেত্রী জোড়া গোল করে। ম্যাচের সেরা আদিত্য ছেত্রী ছাড়াও একটি করে গোল রয়েছে অনীত ছেত্রী ও নিহাল মাঝির। বুধবার খেলবে উইনার্স-পুরনিগমের ফুটবল কোচিং সেন্টার ও বিবেকানন্দ মর্নিং সকার-হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শান্তিপ্রিয়র স্ত্রী মালা, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে জেমস মুর্মু (বাঁয়ে) ও আদিত্য ছেত্রী।

পিছিয়ে গেল সভাধিপতি কাপ কাবাডি, ভলিবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : মহকুমা পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত সভাধিপতি কাপ কাবাডি এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা তিনদিন পিছিয়ে গেল। বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব চঞ্চল মজুমদার জানিয়েছেন, পরবর্তিত সূচি অনুযায়ী শুক্র ও শনিবার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য নকশালবাড়ির বীর বিরসা মুন্ডা আদিবাসী গ্রাউন্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

জোড়া পদক সোমার

বাগডোগরা, ২২ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে জোড়া পদক জিতলেন বাগডোগরার সোমা দত্ত। তিনি হাই জাম্পে সোনা পেয়েছেন। লাফিয়েছেন ০.৭০ মিটার। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে রুপো এসেছে সোমার।

ধরমশালায় পদক জিতে সোমা দত্ত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা আসাদুল মল্লিক - কে

27.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 28362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। স্বল্প পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে একজন কোটিপতি হওয়া মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এই অবিশ্বাস্য সুযোগ প্রদান করছে, যার ফলশ্রুতি আমি একজন কোটিপতিতে পরিণত হতে পেরেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।